চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 226 Sunday, 16 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২২৬ সংখ্যা ✻ ৩০ আষাঢ়, ১৪৩০, রবিবার, ১৬ জুলাই, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের দত্তপুকুরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

তৃতীয় চন্দ্র অভিযানে শরিক বীরভূমের ইসরোর বিজ্ঞানী বিজয় কুমার দাই। দ্বিতীয় চন্দ্র অভিযানেও তিনি ছিলেন অন্যতম শরিক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বিগত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রী। এই নিয়ে মাত্র ১৫ দিনে অমরনাথ যাত্রায় মৃত্যু হয়েছে ২৪ জন পুণ্যার্থীর। ...বিস্তারিত পাতা ৬

সদ্য কানাডা ওপেন জিতেছেন। চলতি বছরে প্রথম টাইটেল জয়ের পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লক্ষ্য। দেশের এই তরুণ শাটলারের বিজয়রথ চলছে ইউএস ওপেনেও। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'মোদি পদবি' মন্তব্য মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টে রাহুল!

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃ গুজরাত আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। মোদি পদবি অবমাননা মামলায় গ্রেফতারি এড়াতে রাহুল শীর্ষ আদালতে গেলেন। গত ২৩ মার্চ সুরাত আদালত রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে। সেইসঙ্গে ২ বছর সাজাও শোনায় আদালত। সেই সাজা এড়াতে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাহুল। গত ৭ জুলাই গুজরাত হাইকোর্ট, রাহুলের আর্জি খারিজ করে দেয়। সেই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শনিবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানালেন রাহুলের আইনজীবী। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে কর্নাটকের ভোটের প্রচারে গিয়ে রাহুল গান্ধি মন্তব্য করেছিলেন, 'দেখা যাচ্ছে যাঁরাই দুর্নীতি করছেন তাঁদেরই পদবী মোদি। আইপিএলে লুঠ করেছিলেন ললিত মোদি। নীরব মোদি টাকা লুঠ করে পালিয়ে গিয়েছেন। আর যিনি তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তিনিও একজন মোদি। দু'জনেই একই রাজ্যের।' রাহুলের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে

বিজেপির এক সাংসদ সুরাত আদালতে মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, মোদি পদবীকে রাহুল গান্ধি অপমান করেছেন। চলতি বছরের মার্চ মাসে সেই মামলারই চূড়ান্ত রায় দান করে সুরাতের আদালত। সেদিন সশরীরে সুরাতের আদালতে হাজির ছিলেন রাহুল। কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন, তিনি এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতে যাবেন। যেহেতু তিন বছরের কম কারাদণ্ডের সাজা তাই সুরাতের ওই আদালতই রাহুলের জামিন মঞ্জুর করে। তাঁকে নির্দেশ দেয়, জেলযাত্রার এই সাজা আপাতত ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হল। এই সময়ের মধ্যে রাহুলকে উচ্চতর আদালতে পিটিশন দাখিল করতে হবে। তারপরই গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাহুল। এবার গেলেন সুপ্রিম কোর্টে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের জেরে মারাত্মক ক্ষতি স্কুলগুলিতে রিপোর্ট এল নবান্নে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জেরে রাজ্যের একাধিক স্কুলের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দরজা-জানালা থেকে টেবিল-চেয়ার-সহ নানা স্কুলের সম্পত্তি ভাঙচুর হয়েছে বলে তথ্য এসেছে নবান্নে। শুধু তাই নয়, ওয়াটার ফিল্টার, প্লাস্টিকের ট্যাপ চুরি করে নিয়ে চলে গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে মোট ২০৬টি স্কুলের সম্পত্তি এভাবেই নষ্ট ও চুরি হয়েছে বলে হিসাব এসেছে। এছাড়া লোহার গেট, বাথরুমের ট্যাপ পর্যন্ত খুলে নিয়ে গিয়েছে কেউ বা কারা। এমনকী একটি স্কুলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পায়খানার প্যান উধাও হয়ে গিয়েছে। বহু স্কুলে বাথরুমের ওয়াশ বেসিন নেই। এই তথ্য সামনে আসতে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে নানা স্কুল থেকে নবান্ন। এই জিনিসও দরকার পড়ল! নবান্নে আসা রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, অধিকাংশ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে বেঞ্চ, ফ্যান, চেয়ার, টেবিলের মতো সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে গত ১৩ জুলাই বিভিন্ন জেলার এডিএমদের (শিক্ষা) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, নির্বাচনের জেরে যেসব স্কুলের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, তার ক্ষতিয়ান পেশ করতে হবে। তাই বিভিন্ন জেলা থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার ভিত্তিতেই নবান্নের পক্ষ থেকে ২০৬টি স্কুলের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এদিকে এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল মুর্শিদাবাদ

জেলায়। তৃণমূল কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি হামলার মুখে পড়েছে এই জেলায়। শিক্ষা দফতরের চিঠিতেও উল্লেখ করা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুলগুলিতে। মুর্শিদাবাদের ১৩৫টি স্কুলে ভাঙচুর করা হয়। এখানের বহু স্কুলে পোলিং বুথ হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর দেখা যায় ৪টি চেয়ার, ৪টি বাল্ব, ১টি ফ্যান, ১টি টিউবলাইট উধাও। ইলেকট্রিক তারের কেসিংও ভ্যানিশ। একই সঙ্গে বহু স্কুলের জানালা, টেবিল, মিড-ডে মিলের রান্নার জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার, বাল্ব, ইলেকট্রিক বোর্ড, বাথরুমের প্যান, মগ সব নিয়ে চলে গিয়েছে। অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার এবং হাওড়াতেও এমন নজির দেখা গিয়েছে। তাই সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে নবান্নে। স্কুল শিক্ষা দফতর নবান্নকে হিসাব তুলে ধরে জানিয়েছে, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী মোট ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে এই ক্ষতিপূরণ দ্রুত মিটিয়ে দিতে। না হলে পড়ুয়ারা বিপদে পড়বে। নবান্ন সূত্রে খবর, প্রত্যেকটি স্কুলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তাতে গড়ে ন্যূনতম ৬০০০ টাকা করে মেরামতি করতে খরচ হবে। ভাঙড়ের কাঠালিয়া হাইস্কুলে মেরামতির কাজের জন্য ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। দ্রুত মেরামতির কাজ করতে বলা হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের পক্ষ থেকে।

আর একটা বগটুই করতে চেয়েছিল শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ জুলাইঃ ভোট মিটলেও শান্তি ফেরেনি। বরং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামনে আসছে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা। হাওড়ার আমতায় শুক্রবার রাতে বিজেপির একাধিক কর্মী সমর্থকের ঘরবাড়ি-দোকান লুঠপাট চালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীরও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার ঘটনাস্থলে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পোড়া ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েই বিরোধী দলনেতার দাবি, ''ভোট লুঠ করেও তৃণমূলের শান্তি হয়নি। আর একটা বগটুই করতে চেয়েছিল।'' যদিও শাসকদলের তরফে অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, হাওড়ার আমতায় এবারে ভোটই করতে দেয়নি তৃণমূল। ভোটের আগে থেকেই সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। এমনকী ভোট মিটতেই বিজেপি প্রার্থী কল্পনা রায়, ঝুমা রায় সহ বিজেপির ৭ জন কর্মী, সমর্থকের বাড়িতে শুক্রবার রাতে হামলা চালায় শাসকদলের দুষ্কৃতীরা। শুভেন্দুর অভিযোগ, থানার ওসি এবং বিডিও-র প্রশ্রয়ে তৃণমূলের গুন্ডারা তাণ্ডব চালাচ্ছে। শুক্রবার

রাতে এলাকার সাতটি বাড়িতে হানা দিয়ে যাবতীয় লুঠপাট চালানোর পর তাদের সকলকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিরোধী দলনেতা বলেন, ''খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি। তৃণমূল আর একটা বগটুই করতে চেয়েছিল। সোমবার আদালতে যাব।'' ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে 'খুনী মমতা নিপাত যাক' স্লোগানও তোলেন বিরোধী দলনেতা। বস্তুত, ২০২২ সালের ২১ মার্চ বীরভূমের দুবরাজপুর থানার বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। প্রতিশোধ নিতে ওইদিন রাতেই ১২টি ঘরের বাইরে থেকে শিকল তুলে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ভাদু অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় দশজনের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ধরণ বোঝাতে শুভেন্দু বগটুইয়ের উদাহরণ টেনেছেন। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে তাদের দলের কেউ জড়িত নয় বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বরা। তাঁদের পাল্টা অভিযোগ, ভোটে হেরে মুখ বাঁচাতে বিজেপি নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে নাটক করছে।

পায়ের চোট নিয়েই বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ সময় আর বেশি বাকি নেই। জুলাই মাস প্রায় শেষের পথে। তারপরে আর কয়েকটি মাস থাকছে হাতে। তারপরই দেশজুড়ে শুরু হয়ে যাবে লোকসভা নির্বাচন। যা এই দেশের মানুষের কাছে হাইভোল্টেজ। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারে বসে আছেন মোদি ব্রিগেড। অন্যদিকে এককাট্টা হচ্ছেন বিরোধী দলগুলির নেতা-নেত্রীরা। সুতরাং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন হবে টানটান উত্তেজনার মধ্যে। এই আবহে জুলাই মাসেই আবার বৈঠকে বসতে চলেছে বিরোধী দলগুলি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লেগেছিল। এখনও চিকিৎসা চলছে। তা নিয়েই তিনি বেঙ্গালুরু যাবেন বলে সূত্রের খবর। এমনকী তাঁর সফরসঙ্গী হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিকে এখন পাখির চোখ ২০২৪ সাল। দেশের স্বার্থে বিজেপিকে হটাতে চান বিরোধী দলগুলি। তাই একমঞ্চে আসা। আবার বাংলার মানুষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই তথ্য ইতিমধ্যেই অন্যান্য দলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তার পর এই বিরোধী বৈঠক বেশ জমবে বলেই মনে করা হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে বিরোধীরা। তাই গত ২৩ জুন নীতীশ কুমারের উদ্যোগে পাটনায়

সফরসঙ্গী হচ্ছেন অভিষেক

বৈঠকে বসেছিল ১৭টি দল। একমঞ্চে এসেছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি, রাহুল গান্ধি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দ্বিতীয় দফার বৈঠকে সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান সকলে। সেখানেই তৈরি হবে স্ট্র্যাটেজি। অন্যদিকে এই দ্বিতীয় দফার বৈঠকে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেটা দুটো কারণে। এক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট আছে। সেই অবস্থায় তিনি যাবেন। তাই পাশে থাকা। দুই, তাঁরও কিছু বার্তা দেওয়ার আছে। সেখানে উঠে আসতে পারে বাংলার কংগ্রেসের ভূমিকাও। আগের বিরোধীদের বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''আমি পাটনায় মিটিং করতে বলেছিলাম, কারণ পাটনা থেকে যা শুরু হয় সেটা একটি আন্দোলনের রূপ নেয়। আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং একসঙ্গে লড়ব। আমাদের বিরোধী বলবেন না। আমরাও এই দেশের নাগরিক। আমরাও দেশপ্রেমিক।'' এই মাসেই আবার বৈঠক বসছেন বিরোধী দলগুলির নেতা-নেত্রীরা। ১৭ ও ১৯ জুলাই এই বৈঠক হবে বেঙ্গালুরুতে। সেই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির থাকছেন বলেই সূত্রের খবর। তাঁর সঙ্গে বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেখান থেকে ফিরেই তাঁরা যোগ দেবেন একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে চরম বার্তা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এরকমই সফরসূচি তৈরি আছে। তবে পরে তা বিশেষ কোনও কারণে বদলে যেতেও পারে। ইতিমধ্যেই তিনি আসছেন কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এবং নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় যাচ্ছেন অনন্ত মহারাজ, দোলা, ডেরেকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভার সাংসদ হচ্ছেন দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ তৃণমূলের প্রার্থীরা। একইসঙ্গে বিজেপি মনোনীত রাজ্যসভার প্রার্থী অনন্ত মহারাজও (যাঁর আসল নাম নগেন্দ্র রায়) সাংসদ হচ্ছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত বিজেপি নিয়েছে, তাতে শুরু থেকেই ঘোর আপত্তি ছিল তৃণমূলের। শাসক দলের কোনও কৌশলে বা অন্য কোনও কারণে যদি অনন্ত মহারাজের নাম বাতিল হয়ে যায়,

তাই আগেভাগে প্রস্তুত ছিল বিজেপি। তৈরি রাখা হয়েছিল 'ডামি' প্রার্থী। রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি রথীন্দ্র বসুকে 'ডামি' প্রার্থী করে মনোনয়ন জমা করিয়েছিল বিজেপি। অনন্ত মহারাজ ও রথীন্দ্র বসু উভয়েই একই দিনে (১৩ জুলাই) মনোনয়ন জমা করেছিলেন। আজ সেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন বিজেপির 'ডামি' প্রার্থী রথীন্দ্র। দুপুর প্রায় একটা নাগাদ মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন তিনি। ফলে রাজ্যসভার নির্বাচনে ভোটাভুটির আর প্রয়োজন হচ্ছে না। বিনা লড়াইয়েই সংসদের উচ্চকক্ষে পৌঁছে যাচ্ছেন তৃণমূলের ছয় প্রার্থী দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুখেন্দুশেখর রায়, সামিরুল ইসলাম, প্রকাশ চিক বরাইক, সাকেত গোখলে। একইসঙ্গে বিজেপির প্রার্থী অনন্ত মহরাজ, যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক, তিনিও পৌঁছে যাচ্ছেন রাজ্যসভায়। উল্লেখ্য, সাকেত গোখলের আসনটিতে উপনির্বাচন হচ্ছে। লুইজিনহো ফেলেইরো সাংসদ পদের মেয়াদ পূরণের আগেই ইস্তফা দিয়েছেন, ফলে সেই আসনটিতে তৃণমূল প্রার্থী করেছে সাকেত গোখলকে। রাজ্যসভা উপনির্বাচনের আসনেও বিনা লড়াইয়ে জিতছেন গোখলে। সংসদ ভবনের উচ্চকক্ষে বাংলা থেকে মোট ১৬টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে ছ'টি আসনের মেয়াদ ফুরোচ্ছে ১৮ আগস্ট। অপর একটিতে উপনির্বাচন। যে ছ'টি আসন ফাঁকা হচ্ছে, তার মধ্যে তৃণমূলের পাঁচটি আসন। সেখানে দোলা, ডেরেক, সুখেন্দুদের পুনরায় রাজ্যসভায় পাঠানো হলেও টিকিট পাননি সুস্মিতা দেব, শান্তা ছেত্রীরা। সেই নিয়েই বঙ্গ রাজনীতির অন্দরে বিভিন্ন কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এসবের মধ্যেই এবার বিনা লড়াইয়ে রাজ্যসভায় চলে যাচ্ছেন বিজেপির অনন্ত মহারাজ ও তৃণমূলের নতুন-পুরনো মিশেলের ছয় প্রার্থী।

রাজ্যসভায় টিকিট না পাওয়া সুস্মিতার জন্য দরজা খুলে দিল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোট মিটতে না মিটতেই লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। অবিজেপি শক্তিগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে ব্যস্ত রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কিন্তু উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের ভিন্ন সুর। লোকসভা ভোটে 'একলা চলো' নীতিতেই এগোতে চাইছেন কংগ্রেসের অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের নেতারা। উত্তর পূর্বের কংগ্রেস নেতাদের স্পষ্ট বার্তা, তৃণমূলের সঙ্গে কোনও গাটঁছড়া নয়। শুধু তৃণমূলই নয়, কোনও দলের

সঙ্গেই জোট চাইছেন না কংগ্রেসের উত্তর পূর্বের নেতারা। একইসঙ্গে উত্তরপূর্বের যে কংগ্রেস নেতারা ঘাসফুলে গিয়েছেন, যেমন সুস্মিতা দেব, রিপুন বোরা তাঁদের উদ্দেশেও ঘর ওয়াপসির দরজা খুলে রাখল কংগ্রেস শিবির। উল্লেখ্য, শনিবার উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠকে বলেছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। মূলত লোকসভার আগে উত্তর পূর্বের জন্য কংগ্রেসের স্ট্র্যাটেজি কী হবে, তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। আর সেই বৈঠক শেষে বেরিয়ে উত্তর পূর্বে তৃণমূলের সঙ্গে 'বন্ধুত্বে' ঘোর আপত্তির কথাই জানালেন সুদীপ দেব বর্মণ, ভিনসেন্ট পালার মতো কংগ্রেস নেতারা। বিশেষ করে সুস্মিতাদের ঘরে ফেরার বার্তা বর্তমান প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, এবার দোলা, ডেরেকদের রাজ্যসভায় পুনরায় পাঠানো হলেও সুস্মিতাকে আর পাঠাচ্ছে না তৃণমূল। আর সেই ইস্যুটিকে এবার হাতিয়ার করতে চাইছে কংগ্রেস। সুস্মিতারা রাজ্যসভার টিকিট না পাওয়ার ইস্যুকে উত্তর পূর্বে সেন্টিমেন্ট করে বার্তা দিতে চাইলেন সুদীপ দেব বর্মণরা। সুদীপ দেব বর্মণ যেমন তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে বলেই দিলেন, ''আমাদের সুস্মিতা দেবকে মূল্যায়ন করতে শিখবে না (তৃণমূল)।'' একইসঙ্গে সুস্মিতাদের উদ্দেশে ঘরে ফেরার দরজাও খুলে দিলেন। বললেন, ''ঘরে ফিরে আসুন, এখানেই আপনাদের মর্যাদা।'' যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই যে ইতিমধ্যে 'ঘর ওয়াপসি' শুরু করে দিয়েছেন, সেই বার্তাও দিলেন কংগ্রেস নেতারা।

ভোট শেষ, চলছে হিংসা!

বিষ্ণুপুর-ক্যানিংয়ে পর পর খুন, তৃণমূল কর্মীদের হত্যায় আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হয়েছে গ্রামে গ্রামে। পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতেই খুন করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বলে অভিযোগ। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায়। শুক্রবার বেশি রাতে প্রলয় মণ্ডল নামে ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ তিনজনকে আটক করলেও গ্রামে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর,

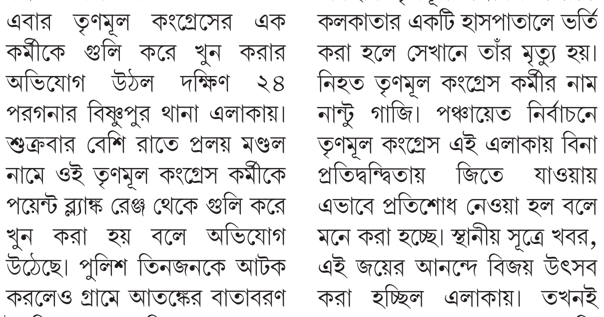

শুক্রবার রাত তখন ১০টা। মোটরবাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন প্রলয়। তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীরা। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মী প্রলয়। তখন তাঁকে দ্রুত আমতলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা প্রলয়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই খুন ঠিক কী কারণে? সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে মাঝরাতে আর এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ উঠল আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার মাঝরাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার সাতমুখী গাজিপাড়ায় এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তবে রক্তাক্ত অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম নান্টু গাজি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এই এলাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাওয়ায় এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই জয়ের আনন্দে বিজয় উৎসব করা হচ্ছিল এলাকায়। তখনই সেখানে এসে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু করে আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বোমাবাজির প্রতিবাদ করেন এলাকার কয়েকজন তৃণমূলকর্মী। বিক্ষোভ দেখালে আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে যায়। আর নাগালে পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নান্টু গাজিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক পরেশরাম দাস সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছে বিরোধীরা। আইএসএফ পরিকল্পনা করে এই খুন করেছে। পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছি, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।''

অভিষেককে চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ তৃণমূল বারবার দাবি করেছে ভোট-হিংসায় যত মামুষের মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে বেশির ভাগই তৃণমূল কর্মী। সে কথা বিরোধী দল না মানলেও, তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর কথা যে তাঁরা অস্বীকার করেন না, সেটা স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি জানিয়েছেন, ভোট-সন্ত্রাসে মৃতদের তালিকায় তৃণমূল-বিজেপি ফারাক করছেন না তাঁরা। প্রত্যেকের নামই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত। শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। শনিবার কলকাতায় ফিরে তিনি বলেন, তাঁরা চান দলমত নির্বিশেষে রাজ্যে যেন একজনেরও মৃত্যু না হয়। সুকান্ত জানিয়েছেন, রাজ্যে ভোট আবহে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সেই তালিকা তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে এসেছেন। বিজেপি, তৃণমূল বা

সিপিএমকে আলাদা করা হয়নি সেই তালিকায়। তিনি আরও বলেন, ''রাজ্যে কত হিংসার ঘটনা ঘটেছে, তার হিসেব প্রতিদিন পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। সেই মেল খুললেই দেখা যাবে, সেখানে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর কথাও আছে। আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনার সৎ সাহস থাকলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সেই লিস্ট দিয়ে দেব।''

এসএসকেএমে বেনজির অঙ্গ প্রতিস্থাপন, দিনমজুরের অঙ্গে বাঁচবে সাতটি প্রাণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ একটা প্রাণ চলে গেল অকালে। মর্মান্তিক শোকের পাথর সরিয়ে, সেই চলে যাওয়া প্রাণের শরীরের অঙ্গগুলোই দান করে দিলেন পরিবারের সদস্যরা। জীবনের আলো দেখল আরও সাতজন মানুষ। একই সঙ্গে দুঃখের এবং আশার এই ঘটনা অঙ্গদানের আরও এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল তিলোত্তমায়। ব্যক্তিগত শোকের উর্ধ্বে জায়গা করে নিল মানবিকতা, সচেতনতা। সেখানে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ রইল না। এক দিনমজুরই প্রাণ বাঁচালেন সাতজনের। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে অঙ্গদানের ফের নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি হল। ব্রেন ডেথ এক দিনমজুরের হার্ট-লিভার-কিডনি সহ নানা অঙ্গে প্রাণ পাবেন সাত জন। মৃতের পরিবারও অঙ্গদানে রাজি হয়েছেন সচেতনভাবেই। শিক্ষার আলো না থাকলেও মানবিকতার বোধেরই জয় হয়েছে এখানে। হাওড়ার রাজাপুরের বাসিন্দা, পেশা দিনমজুর হরিপদ রানা (৪৩) পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন গত ৯ জুলাই। এসএসকেএম ট্রমা কেয়ারে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। শুক্রবার বিকেলে ব্রেন ডেথ হয় তাঁর। ডাক্তারবাবুরা পরিবারের লোকজনকে জানান হরিপদবাবুর ব্রেন ডেথ হয়েছে। এই ব্রেন ডেথ ব্যাপারটা কী, তা বুঝতেনই না দিনমজুরের পরিবারের লোকজন। তাঁদের বিষয়টা বুঝিয়ে হরিপদবাবুর

অঙ্গদান করার প্রস্তাব দেন ডাক্তাররা। তাঁরা বোঝান, যে মানুষ আর পৃথিবীর আলো দেখতে পাবেন না, তাঁর শরীরের অঙ্গেই প্রাণ পাবে আরও অনেকে। হরিপদবাবু এইভাবেই বেঁচে থাকবেন অনেকের মধ্যে। শোকার্ত পরিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয় অঙ্গদানে। ব্রেন ডেথ রোগীর পরিবার রাজি হওয়ার পরেই আর দেরি করেননি এসএসকেএমের ডাক্তাররা। ভোররাতেই গ্রিন করিডর করে হরিপদবাবুর হার্ট নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতালে। কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় সঠিক সময়েই হার্ট পৌঁছে যায় হাসপাতালে। সেখানে হার্ট প্রতিস্থাপন হয় কল্লোল কুমার চৌধুরীর (৫৭) শরীরে। হরিপদবাবুর হার্ট পেয়ে স্থিতিশীল আছেন কল্লোবাবু। নয়ডায় বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছিল কোটি টাকার ষাঁড়, ঝাঁপিয়ে গিয়ে উদ্ধার করল এনডিআরএফজানা গেছে, হরিপদবাবুর দুটি কিডনিই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এসএসকেএমের দুই রোগীর শরীরে। পাশাপাশি কর্নিয়া, ত্বক ও টিস্যু সংরক্ষণ করা হয়েছে হাসপাতালেই। এর আগেও বেশ কয়েক বার ব্রেন ডেথ হওয়া পর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দানের নজির রয়েছে কলকাতায়। অঙ্গদানের প্রয়োজনীয় ও সচেতনতা প্রচারের পরে এখন তা আরও বেড়েছে। করোনার সময়েও অঙ্গদানের দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছিল এ শহরে। সেই ধারাই অব্যাহত রইল।

এনডিএ বৈঠকে এলজেপি-কে আমন্ত্রণ নাড্ডার, চিরাগ বললেন দলের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ এনডিএ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার এলজেপি (রামবিলাস পাসোয়ান)-কে এনডিএ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নাড্ডা। নাড্ডার এই আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব আমরা। আমরা সময়ে.সময়ে. বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপিকে সমর্থন করেছি। তবে এনডিএ বৈঠকে যাব কি যাব না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে নেওয়া হবে। এদিকে, শুধুমাত্র এলজেপি (রামবিলাস পাসোয়ান)-কেই নয়, হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চার সভাপতি জিতনরাম মাঁঝিকেও এনডিএ বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নাড্ডা।

ভোটে হেরে যাওয়ার পর আত্মঘাতী সিপিআইএম প্রার্থী

নদিয়া, ১৫ জুলাইঃনদিয়ার ফুলিয়ায় পঞ্চায়েত ভোটে পরাজয়ের পর কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বাম প্রার্থী। মৃত সিপিআইএম প্রার্থীর নাম অরবিন্দু প্রামানিক।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে শান্তিপুর বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৫ নম্বর বুথে সিপিআইএম এর হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন অরবিন্দু প্রামানিক। ভোটের ফল প্রকাশ হতে দেখা যায় তাঁকে হারিয়ে ওই বুথে জয়ী হয়েছে তৃণমূল প্রার্থী। কিন্তু এই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি অরবিঃদুবাবু। হারের পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। চিকিসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বাম প্রার্থীর মৃত্যুর খবর ছা়িয়ে প়াতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় শিক্ষক অরবিন্দ প্রামানিক দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন আন্দোলনে এলাকায় তাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। এর আগে পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনবার জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু, এবার নিজের এলাকা ছেড়ে বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৫ নম্বর বুথে সিপিআইএম এর হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভোটের ল়াইয়ে পরাজিত হয়ে যান তিনি। এরপরই চরম সিদ্ধান্ত নেন অরবিন্দু প্রামানিক। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

জয়পুরের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ির দু'টি বগি, বিঘ্নিত রেল পরিষেবা

জয়পুর, ১৫ জুলাই ঃ রাজস্থানের জয়পুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল মালগাড়ির দু'টি বগি। শনিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ জয়পুর-মাদার রেলওয়ে. সেকশনের আসালপুর জোবনের এবং হিরনোদা স্টেশনের মাঝে একটি মালগাড়ির দু'টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। বাতিল করা হয়েছে মোট ৭টি ট্রেন।রেলের মুখপাত্র জানিয়েছেন, জয়পুর-মারওয়ার (১৯৭৩৫), মারওয়ার-জয়পুর (১৯৭৩৬), জয়পুর-যোধপুর (২২৯৭৭), যোধপুর-জয়পুর (২২৯৭৮), আজমের-জয়পুর (০৯৬০৫), জয়পুর-আজমের (০৯৬০৬) এবং জয়পুর-সুরাতগড় (১৯৭১৯) ট্রেনগুলি শনিবারের জন্য বাতিল করা হয়েছে।

রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরকে নির্বাসিত করল ফিফা!

রিয়াধ, ১৫ জুলাইঃ রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরকে নির্বাসিত করল ফিফা। এর ফলে বিপদে প়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ফিফা সৌদি আরবের জনপ্রিয় ক্লাব আল নাসেরকে ব্যান করল আগামী তিন বছেরর জন্য। ফিফার নির্দেশে বলা হয়েছে, ট্রান্সফার ব্যানের শাস্তি হল আন নাসেরের। যে কারণে আগামী তিন মরসুম রোনাল্ডোর দল আর কোনও নতুন ফুটবলারকে নিতে পারবে না।

চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে ভারতঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চন্দ্রযান-৩। ইসরোর এই সাফল্যে খুশি ব্যক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার টুইট করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে ভারত। ইসরো-কে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি লেখেন, ইসরো টিম এবং যারা এই কীর্তি সম্পাদন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন! এটি মহাকাশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অগ্রগতির জন্য দেশের অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। চন্দ্র অভিযানের সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছিল আগে থেকেই। গত শুক্রবার ঠিক দুপুর ২টো ৩৫ মিনিটে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চন্দ্রযান-৩। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে চন্দ্রযান-৩ উৎক্ষেপণ করা হয়। এই মুহূর্তের জন্য আগে থেকেই প্রহর গুনছিলেন দেশবাসী। ৪০ দিন পর, আগামী ২৩ থেকে ২৪ অগস্টের মধ্যে চাঁদের বুকে নামতে পারে চন্দ্রযান।

মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে দুই বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা ৭-হাজারের বেশি তীর্থযাত্রী

জম্মু, ১৫ জুলাই ঃ মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শনিবার জম্মু থেকে দুই বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ৭-হাজারের বেশি তীর্থযাত্রী। অমরনাথ যাত্রীদের ১৩-তম ব্যাচে মোট ৭,৩৯২ জন পুণ্যার্থী এদিন ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে দুই বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ২৭২টি গাড়িতে রওনা হন পুণ্যার্থীরা।গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, ৬২-দিন ব্যাপী এই তীর্থযাত্রার সমাপ্তি আগামী ৩১ আগস্ট। অমরনাথ যাত্রা এখনও পর্যন্ত মসৃণভাবেই চলছে। শনিবার সকালেই অমরনাথের পবিত্র গুহায় পুজার্চনা ও আরতি করেন পুরোহিতরা। অনন্তনাগ জেলার নুনওয়ান-পহেলগাম রুট ও গান্দেরবাল জেলার বালতাল রুট থেকে অমরনাথের গুহার উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে পুণ্যার্থীরা।

সৌদি আরবের ফার্নিচারের কারখানায় আগুন, ১ ভারতীয় সহ ৯ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃসৌদি আরবের দাম্মামে একটি ফার্নিচারের কারখানায় আগুনে পুড়ে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে সাতজন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীও রয়েছেন। এছাড়া দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও দুজন।শুক্রবার দাম্মাম শহরের হুফুপ সানাইয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সৌদি আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস।সৌদির বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন, একজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন।

কংগ্রেস ও বিজেপি সরকারের কাছ থেকে দলিতদের সুরক্ষার আশা নেইঃমায়াবতী

লখনউ, ১৫ জুলাই ঃ দলিত কন্যার অপহরণ ও খুনের ঘটনায় রাজস্থান সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী। মায়াবতী তাঁর টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করেন যে, রাজস্থানে দলিত হয়রানি ও খুনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। সেখানকার রাজ্য সরকারের জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।তিনি লেখেন, কারাউলি জেলায় একটি দলিত মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ করে হত্যা করে এবং অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা দেহ একটি কূপে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পিত বর্বরোচিত ঘটনার যতই নিন্দা করা হোক তা কম হবে। বিএসপি প্রধান বলেন, কংগ্রেস বা বিজেপির মত অন্যান্য দলগুলির সরকারগুলি দরিদ্র, নিপীড়িত, দলিত, আদিবাসী এবং সর্বাধিক পিছিয়ে পড়াদের সুরক্ষা এবং সম্মান করবে বলে আশা করা যায় না। তবুও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি রয়েছে।

মিশন লাইফ বিশ্বাস করে যে আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে।

নয়াদিল্লি,১৫জুলাইঃমিশন লাইফ বিশ্বাস করে যে আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে। আমি আপনাকে দুটি খুব আকর্ষণীয় উদাহরণ দিতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে কিছু লোক এসির তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেট করে। কিন্তু এসির তাপমাত্রা কমার পর এই মানুষগুলো কম্বল বা কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমায়। এসি-তে প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে পরিবেশ বাঁচাতে পারি। অর্থাৎ, আমরা যদি আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করি তবে তা পরিবেশের জন্য একটি বড় সহায়ক হবে। আমাদের জীবনধারার আরেকটি উদাহরণ দিই। কিছু লোক তাদের গাড়িতে জিমে যায় যার গড় মাইলেজ প্রতি লিটারে ৫ কিলোমিটার এবং তারপর জিমে ট্রেডমিলে ঘাম ঝরান। এখন যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ঘাম ঝরানো, তাহলে আপনি কেন শুধু হাঁটা বা সাইকেল চালিয়ে জিমে যান না? এইভাবে পরিবেশ এবং আমাদের স্বাস্থ্য উভয়ই উপকৃত হবে। বন্ধুগণ,এভাবেই একজন ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা জীবনধারা পরিবর্তন করে বড় ফল বয়ে আনতে পারে। আমি আরেকটি উদাহরণ শেয়ার করতে চাই। ভারতে, আমরা কয়েক বছর আগে দেশবাসীকে আরও বেশি করে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিদ্যুৎ বিল কমানো, বিদ্যুৎতের দাম কমানো এবং পরিবেশ রক্ষা করা। সরকার এলইডি বাল্বের একটি প্রকল্প শুরু করেছে এবং দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রও এর একটি অংশ হয়ে উঠেছে। আজ যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এখানে এসেছেন তাঁরা জেনে অবাক হবেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের মানুষ তাদের বাড়িতে ১৬০ কোটিরও বেশি এলইডি বাল্ব বসিয়েছেন! ফলস্বরূপ, আমরা ১০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমাতে পেরেছি। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে এটি প্রতি বছরই ঘটে চলেছে। এটি শুধু এককালীন সাফল্য নয়, এটি প্রতি বছরই আমাদের সাহায্য করে চলেছে। এলইডির কারণে এখন প্রতি বছর কার্বন নির্গমন অনেকটাই কমতে শুরু করেছে!বন্ধুগণ,গুজরাট মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। তাই তিনি সেইসব চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন যাঁরা পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপনের গুরুত্ব বুঝতেন। তিনি ট্রাস্টিশিপের ধারণা তৈরি করেছিলেন। মিশন লাইফ সমস্ত অংশীদারদের পরিবেশ রক্ষার ট্রাস্টি করে তোলে। ট্রাস্টি এমন একজন যিনি সম্পদের নির্বিচারে ব্যবহারের অনুমতি দেন না। একজন ট্রাস্টি শোষক হিসেবে কাজ করেন না বরং একজন রক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ' মিশন লাইফ পি-৩' - এই ধারণাকে শক্তিশালী করবে। ' মানে প্রো প্ল্যানেট পিপল। আজ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আমরা গোষ্ঠীবাদের কথা বলি অর্থা, কোন দেশ কোন দলে বা কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ' মিশন লাইফ'-ই পৃথিবীর মানুষকে প্রো প্ল্যানেট পিপল হিসেবে সংযুক্ত করে এবং তাঁদের অনুরূপ চিন্তাসূত্রে যুক্ত করে। এটি 'গ্রহের জীবনশৈলী, গ্রহের জন্য এবং গ্রহ দ্বারা' - এই মৌলিক নীতির উপর কাজ করে।বন্ধুগণ,অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা সুন্দর ভবিষ্য গড়তে পারি। ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির পূজা করার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। জল, স্থল, বায়ু. এবং সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের গুরুত্ব আমাদের বেদে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অথর্ববেদ বলেঃ অর্থাৎ, পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান। 'রিডিউস, রি-ইউজ অ্যান্ড রি-সাইকেল' এবং চক্রাকার অর্থনীতি হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ভারতীয় জীবনধারার একটি অংশ। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, অনেক দেশে এমন প্রথা আজও প্রচলিত আছে যা আমাদেরকে প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে.চলতে অনুপ্রাণিত করে। ' লাইফ'ই প্রকৃতির সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারাকে যুক্ত করে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা গ্রহণ করেছিলেন সেটিকে আজ আমাদের জীবনশৈলীর অঙ্গ করতে পারি।বন্ধুগণ,আজ ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মাত্র ১.৫ টন, যেখানে বিশ্বে গড় প্রতি বছর ৪ টন। তবুও, ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কয়লা এবং কাঠের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেতে ' প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। জল সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, আমরা আজ ভারতের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি 'অমৃত সরোবর' নির্মাণের জন্য ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছি। এখানে 'ধনের অপচয়'-এর ওপর অভূতপূর্ব জোর দেওয়া হচ্ছে। আজ, ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ক্ষমতা রয়েছে। আজ আমরা বায়ু শক্তিতে চার নম্বরে এবং সৌরশক্তিতে পাঁচ নম্বরে আছি। গত ৭-৮ বছরে ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা নির্ধারিত সময় সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ৪০ শতাংশ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যও পূরণ করেছি। আমরা পেট্রোলে ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যও অর্জন করেছি, এবং তাও সময়সীমার পাঁচ মাস আগে। এখন ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ভারতও হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমের জন্য পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসেবের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এবং গুজরাট এই সবুজ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। এটি ভারত এবং বিশ্বের অনেক দেশকে তাদের 'নেট জিরো'-এর লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।বন্ধুগণ, আজ ভারত শুধু অগ্রগতিই করছে না বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার জন্য সমাধানও দিচ্ছে এবং একটি ভালো উদাহরণ স্থাপন করছে। আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু একই সাথে আমাদের বনাঞ্চল বিস্তৃত হচ্ছে এবং বন্য প্রাণীর সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত এখন বিশ্বের সাথে তার অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে চায়। 'এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড'-এর মতো ক্যাম্পেনগুলি এই ধরনের লক্ষ্যগুলির প্রতি আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করছে। 'বিপর্যয় স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো'র জন্য জোট গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে ভারত বিশ্বকে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তার ধারণা সম্পর্কে সচেতন করেছে। মিশন লাইফ এই দিকের একটি পরবর্তী পদক্ষেপ।বন্ধুগণ,মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আমার সাথে একমত হবেন যে যখনই ভারত এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ একসাথে কাজ করেছে, বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলার নতুন উপায় পাওয়া গেছে। ভারত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তাব করেছিল, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমর্থন করেছিল।

নাগা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী, নাগাল্যান্ডে বিজেপির 'ভিজন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করে বলেন নাড্ডা

কোহিমা, ১৫ জুলাই ঃ সম্প্রতিএ মুহূর্তে নাগাল্যান্ডের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক। ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাই জেশন (ইএনপিও)-এর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে বিজেপি। নাগা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে তপরতার সঙ্গে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। গত মঙ্গলবার কোহিমায় ক্যাপিটাল কালচারাল হল-এ আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তাহার 'ভিজন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ' ভিজন ডকুমেন্ট' প্রকাশ অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা শরিক দল এনডিপিপি-প্রধান নেইফিউ রিও, উপমুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুনগো প্যাটন, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি তেমজেন ইমনা আলং সহ আরও কয়েকজন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা পেশ করতে গিয়ে নাড্ডা বলেন, বিজেপি-এনডিপিপি জোট সরকারের পূর্ববর্তী সরকার রাজ্যকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু এনডিপিপি-বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে নাগাল্যান্ড। প্রকাশিত ' ভিজন ডকুমেন্ট'-এ নাগাল্যান্ডের উন্নয়ন এবং বহু সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, বলেন তিনি।এনডিপিপি-বিজেপির যৌথ প্রচারাভিযানের শুরুতে জাতীয় সভাপতি নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী নাগা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে যথেষ্ট তপর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী রিও এবং ওয়াই প্যাটনের সাথে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নাড্ডার দাবি, নাগা সমাধান চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। নিকট ভবিষ্যতে একে সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়া হবে।ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেপি নাড্ডা বলেন, সমস্যাগুলি নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অন্তরাত্মায় রেখে অক্ষরে অক্ষরে শীঘ্রই পূরণ করা হবে। বিজেপি একটি জাতীয় দল। তাই আমরা আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষার সাথে আমাদের জাতীয় প্রতিশ্রুতি বুঝতে পারি, বলেন, জগতপ্রকাশ নাড্ডা। জেপি নাড্ডার দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর নেতৃত্বে রাজ্যে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়েছিল। এখন শান্তি, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্র এই রাজ্য। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে স্থিতিশীল নাগাল্যান্ডের জনসাধারণ অন্তত ১২টি নতুন বিমান পেয়েছেন। বলেন, ' দেখবেন, আগামী পাঁচ বছর পর নাগাল্যান্ড কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে রাজ্য প্রচুর উন্নত হবে,' বলেন নাড্ডা।সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাগাল্যান্ডের হাইওয়েগুলির জন্য ৩,২৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া নাগাল্যান্ডের আয়ুর্বেদ কলেজগুলিতে ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের কথাও জানান নাড্ডা।সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন বা আফসপা-র ক্ষমতা হ্রাস সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নাড্ডা বলেন, এর অর্থ উপদ্রব সৃষ্টিকারী তথা উগ্রপন্থীরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসছেন। এ প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেন, জনগণ এখন স্থিতিশীল শক্তিঃশালী নাগাল্যান্ডের পক্ষে জনমত গঠনের নির্মাতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ৬০ আসন বিশিষ্ট নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে ২০ আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ৪০ আসনে ' ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থান ও অঞ্চল বুঝে যৌথ জনসমাবেশের আয়োজন করছে বিজেপি ও এনডিপিপি।

যমুনার জলস্তর নামছে, ভারী বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হবেঃকেজরিওয়াল

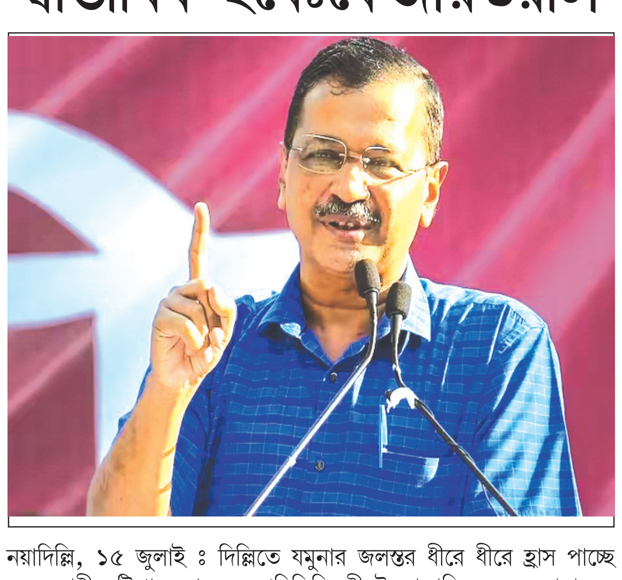

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ দিল্লিতে যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং ভারী বৃষ্টিপাত না হলে পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে। জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির বেশ কিছু অংশ এখনও জলমগ্ন থাকায় জনগণকে জলাবদ্ধ এলাকা এড়িয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির শান্তি ভাবে যমুনার জলে শিশুদের খেলার একটি ভিডিও ট্যাগ করে কেজরিওয়াল জানান, আমি সবাইকে এসব এড়িয়ে যাওয়ার অনুরোধ করছি। এটি মারাত্মক হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ওয়াজিরাবাদ এবং চন্দ্রওয়ালের জল শোধনাগারগুলি রবিবারের মধ্যে আবার কাজ শুরু করবে। তিনি জানান, যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে কমছে। আর ভারী বৃষ্টি না হলে পরিস্থিতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ওয়াজিরাবাদ এবং চন্দ্রওয়াল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে জল সরানো হচ্ছে। পরে মেশিনগুলি শুকানো হবে। আগামীকালের মধ্যে দুটি প্ল্যান্টই চালু করা হবে।দিল্লির মন্ত্রী অতিশীও জানিয়েছেন, যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং ১২ ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ যমুনার জলস্তর রেকর্ড করা হয় ২০৭.৯৮ মিটার, তবে শনিবার সকালে যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে কমতে থাকে বলে দাবি করে প্রশাসন। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ যমুনার জলস্তর হ্রাস পেয়ে ২০৭.৫৩ মিটারে পৌঁছায়।

তিহাড়ে বন্দি অনুব্রত মণ্ডলকে জেরা করতে চায় সিবিআই

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ গরু পাচারের টাকায় আরও বহু কোটি টাকার সম্পত্তি কিনেছেন অনুব্রত। সিবিআই-এর হাতে তথ্য এসেছে। এবার সেই বিষয়ে তিহাড়ে বন্দি অনুব্রত মণ্ডলকে জেরা করতে চায় সিবিআই আধিকারিকরা।এর মধ্যে আছে চালকল, পেট্রোল পাম্প, প্রচুর বাস্তুজমি। বহুমূল্য বাস্তু জমির রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে নগদ টাকায়, অনুব্রত ঘনিষ্ঠদের নামে এই সব বিষয় সম্পত্তি রয়েছে দাবি সিবিআই সূত্রের।প্রসঙ্গত, গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রতর শুনানি ছিল আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে। কিন্তু তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তাই বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন করতে পারেননি আইনজীবীরা। তবে এসবের মাঝেই অনুব্রত মণ্ডলের আরও কালো টাকার হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই ইতিমধ্যেই আদালতকে জানিয়েছে, বীরভূমে একটি পেট্রল পাম্প অনুব্রতের কন্যা সুকন্যা মণ্ডল এবং তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ বরণ গায়েনের নামে রয়েছে। তাছাড়া একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতেও প্রচুর নগদ টাকা জমা পড়েছে। সেই কোম্পানির মালিক আবার অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের শ্যালক।নতুন একটি চালকলের খোঁজ পেয়েছে সিবিআই। এই চালকলের

ভারতে ওঠানামা করছে কোভিড-সংক্রমণ তবুও নিয়ন্ত্রণেই, সক্রিয় রোগী বেড়ে ১,৪০৮

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘঃটায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪০৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৪।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬১,৪৯৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩৯৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৪৭,১০৩ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ জুলাই সারা দিনে ভারতে ৪৬,৫১৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বৃষ্টি থামছেই না হিমাচলে উত্তরাখণ্ডে অবরুদ্ধে হয়ে পড়ল বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী সড়ক

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ হিমাচল প্রদেশ-সহ উত্তর ভারতে অতিবর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন। ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। দুর্যোগে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্যোগের মধ্যেও বৃষ্টি থামছেই না পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশে।শনিবার সকালেও হিমাচল প্রদেশের মান্ডি, মানালি, কুল্লু-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির গতিবেগ অবশ্য খুব বেশি ছিল না। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিই হয়েছে এদিন। হিমাচল প্রদেশের পূর্ত মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিং এদিন সকালে কুল্লুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, যুদ্ধকালীন তপরতায় কাজ চলছে। কাসোল উপত্যকায় আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করা হয়েছে...উপত্যকার অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন।অন্যদিকে যমুনার জলে বন্যা পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিজুড়ে। দিল্লির বিভিন্ন অংশে এখন শুধু জল আর জল! দিল্লির সিভিল লাইনের বেলা রোডের বাড়িগুলিতে ইতিমধ্যেই জল ঢুকে গিয়েছে, যমুনা নদীর জল প্রবেশ করায় প্লাবিত ওই এলাকা, ডুবে গিয়েছে অনেক গাড়ি। দিল্লির আইটিও রোড এলাকা শনিবারও ছিল জলের তলায়। যাতায়াত করতে সমস্যার মধ্যে প়ছেন পথচারীরা। তবে, স্বস্তির বিষয় হল যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে কমছে।শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ যমুনার জলস্তর রেকর্ড করা হয় ২০৭.৯৮ মিটার, তবে শনিবার সকালে যমুনার জলস্তর ধীরে ধীরে কমতে থাকে বলে দাবি করেছে প্রশাসন। দিল্লির যমুনা বাজার এলাকা এখনও জলের তলায় রয়েছে। সেখানে হাঁটুর ওপরে জল, রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন, দিল্লিবাসী চরম ভোগান্তির মধ্যে রয়েছেন। এই জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাইছেন দিল্লিবাসী।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬জুলাইঃরবিবার, ৩০ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬জুলাই২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩০ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৫৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৩০ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্তাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৬ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৩৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃব্যতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৫ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৩ঃ৫৫ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন
বৃষভ রাশিঃসাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তিঃ কমে আসবে। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। অর্থ ব্যয়।
মিথুন রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিবাহের যোগ হবে আজ
কর্কট রাশিঃকিছু শারীরিক পরিবর্তন যা আপনি আজ করছেন, নিশ্চিতভাবেই আপনার উপস্থিতিকে উন্নত করবে।
সিংহ রাশিঃহতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত হবেন না। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা।
কন্যা রাশিঃবন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যত্নশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। শুভদিন।
তুলা রাশিঃআপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার হবে
বৃশ্চিক রাশিঃপরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি কাটিয়ে উঠুন। আর্থিক ব্যয় হবে
ধনু রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি যদি ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে শক্তিশালী
মকর রাশিঃ সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজকে। শুভদিন।
মীন রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। দিনের শুরুটা ভাল হতে পারে তবে সন্ধ্যায.কোনও কারণে আপনি আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন যা আপনাকে বিরক্ত করবে। উত্তেজনার মেয়াদ বজায় থাকলেও পরিবারের সমর্থন

পশু খাদ্য থেকে সাইলেজ বানানোর প্রশিক্ষন ও কর্মশালা হয়ে গেল শনিবার নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নিমপীঠ, ১৫ জুলাই ঃ শনিবার পশুখাদ্য থেকে সাইলেজ বানানোর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা হয়ে গেল জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে।এই কেঃদ্রের পশুপালন বিভাগের অধীনে পশুখাদ্য থেকে সাইলেজ বানানোর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড চন্দন কুমার মন্ডল,প্রাণীপালন বিশেষজ্ঞ ডঃ অবধূত দে, বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ দীপক কুমার রায় সহ আরো অনেকে। সাইলেজ হল সবুজ ও সরস অবস্থায় পশুখাদ্যকে সংরক্ষনের প্রক্রিয়া। সবুজ পশুখাদ্যের স্বাভাবিক পুষ্টিগুণের বিশেষ পরিবর্তন না করে গোটা অবস্থায় বা কুচিয়ে কোন আবদ্ধ জায়গায় যতদূর সম্ভব বায়ুহীন করে চাপ দিয়ে সাইলেজ বানানো হয়। ভালো সাইলেজের রং হালকা সবুজ ও সুমিষ্ট, সামান্য অম্ল স্বাদ যুক্ত এবং ভিনিগারের মতো গন্ধ চুরির যুক্ত হয়।ভাল সাইলেজের পি. এইচ. ৩.৫-৪.২ এর মধ্যে থাকে। এতে জলীয় ভাগ থাকে ৬০ শতাংশ। বিভিন্ন শিম্বগোত্রীয় বা শুঁটি জাতীয় ফসল যেমন বারসীম, লুসার্ন, গাইমুগ, বরবটি এবং অশিম্ব গোত্রীয় ফসল যেমন ভুট্টা, জোয়ার,হাইব্রিড নেপিয়ার, গিনি ঘাস ইত্যাদি ফসলের সাইলেজ বানানো যায়। শনিবার ভুট্টা দিয়ে সাইলেজ বানানো হাতে কলমে দেখানো হলো।পলিথিন দিয়ে সারা বছর এই সাইলেজ বানানো যায়।এ ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাণী পালন বিশেষজ্ঞ ডঃ অবধূত দে বলেন, সাইলেজ বানানোর পদ্ধতি হল,সবুজ পশুখাদ্য মাঠ থেকে কেটে এনে ছায়ায় কিছুক্ষন রেখে দেওয়ার পর তা ছোট ছোট করে কুঁচোতে হবে। ঘাস বা ভুট্টা গাছ গুলিকে ১-২ ইঞ্চি আকারে কেটে নিতে হবে। এর পর প্রতি কুইন্টাল অশিম্বগোত্রীয় ঘাস জাতীয় সবুজ পশুখাদ্যের জন্য

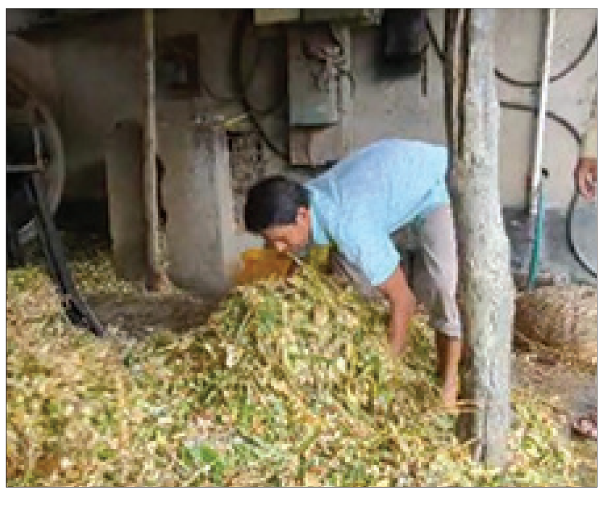

১ কেজি ও শিম্ব গোত্রীয় সবুজ পশু খাদ্যের জন্য ৪ কেজি ঝোলাগু। ২ লিটার জলের সাথে মিশিয়ে কুচানো ঘাসের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। আরো গুন সম্পন্ন সাইলেজ করতে হলে অল্প পরিমান ভিটামিন, খনিজ লবন ও একটু সাধারণ লবন মেশানো উচি। এতে গুনমান যেমন বাড়ে, তেমন সাইলেজের স্বাদ ভালো হয়। সবকটি উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে একটি পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে চাপ দিয়ে ভর্তি করতে হবে, যাতে এর মধ্যে একটু ও বাতাস না থাকে।কারণ সাইলেজ তৈরির জন্য বায়ুহীন আবহাওয়ার প্রয়োজন। এরপরে পলিথিনের প্যাকেট টি বায়ুহীন অবস্থায় ভালো করে এঁটে দিয়ে তাঁর উপর ভারী কিছু চাপিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে রেখে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কালো পলিথিন বা ত্রিপল দিয়েও করা যেতে পারে। এই অবস্থায় রাখলে তিন মাসের মধ্যে সাইলেজ তৈরি হয়ে যায়। এটা তৈরি হয়ে গেলে প্রথম কয়েকদিন অল্প অল্প করে সাইলেজ গবাদি পশুকে খেতে দিতে হবে।তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় পরিমান মতো খাওয়ানো যাবে।এতে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ও ভালো হবে দুগ্ধ উপাদন ও বৃদ্ধি পাবে।

ইঁদুরের বার বাড়ন্ত ঠেকাতে কলকাতা পূর সভার বিশেষ উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ শহর কলকাতায় ইঁদুরের বার বাড়ন্ত ঠেকাতে কলকাতা পূর সভা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগর

উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুর সভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন শহর কলকাতার ভূগর্ভে মাটি খুঁড়ে ইঁদুরের আস্তানা ভবিষ্যতে শহরে নানা জায়গায় ধ্বস নামার মত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে ভূগর্ভস্থ অনেকটা অংশেই ইঁদুর মাটি খুঁড়ে বিপদজনক অবস্থা তৈরি করার মত পরিস্থিতি তৈরি করেছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ইঁদুরের বার বাড়ন্ত প্লেগ এর মতো মারাত্মক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। ইঁদুরের বার বাড়ন্ত রুখতে তিনি পথে রাস্তার ধারে বা নালায় বাসি খাবার দাবার না ফেলার আবেদন শহরবাসীর কাছে রাখেন। পাশাপাশি পুরসভার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রচারাভিযান শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি মিষ্টির দোকানের বাসি খাবার দাবার ব্যাপক হারে নালা অথবা রাস্তার ধারে ফেলে দেবার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ওই সব বাসি খাবার-দাবার ইত্যাদি পুরসভার জঞ্জাল বিভাগের আবর্জনা ফেলার পাত্রে ফেলার আবেদন জানান তিনি। যেগুলি ধাপায় জড়ো করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আংটি বিতর্কে বিস্ফোরক মোড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আংটি বিতর্কে নয়া মোড়। হঠাই ফের উঠে এল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। আর সেই সঙ্গে জড়িয়ে গেল প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের বিষয়টিও। সব মিলিয়ে ফের খবরের শিরোনামে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জেলবন্দী প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জেলের সুপারকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করা হল। প্রেসিডেন্সি জেল সুপারকে হেস্টিংস থানার তরফ থেকে

একটি নোটিশ দিয়ে তলব করা হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আংটি বিতর্কে সুপারকে তলব করা হয়েছে বলে খবর। সিআরপিসি ৪১(এ) ধারাতে নোটিশ পাঠিয়ে জেল সুপারকে হাজিরা দিয়ে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। এর আগে খবর এসেছিল, আদালতে ভর্সনার পর সংশোধনাগারে হাতের আঙুলের আংটি খুলে ফেলেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু এই আংটি বিতর্কে তার পরে অভিযোগ দায়ের করে খাস কারা দফতর। প্রেসিডেন্সি সংশোধানাগারের সুপারের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ এনে হেস্টিংস থানায় লিখিত অভিযোগ করেন কারা দফতরের ডিআইজি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের অগ্রগতি ১৫ দিন অন্তর আদালতেও জানাতে হবে বলে সূত্রের খবর মেলে। প্রসঙ্গত গত এপ্রিল মাসে ইডি বিশেষ আদালতে শুনানির দিন কয়েকটি ছবি আদালতের সামনে তুলে ধরা হয় ইডির আইনজীবীর তরফে। ইডির দাবি ছিল, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এতটাই প্রভাবশালী যে তিনি সংশোধনাগারে থেকেও তাঁর হাতের আঙুলে তিনটি আংটি। ইডির আইনজীবীর এই বক্তব্য শুনে কার্যত অবাক হয়েছিলেন বিচারক। ভার্চুয়ালি শুনানি চলাকালীন বিচারক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আঙুল দেখতে চান। দেখা যায় সত্যি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আঙুলে আংটি রয়েছে। যদিও আইনি প্রশ্নের মুখে চটজলদি তিনি আংটিগুলো খুলে ফেলেন। এরপরই আংটি কাণ্ডে আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে কৈফিয়ত তলব করা হয় সংশোধনাগার সুপারের। তিনি হাজিরা দেন। যুক্তি হিসেবে আদালতে জানিয়েছিলেন গত বছর ৫ অগস্ট যখন পার্থকে সংশোধনাগারে নিয়ে আসা হয়, তখন তার আঙুল এতটাই ফুলে ছিল যে আংটিগুলো খোলা সম্ভব হয়নি। যা শুনে আদালত তীব্র ভর্সনা করে। একইসঙ্গে আদালতের বক্তব্য ছিল, তাহলে শুনানির দিন কী ভাবে চটজলদি খুলে ফেললেন আংটি?

দত্তপুকুরে তৃণমূলের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমাবাজি আইএসএফের

দুরন্ত বার্তা, দত্তপুকুর, ১৫ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতের দত্তপুকুরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকাল থেকে উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। তৃণমূলের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে দত্তরপুকুর থানা এলাকার পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুরি পুকুরে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। রাত নটা নাগাদ যখন দলীয় কার্যালয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ২১ জুলাই এর সমাবেশ নিয়ে বৈঠক করছিলেন, সেই সময় পার্টি অফিসে বোমা ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে বোমা ভর্তি একটি ব্যাগও উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে আইএসএফ। অন্যদিকে শাসকদলের দলীয় কার্যালয়ে বোমাবাজির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দত্তপুকুর থানার পুলিশ। দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে শনিবার সকাল থেকে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

অমরাগোড়ীতে ৬টি বাড়ি সহ দোকান রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ জুলাই ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেঃদ্র করে আমতা বিধানসভার অমরাগোড়ী অঞ্চলের ৬টি বাড়ি সহ দোকান রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে কল্পনা রায় ও ঝুমা রায় ভারতীয় জনতা পার্টির গ্রামসভায় প্রার্থী হয়েছিলেন এটাই তাদের অপরাধ। গতকাল শুক্রবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে থানায় অভিযোগ জানান হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভাপতি অরুণ উদয় পাল চৌধুরী। আজ শনিবার দুপুরে আমতায় আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি সেখানে যান। আক্রান্তদের ভবিষ্যতে রুখে দাঁড়ানোর সাহস যোগান।
শুভেঃদু অধিকারী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন এবারে পঞ্চায়েতে বিডিওরা চুরি করেছে। তিনি বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের জেরে আইনজীবীরা পিটিশান দেবে। পাশাপাশি ভোটে তৃণমূল সন্ত্রাস করেছে বলে তিনি পুনরায় মন্তব্য করেন।

লেকটাউনে দমকল কর্মী খুনের ঘটনায় সোদপুর থেকে গ্রেফতার আরও ১, অধরা মাস্টার মাইন্ড

দুরন্ত বার্তা, দমদম, ১৫ জুলাই ঃ দমদম লেকটাউনে দমকল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার অন্যতম

চক্রী আকাশ মল্লিক। দমদম লেকটাউনে দমকল কর্মী স্নেহাশিস রায়কে তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি করে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই খুনের ঘটনায় আগেই টিটাগড় ও রহড়া থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদেরকে জেরা করে খুনের নেপথ্যে থাকা দুই যুবক আকাশ মল্লিক ও তমাল পালের বাড়ি সোদপুর মিলনগড় এলাকায়। সকালে মিলনগড়ের বাড়ি থেকে আকাশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় লেকটাউন থানার পুলিশ। আকাশ মল্লিকের কাছেই তমাল পালের বাড়ি। তমাল পাল গাড়ি চালাতো। ঘটনার দিন রাত্রিবেলা তমাল পাল ও আকাশ মল্লিক বাইকে করে এলাকাছাড়া হয়।
পুলিশ জানতে পেরেছে, খুনের মাস্টারমাইন্ড তমাল পাল। তমাল এখনও পর্যন্ত পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন হয়েছেন দমকলকর্মী। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, কী কারণে তাদের খুনের সুপারি দেওয়া হয়েছিল, কারা দিয়েছিল। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনছে না।
দমকল কর্মী খুনের ঘটনায় উঠে আসছে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্বই। বৃহস্পতিবার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ঢোকার সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন স্নেহাশিস। তবে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, স্নেহাশিস আততায়ীদের নজরে ছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। অভিযোগ, গত বছর ঠিক জুন মাসেই তাঁর ওপর হামলা চলে। তাও আবার তাঁর অফিসের সামনেই। অভিযোগ ছিল, অফিস থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে এনেছিলেন বাইরে। কিছু বুঝে ওঠারে আগেই বন্দুক পকেট থেকে বার করে তাক করেন। কোনওভাবে পালিয়ে বেঁচেছিলেন স্নেহাশিস। থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। কিন্তু সেবার কেউ গ্রেফতার হননি।

খাসমহলের লিজ জমির মালিকানাসত্ত্ব সেই সব জমির বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাসমহলের লিজ জমির মালিকানাসত্ত্ব সেই সব জমির বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ব্রিটিশ আমলের ওই সব জমির লিজ সংক্রান্ত জটিলতার পাকাপাকি অবসান ঘটাতে এই সিদ্ধান্ত বলে ভূমি দফতর সূত্রে জানা গেছে। কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকায় ৯৯ বছরের জন্য লিজে থাকা খাসমহলের জমির বাসিঃদারা বর্তমান বাজারদরের ১৫ শতাংশ দিলেই তাঁদের মালিকানাস্বত্ত্ব দিতে হবে। ৩০ বছরের লিজে থাকা বাসিন্দাদের মালিকানা পেতে গেলে দিতে হবে জমির বর্তমান দামের ৭০ শতাংশ টাকা। এর ফলে ওই সব জমির বাসিন্দারা তাঁদের বাস্তুজমির পাকাপাকি মালিকানাস্তত্ব

মেলায় নানা সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবেন। চা বাগানের জমির মালিকানা স্বত্তদেওয়ার উদ্যোগের কথাও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চা পর্যটনের জন্য লিজে দেওয়া জমির মালিকানাস্বত্ত্বের জন্য দিতে হবে জমির বর্তমান বাজার দরের ১১০ শতাংশ টাকা। আর যারা আগেই ৯৫ শতাংশ টাকা সেলামি হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন তাঁদের দিতে হবে ১৫ শতাংশ। এ ছাড়া অন্যান্য লিজে নেওয়া জমির মালিকানাস্বত্ত্ব পেতেও লিজ প্রাপককে দিতে হবে ১৫ শতাংশ টাকা। সেলামি না দেওয়া থাকলে, মেটাতে হবে সেই টাকাও। তবে কোনওভাবেই জমির চরিত্র বদল করা যাবে না। লিজে থাকা খাস জমির মালিকানাসত্ত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আগেই ছাড়পত্র দিয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এবার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্যের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতর।

হুগলির চণ্ডীতলায় সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা, হুগলি, ১৫ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা যেন থামছেই না। এবার হুগলির চণ্ডীতলায় সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ। কাঠগড়ায় তৃণমূল। শুধু তাই নয়, প্রাণহানির আশঙ্কায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন চণ্ডীতলার ভগবতী পুরের কানাইডাঙা গ্রামের সিপিআইএম ২৩ নং জেলা পরিষদ প্রার্থী সায়মা বেগম বলে অভিযোগ । সায়মা বেগমের দাবি, প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় অত্যাচার। শুধু তাই নয়, ছাড় পাননি ভোটের দিনও। এরপর গণনার পরের দিনই তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূলের দলবল। মারধরের পাশাপাশি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এমনকী বাড়িতে মজুত গহনা নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ভয়ের জন্য তিনি বাড়িই ফেরেননি সায়মা বলে দাবি তাঁর। শুক্রবার প্রশাসনের সহায়তায় ঘরে ফেরেন তিনি। থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। তবে এরপরও ক্ষান্ত হয়নি তৃণমূলের লোকজন বলে অভিযোগ সিপিএম ওই প্রার্থীর। রাতভর চলে বোমাবাজি। শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। বেশ কয়েকটি বোমা উদ্ধার করে তারা। সায়মার বক্তব্য, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের সহায়তা করুক প্রশাসন। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে মিথ্যা অপপ্রচার করছে সিপিএম। উল্লেখ্য, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওই প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন।

একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ আগামী একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস কেন্দ্র করে বিশেষ প্রস্তুতি রাখার জন্য স্বাস্থ্য ভবন হাসপাতাল গুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। প্রতি বছর ঐদিন দূর দূরান্তের জেলা থেকে বহু মানুষ সড়ক ও রেলপথে কলকাতায় আসেন। সে কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যাতে দ্রুত চিকিসায় ব্যবস্থা করা যায় সে কারণেই এই নির্দেশ বলে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে জানানো হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কে লেখা এক চিঠিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবসের প্রস্তুতি নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং সমস্ত প্রধান সড়কের আশেপাশে অবস্থিত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। কর্মসূচির দুদিন আগে থেকেই ওইসব হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে বিশেষ দল মোতায়েন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্লাড ব্যাংক গুলিতে পর্যাপ্ত রক্তের যোগান নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এদিকে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য দফতরের এই তৎপরতায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠন সমালোচনা করেছে। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের সাধারণ সম্পাদক মানস গুমটা বলেন এই নির্দেশিকা প্রত্যাহার না করা হলে তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

'মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে তাঁদের সমর্থন করছে না'

বিরোধীদের কাছে ভিসন নেই, টেলিভিশন আছে, হাওড়ায় কটাক্ষ সায়নী ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ জুলাই ঃ যতদিন টেলিভিশন আছে ততদিন বিরোধীরা আছেন। ওনাদের কাছে ভিসন নেই। টেলিভিশন আছে। হাওড়ায় কটাক্ষ সায়নী ঘোষের। ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি উপলক্ষে শনিবার সকালে এক রক্তদান মেলা অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে। ২১শের প্রচারে এদিন এক ট্যাবলোর সূচনা হয়। সেখানেই সায়নী ঘোষ ওই মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন, তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবের মেজাজে যাতে ভোট হয়। রাজ্যের প্রতিটি জায়গা লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। এরজন্য নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন রয়েছে। বাংলায় ৬৪ হাজার বুথে সন্ত্রাস করে তো আর তৃণমূল জেতেনি ? কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। তাদের ব্যার্থতার দায় চাপানো হচ্ছে তৃণমূলের ঘাড়ে। বিরোধীদের বাঁচিয়ে রেখেছে টেলিভিশন। যতদিন টেলিভিশন আছে ততদিন বিরোধীরা আছেন। ওনাদের কাছে ভিসন নেই। টেলিভিশন আছে। মানুষের প্রাণ চলে যাক সেটা কারওই কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু এটা পরিস্কার বিরোধীরা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। শুভেন্দু অধিকারী বলছেন প্রেসিডেন্সি রুল কিভাবে করতে হবে তা জানা আছে। মানুষ উন্নয়নের নিরিখে ভোট দেবেন। মন কি বাতের উপর নির্ভর করে ভোট দেবেন না। কাম কি বাতের ওপর নির্ভর করে ভোট দেবেন মানুষ। রাম, বাম, শ্যাম, ভাম সকলে মিলে তৃণমূলকে কর্নার করার চেষ্টা করছে। কারণ বিরোধীরা একা তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করতে পারছে না। আইন ব্যবস্থার উপর মানুষের শ্রদ্ধা থাকে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে সব রায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এটা মানুষেরও প্রশ্ন। বিরোধীরা যা ইচ্ছে বললেও ভোটের নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক এগিয়ে আছে। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে এই রাজ্যে বিচার ব্যবস্থার ধারক বাহকরা যেভাবে কথাবার্তা বলছেন তা দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে, বিচার ব্যবস্থা সত্যি কি নিরপেক্ষ আছে ? এই রাজ্যে দেখা যাচ্ছে বিচারপতি একটি টিভি চ্যানেলে বক্তব্য রাখছেন। শাসক দলের মুখপাত্রের সম্পর্কে কুসা করছেন। শাসক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে প্রকাশ্যে আক্রমণ

করছেন। বিচারপতি ওপেন তাঁর নিজের চেয়ারে বসে বলছেন পঞ্চায়েত টাকা রোজগারের জায়গা। এই সব দেখে মনে হয়েছে কোথাও আর আইন ব্যবস্থা নিরপেক্ষ নেই। শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির অন্যান্য চুনোপুঁটি নেতাদের রক্ষাকবচ দিয়ে রাখা হয়েছে।জনতার রায় সকলের মেনে নেওয়া উচি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যাঁরা তৃণমূল করতেন তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল হয়ে লড়েছেন তাঁদের জন্য দলের দরজা বন্ধ। কেউ যদি দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে নির্দলের টিকিটে জিতে থাকেন বা কেউ যদি অন্য দলের প্রতীকে জিতে থাকেন, তাঁরা যদি তৃণমূলে আসতে চান তাঁদের জন্য দরজা খোলা। নির্বাচনের বেশ কিছু মাস আগে সারা রাজ্য থেকে এরাজ্যের প্রশাসন, পুলিশ এবং এসটিএফ বোমা, গুলি, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস যদি রাজনৈতিকক স্বার্থে বোমা, গুলি, বেআইনি অস্ত্র কাজে লাগানোর মানসিকতা নিয়ে চলত তাহলে শাসক দল এত বোমা, গুলি উদ্ধার করতে পারত না। আইএসএফ একটা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দল। যারা বিজেপির টাকায় মদতপুষ্ট। আমি বিজেপিকে বলব যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে ৩৫৫ এবং ৩৫৬ ধারা জারি করে দেখাক। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষ যখন এক হয় তখন তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দল দাঁড়াতে পারে না। ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারা প্রয়োক করে গেলে এখানকার মানুষের জনরোষ কি তা হাড়েহাড়ে বুঝবে। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তৃণমূলের কর্মীরা বেশী আহত, নিহত এবং আক্রান্ত হয়েছে। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি এবং আইএসএফ যারা তাঁদের রাজনৈতিক জমি হারিয়েছে বাইরে থেকে বেআইনি অস্ত্র মজুত করে তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মীদের খুন করছে। নির্বাচনী রায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষ তাঁদের সমর্থন করছে না।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুরু নির্বাচন অফিসারদের প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ লোকসভা ভোটের ঢাকে কাঠি! অন্যবারের তুলনায় লোকসভার প্রস্তুতি অনেকটা আগেই কমিশন শুরু করেছে বলে খবর। ২২ জুলাই জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টেকনিক্যাল বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরাও। থাকবেন কমিশনের সচিব বিসি পাত্র। ২২ জুলাই সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়া প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম ভাগে থাকবে ইভিএম সংক্রান্ত

অফিসারদের প্রশিক্ষণ। সেই শিবিরে থাকবেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ইলেকশন), থাকবেন ওসি (ইভিএম)। দক্ষিণ কলকাতার একটি হোটেলে এই প্রশিক্ষণ হবে। প্রশিক্ষণ দেবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এবং দফতরের অন্য আধিকারিকরা। থাকবেন ইভিএমের প্রস্তুতকারক সংস্থা (ইসিআই ডএল) দায়িত্বপ্রাপ্তরা। ওয়ার্কশপ। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ভোটার তালিকা নিখুঁত করার বিষয়টি। সঙ্গে থাকবে ভোট প্রস্তুতির নানা খুঁটিনাটি বিষয়। ১ অগস্ট থেকে রাজ্যে শুরু হতে ইভিএম পরীক্ষার কাজ। যার আনুষ্ঠানিক নাম ফার্স্ট লেভেল অফ চেকিং' বা এফএলসি'। যা ভোট প্রক্রিয়র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশন কর্তা নীতিশ ব্যস বঙ্গে আসবেন অগস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরের শুরুতে। ভোটের সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়কে পাঁচটি থিমে ভাগ করেছে কমিশন। সেই থিম নিয়ে ইতিমধ্যেই স্টেট লেভেল মাস্টার ট্রেনার-এর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে গিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলের কারণে সেই প্রশিক্ষণ কিছুটা পিছিয়ে বলে খবর। স্টেট লেভেল মাস্টার ট্রেনারাই জেলা, মহকুমা কিংবা ব্লক স্তরের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। স্টেট লেভেল মাস্টার ট্রেনার হন অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক বা ওই পদ মর্যাদা সম্পন্ন কোন সিনিয়র আধিকারিক। পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি জোনে ভাগ করে অতিরিক্ত জেলাশাসক (নির্বাচন), ওসি (নির্বাচন)- দের প্রশিক্ষণ হবে আগামী ১৮ থেকে ২০ জুলাই। ১৮ জুলাই শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির। ১৯ জুলাই কলকাতায় দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, হাওড়া এবং কলকাতার দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ। ২০ জুলাই দুর্গাপুরে বাকিজেলা গুলির প্রশিক্ষণ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৬ সংখ্যা, রবিবার, ৩০ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

‘স্বাগত’ ভারত

ইউক্রেন নিয়ে ভারত যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে সমস্ত ইউরোপীয় গোষ্ঠীর দেশগুলি। এমনকী নেটো গোষ্ঠী দেশগুলিও ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। ওয়াশিংটন ভারতের ভূমিকায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব এবং সংহতিকে মর্যাদা দিয়েছে ভারত সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদি পুতিনের সমানে বসে বলেছিলেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। সেই বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি ভারতের পাশেএসে দাঁড়াতে শুরু করে তারপর থেকেই। চিনও বলতে বাধ্য হয়েছিল যে এটা যুদ্ধের সময় নয়। ভারত চিন একই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া কারোর কথায় কান দিতে রাজি হচ্ছে না। এদিকে তুরস্ক রাজি হওয়ায় সুইডেনের নেটোর ৩২ তম দশ বলে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে আগামি দিনে কী ইউক্রেন নেটোতে যোগ দেবে? ইডক্রেন নেটোতে যোগ দেওয়া নিয়েই রাশিয়া যুদ্ধ করতে নেমে ছিল। রাশিয়া চাইছিল ইডক্রেন নেটোতে যোগদান না করুক। বারবার রাশিয়া ইউক্রেনকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু ইউক্রনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নেটোয় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থকে। তার ফলে রাশিয়া ইডক্রেন আক্রমণ করে। এদিকে মস্কো আঁচ করতে পারছে যে ইউক্রেনকে নেটোতে টেনে নিতে পারে আমেরিকা। ক্রেমলিনের মুখপাত্র বলেছেন রাশিয়াকে শত্রু দেশ হিসাবে দেখা হচ্ছে। নেটো বৈঠকে রাশিয়া বিরোধী আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে এই বৈঠকের ওপরে কড়া নজর রাখ ছে রাশিয়া। এদিকে ফরাসি দেশ ভারতকে স্বাগত জানিয়েছে। ফ্রান্স এবং ভারত এক সঙ্গে বিশ্ব শান্তির কাজ করবে এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে। ভারত ও ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্যই আধুনিক অস্ত্র তৈরি করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত এবং ফ্রান্স কারোর দেশ আক্রমণ করবে না বটে। কিন্তু আত্মরক্ষা করার অধিকার সবার রয়েছে। সেই কারণে ভারত এবং ফ্রান্স এখন থেকেই আত্মরক্ষার জন্য সামরিক সজ্জা তৈরি করবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিতে বাস্তিল উৎসবে প্রধান অতিথি করে নিয়ে গিয়েছেন ফ্রান্সের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাকরঁ এর আমন্ত্রণে। তিনি ভারতকে খুবই পচ্ছন্দ করেন। ভারত ফ্রান্স যৌথ উদ্যোগে বিমান থেকে শুরু করে সামরিক অস্ত্র নির্মাণ করবে। এদিকে আমেরিকা ভারতকে অত্যাধুনিক ড্রোন দেওয়ার কথা বলেছে। খুব দ্রুত ভারতের সেই সব ড্রোন ওসে উপস্থিত হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত, ফ্রান্স এবং আমেরিকা একটি জোট করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে মোদি সরকার। তার সঙ্গে আরব দেশকে রাখা হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং জার্মান নিয়ে যদি একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা যায় তাহলে খুবই শক্তিশালী গোষ্ঠী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সেই দিকে ভারত তাকিয়ে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছে বহু রাষ্ট্র। বিশেষ করে যারা যুদ্ধ বিগ্রহ পচ্ছন্দ করে না।

সীমান্ত নিয়ে ভারত চিন

১৯৬২ সালের পর থেকে চিন ভারত যুদ্ধে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করার পথ ধরে হাঁটলেও এখন পর্যন্ত ভারত চিন মুখোমুখি বসে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। স্থায়ী সীমান্ত চিহ্নিতকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে দুই দেশ। উভয় দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাক্ষরিত নথিতে সীমান্ত রেখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকবে যা কোনওকালে অস্বীকার করার উপায় থাকবে না কারোর পক্ষে। গত মে মাস থেকে গালওয়ান সীমান্ত এলাকায় চিন এবং ভারত সেনার উপস্থিতিতে ঘিরে যেভাবে সীমান্ত উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তার সমাধান করতে এবারেই প্রথম দুই দেশের শীর্ষ নেতারা মুখোমুখি বৈঠকে অংশ গ্রহণ করছে। এতদিন পর্যন্ত কম্যান্ডার পর্যায়ের আলোচনা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এদিকে পাকিস্তান এখন আবার পাল্টা চাল দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা কাশ্মীর, লাদাখ এবং গুজরাতকে পাকিস্তানের অংশ বলে তাদের মানচিত্রে ধরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আসলে এই সব হচ্ছে পাল্টা চালের কৌশল। ভারতকে চাপে রাখার কৌশল বলা যেতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভালের কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভাল কী পদ্ধতি গ্রহণ করে পাকিস্তানকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন তা কারোর কাছে স্পষ্ট নয়। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার কৌশলটা পুরোপুরি দোভালের সেটা পরিস্কার। দোভাল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে পাকিস্তানকে আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। এখন ভারতকে একটা পাল্টা চালাকি দিয়ে কাশ্মীর থেকে গুজরাতকে পাকিস্তানের মানচিত্রে নিয়ে এসে ভারতকে চাপের রাখার চেষ্টা করছে। দুর্গম লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় সেনারা চিন সেনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। চিন সেনারা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে স্থান দখল করে রিয়েছে এই সত্যটা প্রকাশ করতে পারছে না কেউই। বেশ কিছু সংবাদপত্র চিনের আগ্রাসনের বিরোধিতা করে লেখা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন কতখানি লাদাখের অংশ দখল করে রয়েছে তা প্রকাশ করেনি ভারত সরকার। সীমান্ত এলাকায় চিন সেনা বৃদ্ধি করা নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিন বাড়তি সেনা এবং অস্ত্র মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গে নিয়েছে নেপালকে। নেপালও এখন চিনের হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে চারদিক থেকে কোনঠাসা করে রাখাই হচ্ছে চিনের মূল লক্ষ্য। চিন চাইছে আর্থিক কড়িডর থেকে ভারত যেন তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করা যে পরিকল্পনা ভারত গ্রহণ করছে তার থেকে বাদ দেওয়া হোক চিনের আর্থিক কড়িডরকে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা। এ ইউ সিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপরে গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সেবা শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী।

গভর্নর লিটন ও টেগার্ট দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বন্দি করতে উদ্যোগী

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পুর্ব প্রকাশের পর)

১৯২০ সালে জুন মাসে পশ্চিম লণ্ডনের হাউন্সলো শহরতলিতে একটি গোপন স্কুল খোলা হল। প্রথম থেকেই টেগার্ট ও ডেনহ্যামের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না ওরমণ্ড উইন্টারের। তাঁর মত ছিল গোয়েন্দা স্কুল খুলে গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও দরকার নেই। এটা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। গোয়েন্দা কাজকর্ম সম্পর্কে ভদ্রলোকের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ে তিনি যা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাকেই সম্বল করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। সেখান টেগার্ট প্রথম বিপ্লবীদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য যোগাড় করে ডসিয়র তৈরি করছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। বললেন হাতে এখন আর সময় নেই। এখনই বিপ্লবীদের দফতরে হানা দিতে হবে। টেগার্ট যখন জানালেন যে গোয়েন্দার কাজ ম্যাজিক নয়। এর জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। তবে টেগার্ট বুঝতে পারলেন এই লোকটির সঙ্গে মনিয়ে চলা একেবারে অসম্ভব। হঠাৎ করে তাঁকে এবং ডেনহ্যামকে বলা হল আয়ারল্যাণ্ডে ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। লণ্ডন গোয়েন্দা স্কুলের মেজর সিসিল ক্যামেরুন এবং মেজর উইলিয়াম জেফরিকে সঙ্গে ডাবলিনে গিয়ে কম্বাইণ্ড ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উইন্টারকে বিপ্লবীদের ধরার কাজে সহায়তা করেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে টেগার্ট ডাবলিনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন আয়ারল্যাণ্ডে থাকাটা সম্ভব হচ্ছে না।

ঠিক সেই সময়ে প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ দেখা দিল। বেশ কিছু ইংরেজ আমলাদের প্রাণ গেল। ওরমণ্ড উইন্টার চাইছিলেন তাঁকে প্রমোশন দিয়ে ইন্সপেক্টর জেনালের করে প্যালেস্টাইনে পাঠানো হোক। চার্চিল তাঁর কথায় কান দিলেন না। তিনি টেগার্টকে ডেকে প্যালেস্টাইনের আরক্ষাবাহিনী নির্দেশক করে দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে টেগার্ট প্যালেস্টাইনে শক্তিশালী আরক্ষাবাহিনী গড়ে তুললেন। অস্ত্রের উন্নতি সাধন করলেন। কংক্রীট দিয়ে ৬২টি পুলিশ স্টেশন তৈরি করলেন যা বোমা এবং কামানের গোলা দিয়ে ধ্বংস করা অসম্ভব। আরবদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। প্যালেস্টাইনের উত্তর দিকে একটি সুরক্ষিত বেড়া দিয়ে দিলেন। ব্যাপকভাবে বিপ্লবীদের ধরপাকড় শুরু হল। থেমে গেল আরব বিদ্রোহ। কিছুদিনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী হামলা বন্ধ হয়ে গেল। টেগার্ট একটি ইতিহাস তৈরি করলেন। পুলিশ স্টেশনগুলিকে এখনও সেখানকার লোকেরা ‘টেগার্ট ফোর্ট’ বলে জানে। দুই বছর সেখানে কাজ করার পর আবার ভারতে আসার ডাক পড়লো। বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে টেগার্টকে একেবারে কলকাতা পুলিশের কমিশনার করে নিয়ে এলেন বাংলার ছোটলাট লর্ড লিটন।

১৯২৩ সালে কলকাতা পুলিশের কমিশনার হয়ে কাজে যোগ দিলেন তিনি। নগরপাল হয়েই কলকাতার আরক্ষাবাহিনীর প্রভূত উন্নতি সাধন করলেন। শহরে চুরি ডাকাতি রাহাজানি তখন ছিল না বলতে গেলেই চলে। লোকমুখে শোনা যে ধর্মতলার মোড়ে থলি ভর্তি মুদ্রা ফেলে গেলে সেখানেই সেটা পড়ে থাকবে। সেটা কেউই নেবে না। যতক্ষণ না কর্তব্যরত

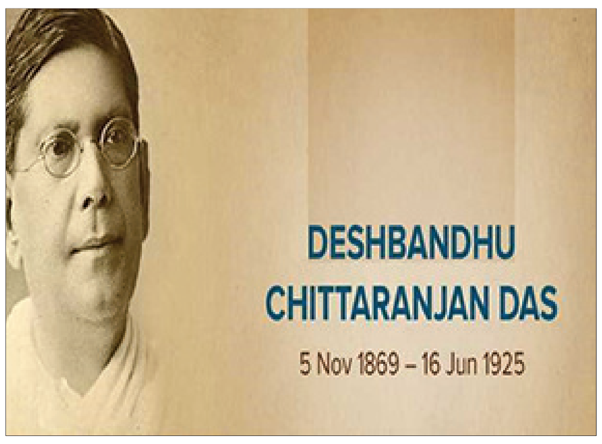

পুলিশের হাতে জমা না পড়ছে। যখন তাঁর জীবনের ওপরে হামলা হয়েছে তখনই ‘দৈনিক প্রভাকর’ এর মতো স্বদেশি সংবাদপত্র তার তীব্র নিন্দা করেছে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে টেগার্ট নিরপেক্ষ ছিলেন না। মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করে বিপ্লবীদের কারাগারে পুরেছেন। এ ব্যাপারে তিনি দোষী না গভর্নর লর্ড লিটন দায়ী সেটা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে টেগার্ট ওপরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে। তাদেরকে ধরে ঠাণ্ডা দাওয়াই দেওয়ার। এই দুইজন চাইতেন যে ভারতে ইংরেজ শাসন অটুট থাকুক। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যারাই অসহযোগিতা করেছে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাদের বিপক্ষে ছিলেন এই দুইজন।

লর্ড লিটনের পয়লা নম্বর শত্রু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর মেধা, বাগ্মিতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছিল। যখন চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ পার্টি বিপুল ভোটে কাউন্সিল নির্বাচিত হল তখ ন সরকার চালানোর ব্যাপারে লিটন তাঁর সহযোগিতা চাইলেন। তাঁকে মন্ত্রী হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলেন। তিনি জানালেন সরকার গঠন করে জনপ্রিতিনিধিদের হাতে প্রকৃত পরিচালনার ক্ষমতা যদি তুলে দেওয়া হয় তবেই তাঁর দল সরকারে যোগ দেবে, নতুবা নয়। আসলে ইংরেজ সরকার এমনভাবে সংস্কার করেছিল যে সরকার চালাবে গভর্নর এবং আইসিএস অফিসাররা। জনপ্রতিনিধিদের হাতে কোনও ক্ষমতা থাকবে না। তারা শুধু পরামর্শ দিতে পারে। তা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আইসিএস অফিসার এবং গভর্নরের ওপরে। ফলে জনপ্রতিনিধিদের কোনও দাম থাকছে না। স্বাভাবিক ভাবেই দেশবন্ধুর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন গভর্নর। অতএব চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কাউন্সিল বয়কট হতে থাকলো। এমন অবস্থা তৈরি হল যে সংবিধান অনুসারে সরকার চালানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল লিটনের। মন্ত্রীদের মাইনে পর্যন্ত পাশ করানো যাচ্ছে না কাউন্সিলে। গর্ভনর লর্ড লিটন বড়লাট এ্ং সতীর্থদের কাছে ক্রমশ অপদস্থ হতে থাকলেন। এই অপপমান প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি উৎগ্রীব হয়ে উঠলেন। টেগার্ট তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি ইতিমধ্যে স্বরাজ পার্টির মধ্যে চর ঢুকিয়ে দিলেন। বাংলার স্বাধীনতাপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গোয়েন্দা রিপোর্ট তৈরি করলেন। এমনকী বেশ কয়েকজন বিপ্লবী যারা গোপনে তাঁর হয়ে কাজ করতো। তাদের সাহায্য নিয়ে খ ুন, রাহাজানি ও বোমাবাজি করিয়ে দিলেন। ইচ্ছে করেই বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দিলেন টেগার্ট। লর্ড লিটন বাংলার সন্ত্রাসের চিত্র ধরে দিল্লি বড়লাট রীডিংয়ের কাছে আবেদন করতে শুরু করলেন ১৯১৮ সালের কুখ্যাত কালাকানুন চালু করতে যার দ্বারা যে কোনও বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে রাখা সম্ভব, এখনই সেই আইন আবার চুলা করা হোক। নাহলে বাংলাকে আয়ত্তে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। লর্ড রীডিং লিটনের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছিলেন বলেই তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। তিনি বারবার বলেছিলেন ১৯১৮ সালের পরিস্থিতি আর ১৯২৪ সালের পরিস্থিতি এক নয়। দেখতে পাওয়া গিয়েছে অতীতে এই আইন একেবারেই ব্রিটিশদের অনুকূলে আসেনি। তিনি লণ্ডনে ছেলেকে চিঠি লিখে লিটনের ভারত বিদ্বেষ এবং বর্ণবিদ্বেষের ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সময়ে টেগার্টের চররা খুন এবং ডাকাতির ঘটনা ঘটাতে শুরু করলো। এই সব ঘটনার প্রেক্ষিতে কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগ ক্রমাগত কালাকানুন চালু করার পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত লর্ড রীডিং এক প্রকার বিরক্ত হয়েই এই অর্ডিন্যান্স জারি পক্ষে সায় দিলেন। তিনি অবশ্য জানালেন যে ছয় মাসের মধ্যে কাউন্সিলে অর্ডিন্যান্স পেশ করে আইন হিসাবে পাশ করাতে হবে। বড়লাটের অনুমোদন লর্ড লিটন এবং টেগার্ট গোপন করে রাখ লেন। দুই একজন বিশ্বস্ত অফিসার ছাড়া আর কারোর গোচরে আনা হল না।

ইতিমধ্যে টেগার্ট ‘স্বরাজ পার্টি’র কর্মী এবং সহযোগী বিপ্লবী দলগুলির বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার এবং আমলারা এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। ২৪ অক্টোবর ভোর রাতে গ্রেফতার করা শুরু হল। স্বরাজ পার্টির নেতাদের গ্রেফতার করলো পুলিশ। সক্রিয় বিপ্লবীরা সবাই তখন জেলে। এইদিন ভোররাতে পুলিশ সুভাষ বোস এবং কিরণ শঙ্কর রায়ের বাড়িতে উপস্থিত হলো। ক্রমশ

ভারতের প্রিয় ফরাসি ফুটবল খেলোয়ার এমবাপে

ভারতে প্রিয় ফরাসি ফুটবল খেলোয়ার এমবাপে বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এবারে ফরাসি দেশের বাস্তিল উৎসবে প্রধান অতিথি। তাঁকে ঘিরে ফরাসিদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিন ফরাসি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং জনগণের সমানে প্রকাশ্যে বললেন যে ভারতে ফুটবল খেলা অতি জনপ্রিয়। ফরাসি দেশের জাতীয় ফুটবল খেলোয়ার এমবাপে খুবই জনপ্রিয় ভারতবাসীদের কাছে। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার কাছে হেলে গেলেও এমবাপে ফ্রান্সের হয়ে তিনটি গোল করেছিলেন। ফরাসি দেশের সম্মানকে এই খেলোয়াড় রক্ষা করেছিলেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালি দিয়ে মোদিকে শুভেচ্ছা জানাতে থাকে ফরাসি দেশের জনগণ। এমনকী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফরাসি নাগরিকেরাও মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে ফরাসিদের যোগোযাগ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে। সেই সময়ে ফরাসি দেশ খুবই গোপনে বিপ্লবীদের সহযোগিতা করতো এবং তাদের উপনিবেশে রাজনৈতিক আশ্রয় দিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফরাসিরা সহযোগিতা করতো তার বহু প্রমাণ ভারতের কাছে রয়েছে। চন্দননগর, পেণ্ডিচেরী ফরাসি উপনিবেশ এলাকায় বিপ্লবী অরবিন্দ তাঁর পরবর্তী জীবন বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করেন। বর্তমানে ফরাসি এবং ভারত দুই দেশ বহু সমস্যার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে শুরু করেছে। সেই সব সমস্যার সমাধান করছে দুই দেশ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ফরাসি দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আঁলিয়স ফ্রঁসেজ যখন আমেদাবাদে খোলা হয়েছিল তিনি তখন তার প্রথম সদস্য ছিলেন। ওরা আমার সেই প্রাচীন কার্ডটি বের করে আমাকে পাঠিয়েছে। এটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন সমস্ত বিবাদের মূল সমস্যার সমাধান করতে আলোচনারকরার প্রয়োজন। আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান হতে পারে। অন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য ফরাসি সব সময়ে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামি দিনে

ফরাসি দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। আমেরিকা এবং আরব দেশের পর এবারে ফ্রান্সে ভারতের মোদির সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোটা ইউরোপে ভরতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফরাসি দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘গ্রাণ্ড ক্রস অব দ্য লিজিয়ন অব অনার’ প্রদান করলেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি মাকরঁ। নেপোলিয়ন বোর্নাাপর্টির সময় থেকে এই সম্মান দেওয়া শুরু হয়েছে। ফরসি দেশ এবারে বাস্তিল দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করেছিল। প্যারিসে কুচকাওয়াজে ভারতীয় সেনারা অংশ গ্রহণ করে। ২৬টি রাফাল কেনা ছাড়ারও আরও বেশ কয়েকটি যুদ্ধ বিমান কেনার চুক্তি করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছেন মোদি। তিনি ভারতের সামরিক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে চান। এদিকে আগামি দিনে ফরাসি যুদ্ধ বিমান ভারতের মাটিতে তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তাতে খ রচ কম পড়বে। ফ্রান্সের মার্সাই শহরে ভারতীয় কনস্যুলেট খোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। ভারতীয় ছাত্রদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ক্যাম্পাস খোলা হবে। ভারতীয় পড়ুয়ারা এখন থেকে পাঁচ বছরের জন্য ভিসা পাবে। আগামি দিনে ফরাসি দেশ সফর করতে গেলে পাউন্ড বা ডলারের প্রয়োজন হবে না। দেশের টাকা অনলাইন দিয়ে তা মেটানো যাবে বলে জানা গিয়েছে। ইউপিআই মারফৎ টাকা লেনদেন হবে। ভারতের এনপিসিআই তৈরি করেছে ইউপিআই। ভারত ফরাসি দুই দেশ এখন ইউপিআই চালু করতে সম্মত হয়েছে। আইফেল টাওয়ার থেকে এর সূচনা হবে।

ঠিক কী ঘটেছিল ২১ জুলাই

কৌশিক দাস

ঠিক কী ঘটেছিল ২১ জুলাই? কেন এই দিনটিকে তৃণমূল ও কংগ্রেস শহিদ দিবস’ হিসাবে পালন করে? বাম জমানায় বিরোধী মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের পিছনে ২১ জুলাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাল ১৯৯৩। তখনও তৃণমূলের জন্ম হয়নি। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের আগুনে নেত্রী’ তথা সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছেন জ্যোতি বসুর সরকার। এ সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে ছাপ্পা-রিগিং-এর অভিযোগ নিয়মিত শোনা যায় বিরোধিদের মুখে। এমন আবহেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার জন্য সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এই কর্মসূচি দিন ঠিক হয়ে ছিল ১৪ জুলাই। কিন্তু সে বছর ওই সময় প্রাক্তন রাজ্যপাল নুরুল হাসানের প্রয়াণের জন্য কর্মসূচি পিছিয়ে ২১ জুলাই করা হয়।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মমতার ডাকে মহাকরণ অভিযানের জন্য কলকাতার রাজপথে নামেন কয়েক হাজার যুবকংগ্রেসকর্মী। রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক সচিবালয়ে এই অভিযান রুখতে তপর হয় পুলিশ। বিভিন্ন ক্রসিং-এ তৈরি করা হয় ব্যারিকেড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস কর্মীরা সেদিন ব্যারিকেড ভাঙতে গেলে হঠাই চলতে থাকে গুলি। সেই গুলিতে নিহত হন ১৩ জন যুবকংগ্রেস কর্মী। এই শহিদ’রা হলেন- বন্দন দাস, মুরারী চক্রবর্তী, রতন মণ্ডল, কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, অসীম দাস, কেশব বৈরাগী, শ্রীকান্ত শর্মা, দিলীপ দাস, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ দাস, মহম্মদ খালেক, ইনু। এই ১৩ যুবকংগ্রেসকর্মীর মৃত্যুতে রীতিমতো উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। কার নির্দেশে গুলি চালাল পুলিশ, এই প্রশ্নের আজও মীমাংসা হয়নি। উল্লেখ্য, সেসময় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে পরবর্তীকালে এ ঘটনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ক্লিনচিট দেয় সিবিআই। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই সকাল ১০টা থেকে মহাকরণ অভিমুখী জমায়েত শুরু হয়। যুব কংগ্রেসের মিছিল মহাকরণে পৌঁছনোর আগে পাঁচ দিক থেকে ব্যারিকেড করে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। তাতেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় মহাকরণ চত্বর। অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট-পাথরবৃষ্টি। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায় যুব কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের। তকালীন বাম সরকারের অবশ্য দাবি ছিল, সশস্ত্র সমাজবিরোধীদের এনে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছিল যুব কংগ্রেস। ফলে পাল্টা প্রতিরোধে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। ব্রেবোর্ন রোডে ধাক্কাধাক্কি এবং কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন মমতা। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী সার্ভিস রিভলভার উঁচিয়ে পুলিশের মোকাবিলায় এগিয়ে যান। মেয়ো রোড-রেড রোডের মোড়ে বোমাও পড়ে। সেই উত্তেজনার আঁচ ছড়িয়ে পড়ে গোটা মধ্য কলকাতায়। রেড রোডে পুলিশের ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের তাড়া খেয়ে পুলিশের পদস্থ অফিসারেরা পালিয়ে যান। এরপরেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মনীশ গুপ্তের নির্দেশে সক্রিয় হয় পুলিশ। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালাতে শুরু করে তারা। পরে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৩ জন মারা গিয়েছেন। এছাড়াও জখম হন বহু মানুষ। যদিও তকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানিয়েছিলেন, ওরা মহাকরণ দখল করতে আসছিল। পুলিশ গুলি চালিয়েছে।’’

এরপর রাজ্যে পালাবদল ঘটে। ২০১১ সালের ১৩ মে (বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছিল) ৩৪ বছরের বাম শাসনে ধস নামিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর আলাদা করে কোনও বিজয় উসব করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। একুশে জুলাইয়ের নির্মম ঘটনার সুফল পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষ্যাতেই জনাদেশ স্পষ্ট হয়ে যায়, আর এরপরই দৃশ্যত আপ্লুত মমতা জানিয়ে দেন, জয়ের উদযাপন হবে ২১ জুলাই শহিদ তর্পণের দিন। তবে এই ২১ জুলাইয়ের ইতিহাসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সে অর্থে কোনও সম্পর্কই নেই। বা বলা ভাল, তৃণমূলের জন্মের আগেই ঘটে গিয়েছে একুশে জুলাই’। বরং বলা যেতে পারে, একুশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩ সালের এই ঘটনার পর থেকেই প্রতিবছর এই দিনটিকে শহিদ দিবস’ হিসেবে পালন করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস।

পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল তৈরি করেন এবং ২১ জুলাইকে শহিদ দিবসে’র মর্যাদা দেওয়া হয়। আজও এই দিনে পৃথকভাবে সমাবেশ করে কংগ্রেস। কিন্তু, তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে এ রাজ্যে প্রশ্নাতীতভাবে বৃহত্তর শক্তি হয়ে ওঠায় তৃণমূলের শহিদ দিবস’ই যাবতীয় আকর্ষণের কেনদ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

শহিদ তর্পণ’ করা হলেও বিগত কয়েক বছর ধরে, বিশেষত রাজ্যে পালাবদলের পর ২১ জুলাই তৃণমূলের কাছে এক প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তবে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপির ভরাডুবি স্বস্তি দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলকে। একুশের নির্বাচনের আগে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, বিজেপি রাজ্যে এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত গুলিতে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল।

১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। সেই মৃত্যুর জন্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় এলে সেই ঘটনার তদন্ত করার হুঁশিয়ারি অতীতে একাধিকবার দিয়েছেন মমতা। তাঁর সরকার গঠনের পর এ নিয়ে কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই কমিশন বামনেতাদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের ফায়ারিংয়ের ঘটনা। এ নিয়ে কমিশন তৈরি হয়েছিল। কমিশন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম। আমাকে যা যা প্রশ্ন করা হয়েছিল উত্তর দিয়েছি। কিন্তু সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হল না কেন? কোন কারণে রিপোর্ট প্রকাশ করল না? রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ার জন্য কে দায়ী? মানুষের সত্যি জানার অধিকার রয়েছে।

সামনেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ একুশে জুলাই। একুশের মঞ্চ থেকে সাধারণত দলকে আগামী দিনের পথ দেখান মমতা। তাই এবারের শহিদ মঞ্চ’ থেকে মমতা কী বার্তা দেন, সে দিকেই তাকিয়ে সব মহল। যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ বছর একুশে জুলাইকে শ্রদ্ধা দিবস হিসেবে পালন করবে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস।

হেরিটেজ

হাওড়া সেতু

হাওড়া সেতুর বর্তমান নাম হচ্ছে রবীন্দ্র সেতু। ১৮৪৪-৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার এই সেতুর কথা ভেবেছিল একটি কমিটিও গঠন করা হয়। তখন হাওড়াতে নিত্য নতুন কারখানা তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে কলকাতার সঙ্গে হাওড়ার যোগাযোগ নিবিড় হওয়া দরকার হয়ে পড়ল। ১৮৫৫ সালে সেতু তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও ১৮৫৯-৬০ সালে সেতু নির্মাণকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে বাংলার সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার জর্জ টার্নবুলকে হুগলি নদীর ওপরে সেতু নির্মাণ করা জন্য যাচাই করতে দেওয়া হল। ২৯ মার্চ তিনি সেতুর নকশা প্রস্তুত করে জমা দেন। ১৮৭১ সালে তৈরি হল একটি ট্রাস্ট। ভাসমান সেতু বা পল্টুন ব্রিজ তৈরি করা হল। লম্বায় ১৫২৮ ফুট এবং চওড়ায় ৪৮ ফুট। ব্রিটেন থেকে লেসলি সাহে সেতু এলাকা পর্যবেক্ষণ করেন। বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি নকশা তৈরি করলেন। ১৮৭১ সালে হাওড়া ব্রিজ আইন তৈরি করা হল। ভাসমান নৌকা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল প্রথম সেই সেতুটি। বর্তমানের সেতুটি করতে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে সাহেব ইঞ্জিনিয়ার জন স্কট এবং ইঞ্জিনিয়ার হায়েট এবং কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকাবে একটি বহির্বাহু সেতু নির্মাণ করা পক্ষে সায় দিলেন রাজেন্দ্রনাথ মুত্মেখাপাধায়কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হল। ১৯০৬ সালে সেতু বর্তমান হাওড়া সেতু নির্মাণে কাজ শুরু হয়। টাটা আয়রন স্টিল কোম্পানি সেই সময়ে ইস্পাত সরবরাহ করেছিল। এটাই প্রথম মেক ইন ইণ্ডিয়া প্রকল্প। ২৩ হাজার টন ইস্পাত লেগেছিল। ১৯৩৭ সালে ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসে। ১৯৪৩ সালে ৩ ফেব্রয়ারি জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

সম্পাদক সমীপেষু ।।।।।।।।।।।।।

এবার কি হবে

নির্বাচন তো হয়ে গেল এবার কি হবে। বিজেপি মুখের মতো জবাবও পেয়ে গেল। যারা বলেছিলেন সেটিং তাদের বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা কোনও সেটিং বলে মনে কি হচ্ছে। কারণ রাজ্যের গ্রামের সাধারণ মানুষ সরাসরি তাদের জবাব দিয়েছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ এই ভাবেই বিজেপিকে জবাব দিতে ব্যালটে হাত বাড়াবে। তখন দেখতে পাবেন মানুষ বিজেপিকে নয়, তৃণমূলকেই জয়ী করবেন। এখানে কূটনীতির বিষয়টায় তৃণমূল এগিয়ে থাকবে তা পরিস্কার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই মুহুর্তে দেশে মেলা ভার। এটা মানতেই হবে বিজেপিকে। তাদের কাছে সিবিআই ইডি অস্ত্র থাকলেও তৃণমূলের কাছে মানুষ অস্ত্র রয়েছেন। **শশী রায়, বেলতলা।**

আত্মঘাতী নববধূ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুলাই ঃ বিয়ের দু'মাসের মাথায় আত্মঘাতী গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রানীবাগে এলাকায়। জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম শম্পা মল্লিক (২৬)। মৃত গৃহবধূর পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত দু'মাস আগে হবিবপুর ব্লকের বানকাটা গ্রামের শম্পা মল্লিকের সাথে বিয়ে হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার যুবক ভগীরথ সরকারের সাথে। প্রতিদিনের মতোই গতকাল রাতে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে এক ঘরে স্বামীর সঙ্গে ঘুমান। কিন্তু সকালবেলায় বাড়ির লোকজন দেখতে পান পাশের ঘরেই বাঁশে তার ঝুলন্ত দেহ ঝুলছে। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার লোকজন ছুটে আসেন এবং বাড়ির লোকজন গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ নিচে নামিয়ে আনেন। এ বিষয়ে মৃত গৃহবধূর ননদ কাজলী রায় জানান, প্রতিদিনের মতোই সবই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু রাত্রে সবার অজান্তে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বৌদি। তবে এই ঘটনার পেছনে বাড়িতে কোন ধরনের ঝামেলা হয়নি। তিনি আরও জানান, তার বৌদির নাকি আগেও বিয়ে হয়েছিল এবং একটি সন্তানও রয়েছে। সে কথা গোপন রেখে তার ভাইয়ের সাথে ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিল। গৃহবধূর বাবার পরিবারের লোকজন এই ঘটনা গোপনে রেখেছিল। পরবর্তীতে জানাজানি হলে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল এবং আগের স্বামী ফোন করে উত্ত্যক্ত করে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হবে এবং এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

দিঘা লাইনে ধস

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৫ জুলাই ঃ নন্দকুমার থেকে দিঘাগামী রেল লাইনে ধসের জেরে বন্ধ ট্রেন চলাচল। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর নরঘাট এলাকার গিরির চক এলাকায় রেল লাইনে ধস নামার ঘটনা ঘটে। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার উত্তর নরঘাট এলাকার গিরির চক এলাকায় রেল লাইনের মাঝে বিশাল গর্ত দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন। যে কোনও মুহূর্তে বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে, সেই আশঙ্কায় তাঁরা বিষয়টি জানিয়ে খবর দেন নন্দকুমার রেল স্টেশনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। সেই সঙ্গে রেলের ইঞ্জিনিয়াররাও পৌঁছন ঘটনাস্থলে। প্রায় ১৫ ফুটের মতো বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে দুই লাইনের মাঝামাঝি স্থানে। কিভাবে এমন ধস নামল তা খতিয়ে দেখেন রেলের আধিকারিকরা। লাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে মাটি ও পাথর দিয়ে রেলের কর্মীরা গর্ত বন্ধ করার পর রেল চলাচল শুরু হয়।

সংবর্ধনা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানাল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত করেন মেয়র, ডেপুটি মেয়র সহ পুর আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে এবছরের বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সূচনা করেন মেয়র। মেয়র গৌতম দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও অন্যান্যরা

ইসরোর তৃতীয় চন্দ্র অভিযানের শরিক বীরভূমের বিজ্ঞানী বিজয়

দেবশ্রী মজুমদার, ময়ূরেশ্বর, ১৫ জুলাই ঃ তৃতীয় চন্দ্র অভিযানে শরিক বীরভূমের ইসরো বিজ্ঞানী বিজয় কুমার দাই। দ্বিতীয় চন্দ্র অভিযানেও তিনি ছিলেন অন্যতম শরিক। ভারতবর্ষের এই ঐতিহাসিক তৃতীয় চন্দ্র অভিযান উৎক্ষেপণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলো বীরভূমের নাম। মহাকাশ বিজ্ঞানীর নাম বাড়ি মল্লারপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ গ্রামে। দক্ষিণ গ্রামে সস্ত্রীক আছেন বাবা নারায়ণ কুমার দাই এবং শ্যামলী কুমার দাই। ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন বিজয় কুমার দাই। দক্ষিণ গ্রাম জগত্তারিণী বিদ্যানিকেতন থেকে ৮৯ শতাংশ নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে উচ্চ মাধ্যমিকে, তারপর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাশ করার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম টেক করেন তিনি। তারপর শুরু হয় তাঁর স্বপ্নের উড়ান। পরীক্ষার মাধ্যমে ইসরোতে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন তিনি। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে আছেন। তাঁর গর্বিত গৃহশিক্ষক সুবীর রায় জানান, কালকে রাত্রে বিজয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুবই ব্যস্ত ছিল। বিজয় আমাদের সকলের গৌরব। আমি বিজয়কে ক্লাস সেভেন থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগ পড়িয়েছি। বাবা নারায়ণ দাই অবসরপ্রাপ্ত এনভিএফ কর্মী। একজন তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রান্তিক চাষী পরিবারের মানুষ তিনি। তিনি জানান, খুব গর্ববোধ হচ্ছে তৃতীয় চন্দ্র অভিযানে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমার ছেলে অংশগ্রহণ করেছে। মা শ্যামলী দাই বলেন, আমার তিন ছেলের মধ্যে বিজয় মেজো। বড় ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বড় ছেলের দেখানো পথেই মেজো ছেলে ইসরোতে পৌঁছেছে। বড় ছেলে সব সময় ভাইকে গাইড করত। খুব ভালো লাগছে। জগত্তারিণী বিদ্যানিকেতনের সকল শিক্ষক গর্বিত ছাত্রের গৌরবময় অধ্যায়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল মণ্ডল বলেন, আমরা গর্বিত। আমাদের স্কুলের একজন ছাত্র ইসরো বিজ্ঞানী হয়েছে এটাতো গর্বের বিষয়। আমরা ঠিক করেছি এবার বাড়ি ফিরলে স্কুলে অনুষ্ঠান করে তাকে সম্বর্ধিত করব। পাশাপাশি তাঁর মাধ্যমে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করব।

দুই ছেলের সাথে নারায়ণ দাই ও শ্যামলী দাই। -নিজস্ব চিত্র।

দলের ভরাডুবি নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই নিয়ে হয়েছিল বিস্তর জলঘোলা। যোগ্য নেতৃত্বদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের প্রার্থী করা হয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এমনই অভিযোগকে সামনে রেখে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে একরকম জিহাদ ঘোষণা করে নির্দল প্রতীক লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সোচ্চার হওয়া এমনই বিক্ষুব্ধদের সাসপেন্ড করেও অন্দরের ক্ষত সারানো গেল না। ভোটে দাঁড়িয়ে তাই তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে থাকা প্রায় সমস্ত নেতাই ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, তমলুকের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী কোলাঘাট, পাঁশকুড়া কিংবা নন্দকুমারের ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র জল্পনা। পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পেরে সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন নিচু তলার কর্মী-সমর্থকরাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করায় দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে প্রথম দফায় তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার মোট ৪৩ জনকে সাসপেন্ড করে দল। এরপর ওই একই অভিযোগে আরও প্রায় ২০ জন দলের বিভিন্ন পদে থাকা নেতা-কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়। পাশাপাশি সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে একাধিক পদক্ষেপ নেয় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শরৎ মেটিয়াকে ব্লক নেতৃত্ব থেকে তুলে এনে জেলার সহ সভাপতি পদে বসানো হয়। নতুন জেলা কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান এই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব বর্মনও। কিন্তু তাতেও তৃণমূলের ভেতরকার রক্তক্ষরণ রোধ করা যায়নি, একের পর এক ভোটের ফল ঘোষণার পরেই তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। খোদ তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার স্মৃতি বিজড়িত ব্লকেই একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আসনে ধরাশায়ী অবস্থা তৈরি হয় তৃণমূলের। যেখানে এসইউসিআই অধ্যুষিত এই ব্লকের দখলে দীর্ঘদিন ধরে ছিল তৃণমূল। সেখানে একরকম নিষ্কণ্টক পঞ্চায়েত সমিতিতে গেরুয়া ঝড় একপ্রকার নজিরবিহীন হয়ে ওঠে। মোট ৩০টি পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি একক ভাবে পায় ১৬, তৃণমূল ১৩ এবং সিপিএম ১টি আসন। সেই সঙ্গে জেলা পরিষদের ৩টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের কাছ থেকে দুটি আসন ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। বিজেপির কাছে জেলা পরিষদের আসনে শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি রাজেশ হাজরার। বিপুল ব্যবধানে হেরে যান এই পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য জয়দেব বর্মন। পাশাপাশি এই ব্লকের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপূর্ব জানার আশপাশের বুথগুলিতেও তৃণমূল প্রায় ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায়। পরাজিত হন শান্তিপুর ১-এর বিদায়ী প্রধান স্বপন মাইতি, শান্তিপুর ২-এর প্রধান সন্তোষ ঘড়া, খারুই ২-এর প্রধান নমিতা ঘড়া, উপপ্রধান দীনেশ কর, বল্লুক ১-এর প্রধান শরৎ মেটিয়া, উপপ্রধান সাহাবুল মল্লিক, ধলঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আতিয়ার রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শোভা সাহু সহ প্রায় সমস্ত ব্লক নেতৃত্ব। কোনরকম ভাবে মাত্র একটি জেলা পরিষদ আসনে নিজের স্ত্রী মামনি জানাকে সাফল্যের মুখ দেখাতে সফল হলেও গোটা ব্লকজুড়ে তৃণমূলের এই অভাবনীয় ফলাফলের দায় এসে পড়ে ব্লক তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব জানা সহ তৃণমূল নেতৃত্বের উপর। সোশ্যাল মিডিয়াজুড়েও এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। দলকে ব্যবহার করে একশ্রেণীর তৃণমূল নেতৃত্ব লুটেপুটে খাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তারা। অভিযোগ ওঠে অর্থের বিনিময়ে দলবাজি করে টিকিট বিক্রির। আর শুধু যে তমলুকের শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক তা কিন্তু নয়, কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, নন্দকুমার, চণ্ডীপুর সহ তমলুক বিধানসভা এলাকাজুড়ে ব্যাপকভাবে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগের তীরে বিদ্ধ হয়েছেন ব্লক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে একাধিক জেলা নেতৃত্বও। যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সৌমেন কুমার মহাপাত্র বলেন, সামান্য কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল একটু খারাপ হলেও সার্বিক ফলাফল তৃণমূলের পক্ষেই রয়েছে। আগামী দিনে দ্রুততার সঙ্গেই সেই সমস্যাও মিটানো সম্ভব হবে।

তৃণমূলের নন্দীগ্রাম ২নং ব্লক সভাপতিকে ফের সরানো হল

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৫ জুলাই ঃ গত ১০ মাসের মধ্যেই ফের বদল করে দেওয়া হল নন্দীগ্রামের ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতিকে। নন্দীগ্রাম দুই নম্বর ব্লক তৃণমূলের দায়িত্বে থাকা অরুণাভ ভুঁইঞাকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হচ্ছে তবে নাড়ুগোপাল জানা নামে একজন বর্ষীয়ান নেতাকে। ওই ব্লকে এর আগেও তিনি অঞ্চল কমিটির দায়িত্বে ছিলেন বলে জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র জানিয়েছেন। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি হিসেবে বাপ্পাদিত্য গর্গ ও ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি হিসেবে অরুণাভ ভুঁইঞার নাম মনোনীত করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই অরুণাভ হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শেখ সুফিয়ানের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী। অরুণাভ ভুঁইঞার নাম ঘোষণার হওয়ার পরই নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নন্দীগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষও। বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের সঙ্গে কোনও রকমের আলোচনা না করেই অরুণাভ ভুঁইঞাকে ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে। তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যেই সভাপতি বদলের দাবি জানিয়েছিলেন। তা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু ১০ মাসের মধ্যেই ফের বদল করে দেওয়া হল ২ নম্বর ব্লকের সভাপতিকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, তার কারণ হতে পারে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও নন্দীগ্রামে দেখা গিয়েছে শুভেন্দু ম্যাজিক। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে জিতেছে বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূলের দখলে গিয়েছে ৪৪টি ও বিজেপির দখলে গিয়েছে ১৮টি। পূর্ব মেদিনীপুরে মোট গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ৪২৯০টি। নির্বাচনের আগে থেকেই নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে শাসকদল তৃণমূলকে বেশ কিছুটা পিছনে ফেলে প্রথম স্থানে রয়েছে পদ্মশিবিরে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছে, হতে পারে তারই কোপ পড়েছে ব্লকের সভাপতির ওপর।

অভিষেকের সাংসদ পদ খারিজের আর্জি জানিয়ে চিঠি সৌমিত্র খাঁর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ জুলাই ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানিয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি সৌমিত্র খাঁয়ের। তাঁর অভিযোগ, দেশের সংবিধানকে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অভিষেক যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত অবমাননাকর বলে মত তাঁর। তার জন্যই অভিষেকের সাংসদপদ খারিজের দাবি জানালেন সৌমিত্র। এফআইআর দায়েরের দাবি তুলেছেন তিনি। বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র সরাসরি সেই নিয়ে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে। তাঁর বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারি না। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ যে মন্তব্য করেছেন, তা বিচারব্যবস্থা তথা সংবিধানের অপমান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ পদ খারিজ করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সৌমিত্র বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা সহ বিচারপতিদের একাংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন। এর জন্য তাকে গ্রেফতার করা উচিত। হাইকোর্টের রায় পছন্দ না হলে উচ্চ ন্যায়ালয় রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বহু রায় পছন্দ না হওয়ায় অভিষেক বাবুরা তো বড় বড় আইনজীবী ধরে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন। কেউ বাধা দিচ্ছেন না তো। 'ফাঁকা কলসীর আওয়াজ বেশি'- এই প্রবাদ বাক্য তুলে অভিষেককে কটাক্ষ করে সৌমিত্র খাঁ বলেন, এ রাজ্যের সব চাইতে দুর্নীতি গ্রস্থ এবং তিহারের দিকে পা বাড়িয়ে আছেন যিনি তিনি এত আইনবিরুদ্ধ কথা বার্তা বলছেন। আগামী সোমবার অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন বলে জানান তিনি।

চল চাইতে প্রস্রাব

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৫ জুলাই ঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট মিটলেও থামছে না হিংসা। জেলায় জেলায় শাসকের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে বিরোধীরা। উল্টোটাও ঘটছে কখনও। একই মধ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের ওপর অত্যাচারের মানবতাবিরোধী অভিযোগ এল পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। অভিযোগ, মারধরের পর বিজেপি কর্মী জল খেতে চাইলে তার মুখে প্রস্রাব করে দেয় তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার মায়তা এলাকার ওই বিজেপি কর্মীকে দিন কয়েক আগে দলীয় পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যায় তৃণমূলি দুর্বৃত্তরা। তাঁকে তৃণমূলে যোগদানের জন্য হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এলাকায় তৃণমূল জেতায় পিকনিকের আয়োজন হয়েছিল। সেই পিকনিকে অংশগ্রহণ করতে বিজেপি কর্মীর কাছে টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু তাঁর কাছে টাকা নেই বলে জানান ওই বিজেপি কর্মী। এর পর তৃণমূল পার্টি অফিসের মধ্যেই মত্ত তৃণমূল কর্মীরা ওই বিজেপি কর্মীকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, আহত বিজেপি কর্মী কাতরাতে কাতরাতে জল খেতে চাইলে তৃণমূলের গুন্ডারা তাঁর মুখে প্রস্রাব করে দেয়। আহত ওই বিজেপি কর্মী বর্তমানে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনায় রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি শমিত দাস বলেন, আমাদের কর্মীকে তৃণমূলিরা তুলে নিয়ে গিয়ে ওদের পার্টিতে যোগদানের জন্য জোর দেয়। এর পর তাঁর কাছে পিকনিকে যোগদানের জন্য টাকা চায় তারা। কিন্তু টাকা দিতে পারবেন না বলে জানালে আমাদের কর্মীকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এর পর জল খেতে চাইলে তাঁর মুখে প্রস্রাব করে দেয় দুষ্কৃতীরা। এটা একটা জঘন্য অপরাধ। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতি। তিনি বলেন, হিংসা রুখতে আমরা সব জায়গায় কড়া নজর রেখেছিলাম। ২ দিন পর এখন এসব অভিযোগ করছে কেন? ঘটনার দিন কেন এসব প্রকাশ্যে আসেনি? আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলে হবে?

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করলো স্বামী ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কোকরাজোত গ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। এদিন রাতেও তারা ফাঁসিদেওয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায়. একটি মেলাতে ঘুরতে যান। বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করে পরিবারের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎই একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে রঞ্জিত সোরেনের বোন লক্ষ্মী সোরেন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তখনই রক্তাক্ত অবস্থায় বৌদি কবিতা সোরেনকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরেই চিৎকার শুরু করে দাদার হাতে ধারালো অস্ত্র দেখতে পেয়ে তাকে আটকে দেয়। এরপরেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় দাদা রঞ্জিত সোরেন। পরে থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসে। ময়নাতদন্তের জন্য। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে সেই যুবক স্ত্রীকে এভাবে কুপিয়ে খুন করার ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

দলীয় কার্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন জন বারলা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ জুলাই ঃ ঘরবাড়ি ছেড়ে দলীয় কার্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া নবনির্বাচিত বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। এখনও পর্যন্ত ১২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিজেপির জেলা কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই রাত কাটাচ্ছেন। শনিবার জন বারলাকে কাছে পেয়ে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা ভোট পরবর্তী হিংসার কথা ও তাঁদের উপর যে শাসকদলের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত অভিযোগ জানিয়েছেন। জন বারলা বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে স্বচ্ছতা থাকলে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আমাদের বিজেপির প্রার্থীরা জয়ী হতেন। এত জোর-জুলুমের পরেও কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন, এরপরেও সেই সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা শাসকের অত্যাচারে নিজেদের বাড়িতেই থাকতে পারছে না। আইনশৃঙ্খলা বলে আর কিছু নেই, রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দিয়েছি। এদিন কলকাতা থেকে ফিরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, বিজেপি এসব নাটক করছে। কারোর নিরাপত্তায় আমাদের দল কাউকে আঘাত করবে না। যদি কেউ সমস্যায় থাকেন আমাকে জানান, আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করব। আসলে বিজেপি হেরে গিয়ে নানা রকমের ফন্দি আঁটছে। উল্লেখ্য, চকোয়াখেতি, পূর্ব কাঠালবাড়ি, পাতলাখাওয়া এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। এরপর থেকেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি প্রার্থীদের দল পরিবর্তনের জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি কর্মীদের দাবি, শাসকদলের তরফে জোর করে তাঁদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের ভাঙিয়ে তৃণমূল বোর্ড গঠন করতে চাইছে। এই চাপের হাত থেকে বাঁচতে দলীয় কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। পঞ্চায়েত সদস্যরা তাই বিজেপির আলিপুরদুয়ার পার্টি অফিসে থাকছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে বিছানা করে থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এদিন তাদের সাথে দেখা করে যাবতীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দেন জন বারলা।

পোড়া ব্যালট উদ্ধার হল নারায়ণগড় থেকে

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ১৫ জুলাই ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে গণনাকেন্দ্রের পাশে পাওয়া গেল প্রচুর আধপোড়া ব্যালট। যার প্রায় সবগুলিতেই ভোট পড়েছে সিপিআইএমের পক্ষে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও দায় অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, ডিএ আন্দোলনকারীরা এই কাজ করেছে। শনিবার নারায়ণগড় ব্লকের নকুড়সেনী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন স্কুল চত্বরের আবর্জনার স্তূপে কিছু কাগজ পুড়তে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন, সেখানে ব্যালট পেপার পুড়ছে। আগুন নিভিয়ে সেখান থেকে প্রচুর ব্যালট পেপার উদ্ধার করেন তাঁরা। উদ্ধার করেন একটি ভোট দেওয়ার সিল। ব্যালট পেপারগুলির প্রায় সবকটিতেই সিপিএমের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া ছিল। তবে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেওয়া কিছু ব্যালট পেপারও পাওয়া গিয়েছে। বিজেপি ও সিপিএমের দাবি, অন্যান্য জায়গার মতো নারায়ণগড়েও বিপুল আসন দখল করত বিরোধীরা। সেকথা বুঝতে পেরে তৃণমূল বিরোধীদের ব্যালট সরিয়ে ফেলেছে। সেই ব্যালটগুলি নষ্ট করার চেষ্টা চলছিল।

হাতির তাণ্ডবে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ হাতির হানায় ঘরবাড়ি তছনছ জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। হামলার তালিকা থেকে বাদ নেই রেশন দোকান, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এমনকি স্কুলও। এবার হস্তীযূথের 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' থেকে বাদ গেল না সরকারি প্রতিষ্ঠানের রেস্ট হাউসও। নাগরাকাটার গ্রাসমোড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক রাবার গবেষণাকেন্দ্রের রেস্ট হাউসে ঢুকে শুঁড় দিয়ে টান মেরে ফ্রিজের দরজা খুলে কিছু আছে কিনা পরখ করে দেখল মাকনা হাতি। উদরপূর্তির কোনও সামগ্রী না পেয়ে আক্রোশ যেন আরও চরমে ওঠে। শুধু ফ্রিজ উলটে ফেলে দেওয়াই নয়, তছনছ করে দিয়ে যায় গোটা রেস্ট হাউসকেই। ঘটনাটি শুক্রবার গভীর রাতের। পরে ডায়না রেঞ্জের বনকর্মীরা খবর পেয়ে গিয়ে ওই হাতি সহ পালের অন্য বুনোদের জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। রেঞ্জার অশেষ পাল বলেন, দু থেকে তিনটি দলে ভাগ হয়ে হাতির পাল নানা স্থানে ঢুকে পড়েছে। আমরা সজাগ রয়েছি। রেস্ট হাউসের হামলার বিষয়টি কিছুটা অবাক করা তো বটেই। এদিকে রেস্ট হাউসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে রেস্ট হাউসের তছনছ অবস্থা দেখে মাথায় দিয়েছেন। তাদের অবস্থা দিশেহারা।

ধৃত বিজেপির ২

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৫ জুলাই ঃ নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার দু'জনকে গ্রেফতার করে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। পঞ্চায়েত ভোটের ফল প্রকাশের পর গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীদের উপর বিজেপি হামলা করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার পর সরব হয়েছিলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আহত কর্মীদের দেখতে শুক্রবার বিকেলে এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অবশেষে তৃণমুল কর্মীদের মারধর, বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উল্লেখ্য গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে হামলায় জখম তৃণমূলকর্মীদের ১৩ জনকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার সেই চিকিৎসাধীন কর্মীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এসএসকেএম হাসপাতালে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রত্যেকের যথেষ্ট চোট রয়েছে। এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টার এবং উডবার্ন ওয়ার্ডে ঘুরে দেখেন অভিষেক। কর্মীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি প্রার্থীর তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ জুলাই ঃ ফের এক বিজেপির জয়ী প্রার্থী যোগ দিলেন তৃণমূলে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের কল্যানী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পঞ্চায়েতে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় জয়ী প্রার্থীদের ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। আর এই কারনেই নিজেদের তথা পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বিজয়ী প্রার্থীরা শাসকদলে ভিড়ে যাচ্ছে এমনই অভিযোগ বিজেপির। যদিও এই অভিযোগ নাসাৎ করে তৃণমূলের বক্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতেই স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা। ওন্দা ব্লকের কল্যানী গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ১১টি। ফলাফলে দেখা যায় তৃণমূল ১০টি এবং একটি আসন পায় বিজেপি। ফলাফল ঘোষণার পর বিজেপির একমাত্র বিজয়ী প্রার্থী কাজল মই তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল অঞ্চল অফিসে ওন্দা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম বিটের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে নেন কাজল মই। ইতিপূর্বে বিষ্ণুপুরের অযোধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী সলমা মূর্মু তৃণমূলে যোগ দেন। জেলার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত, দিন যত গড়াবে দলবদলের এই প্রবণতা বা প্রক্রিয়া ততই বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য জেলার ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু। এই পঞ্চায়েতগুলি দখল করতে মরিয়া প্রয়াস চালাবে সব দলই।

APPOINTMENT OF HEADMISTRESS

1. Bengal Tiger Army Pre Primary School, Kanchrapara requires Female Headmistress on 11 months contract basis.

Qualification

(a) Graduate or above in any discipline.

(b) A Teaching Degree B.Ed (Elementary Education or NTT(mandatory)

(c) Experience as under:-

(i) At least 3 years experience of administrative charge of a recognized Middle School or Higher classes.

(ii) At Least 5 years experience as Head of school (Headmistress/ Coordinator/ Supervisor of Primary Wing of recognized High School or an APPS)

(d) Age- Below 55 years on the date of appointment.

(e) Monthly Salary Rs 25000/- all inclusive.

2. Interested candidates are requested to forward application along with bio-date/CV, copy of Adhar Card, Qualification documents at the address given below in a sealed envelope by 30 Jul 2023.

Address: The Chairman, Bengal Tiger Army Pre Primary School, Kanchrapara, c/o Station Headquarters, Kancharapara, PIN-900407, C/O 99 APO. Tele: 03329991635.

ভোট মিটতেই পর্যটকদের ভিড় দিঘায়

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৫ জুলাই ঃ রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হল দিঘা। সারাবছরই এখানে পর্যটকদের ভিড় থাকে। তবে পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই একধাক্কায় দিঘায় পর্যটকদের ভিড় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে কয়েক মাস ধরে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। আর পঞ্চায়েত ভোট সম্পন্ন হতেই পর্যটকদের ভিড় বাড়ল দিঘায়। শুক্রবার রাত থেকেই দিঘায় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। দিঘার হোটেল ব্যবসায়ীদের অনুমান, রবিবার সেখানে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে। এভাবে পর্যটকদের ভিড় বাড়ায় খুশি হোটেল ব্যবসায়ীরাও। দিঘার হোটেল ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটের কারণেই পর্যটকদের ভিড় কমে গিয়েছিল। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। তবে আবার দিঘার চেনা ছন্দ ফিরতেই সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে খুশির আমেজ। শুক্রবার বিকেল থেকেই ছিল মেঘলা আবহাওয়া। শনিবার দিনভর মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ রয়েছে। মাঝেমধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সেইসঙ্গে সমুদ্রের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই দৃশ্য উপভোগ করতে ছাতা মাথায় দিয়ে দিঘার উপকূলে ভিড় করতে দেখা গিয়েছে পর্যটকদের। এরকম আবহাওয়া দেখে খুশি পর্যটকরা। বৃষ্টির ফলে সমুদ্রের জল অনেকটাই বেড়েছে। সেইসঙ্গে ঝোড়ো হওয়া এবং সমুদ্রের গর্জন এদিন উপভোগ করতে দেখা যায় পর্যটকদের। তবে বিপদ এড়াতে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের সতর্ক করছেন সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং নুলিয়ারা। পুলিশও পর্যটকদের সতর্ক করছে। আবার সমুদ্র স্নানে নামতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে পর্যটকদের। দিঘার হোটেল ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে এখানে পর্যটকদের ভিড় ছিল না। তবে ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পরে একটু একটু করে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে পর্যটকদের। আগামী দিনে পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে বলে তাঁর আশা। তিনি জানান, দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনে সতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, নিউ দিঘাতেও পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এক হোটেল ব্যবসায়ী জানান, প্রায় এক মাস ধরে সেখানে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়নি। ফলে হোটেল বুকিং আগের থেকে কমে গিয়েছিল। ভোটের কারণে ভিড় কমেছিল বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। ভোট মিটতেই আবার ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। আগামী দিনে সেখানে পর্যটকদের আরও ভিড় বাড়বে ফলে ব্যবসা ভালো হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

বাম-কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৫ জুলাই ঃ নলহাটির কুশমোড় ১ এবং বড়লা তিনটি গ্রামের ছয়জন মেম্বার সহ দুটি গ্রামে ১০০ করে ২০০ পরিবার কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য জানান, কুশমোড় এক পঞ্চায়েতের ফব সদস্যা সোমা মাল, রুমান মোল্লা এবং অর্চনা পাল বামফ্রন্ট ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। পাশাপাশি, বরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্য আঙুর সেখ, নাদিরা বিবি তৃণমূলে যোগদান করেন। এই যোগদানের ফলে কুশমোড় ১ এবং বরলা পঞ্চায়েত দখলে এল তৃণমূলের।

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-739/BPM/N-135/2023 dated-14/07/2023, 740/BPM/N-136/2023 dated-14/07/2023.** Closing date-**03/08/2023, 5.00 PM.** For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

রসনা তৃপ্তি

নিরামিষ-আমিষ কাবাবের জিভে জল আনা রেসিপি রইল আপনাদের জন্য

সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কাবাব এখন গোটা বিশ্বে জনপ্রিয়।

রকমারি সব রেসিপি। রাঁধুনিদের এক্সপেরিমেন্টে নিত্যনতুন সব কাবাবের রেসিপি বেড়িয়েছে। মাছ-মাংস তো বটেই, এমনকী নিরামিষ কাবাবও এখন হেঁশেলে হট ফেবারিট। ১৪ জুলাই আজ বিশ্ব কাবাব দিবস। সেই উপলক্ষ্যেই আপনাদের জন্য রইল ৩ টি ভিন্ন ধরনের কাবাবের রেসিপি। যা সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায়।

ভেজ হরিয়ালি কাবাব ঃ উপকরণ- সিদ্ধ পালং শাক, ছোলার ডাল, ধনেপাতা, ধনেগুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা, জায়ফলগুঁড়ো, বেসন, কিশমিশ, ড্রাই ম্যাঙ্গো পাউডার, নুন, ঘি, সাদা তেল। **পদ্ধতি**- ৪-৫ ঘণ্টা ভেজানো ছোলার ডাল, পালং শাক, ধনেপাতা, কিশমিশ, নুন, কাঁচালঙ্কা সমস্ত মূল উপকরণ মিক্সিতে বেটে নিন। সেই মিশ্রণে বেসন, ধনেগুঁড়ো, জায়ফলগুঁড়ো, ড্রাই ম্যাঙ্গো পাউডার, নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার কাবাবের আকারে গড়ে নিয়ে প্রতিটার গায়ে ঘি ব্রাশ করে নিন। এবার তাওয়ায় সাদা তেল গরম করে ভেজে নিন দু-পিঠ।

ছাতু- ধনে চিকেন কাবাব ঃ উপকরণ- চিকেন কিমা (৫০০), ধনেপাতা- রসুন- লঙ্কা- গোটা গোলমরিচ একসঙ্গে পেস্ট হবে, রোস্টেড ছাতু, পেঁয়াজ বাটা, লেবুর রস, নুন, মিঠে আতর, গোলমরিচগুঁড়ো, সাদা তেল, ঘি। **পদ্ধতি**- নুন, লেবুর রস, ধনেপাতা বাটার মিশ্রণ দিয়ে চিকেন কিমা ম্যারিনেট করে ১ ঘণ্টা রাখুন। তারপর প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাটা, কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে ম্যারিনেটেড চিকেন দিন। পরিমাণমতো নুন। সেদ্ধ হয়ে গোলমরিচগুঁড়ো দিয়ে মাখো মাখো করে নিন। তেল ছাড়লে বুঝবেন হয়ে গেছে। নামানোর আগে মিঠে আতর ছড়ান। এবার বাইন্ডিংয়ের জন্য রোস্টেড ছাতু দিয়ে মেখে নিন। ঠান্ডা স্টিকে কাবাবের আকারে গড়ে রাখুন। এবার তাওয়ায় ঘি ব্রাশ করে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন।

দুধিয়া কাবাব ঃ উপকরণ- পনির, দুধ, খোয়াক্ষীর, ক্রিম, চিজ, নুন, চিনি, এলাচগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো, কাজুবাদাম, ঘি, কিশমিশ, পেস্তা, কর্নফ্লাওয়ার। **পদ্ধতি**- পনির, চিজ, খোয়াক্ষীর গ্রেট করে নিয়ে তার মধ্যে অল্প দুধ, ক্রিম ও বাকি উপকরণ মিশিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ভাল করে মাখুন। পুরো মসৃণ মাখা হয়ে টিক্কার আকারে গড়ে নিন। এবার তাওয়ায় ঘি দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে ভেজে নিন।

বৃষ্টিভেজা দিনে খান চিকেন কিমা পোলাও

প্রত্যেক দিন কি আর সাদা ভাত মুখে রোচে! কখনও কখনও পোলাও, ফ্রায়েড রাইস বা বিরিয়ানি হলে দারুণ জমে যায়। পোলাও নিরামিষ হোক বা আমিষ, তার স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। বৃষ্টিভেজা দিনে গরম গরম ধোঁওয়া ওঠা পোলাও খাওয়ার মজাই আলাদা। আজ আপনাদের জন্য রইল জিভে জল আনা চিকেন কিমা পোলাও এর রেসিপি। **উপকরণ** - দুই কাপ বাসমতী চাল আড়াই কাপ, আধা কেজি চিকেন কিমা, গোটা গরম মশলা, গোটা গোলমরিচ, আধা চা চামচ গোটা জিরে, এক মাঝারি মাপের পেঁয়াজ কুচি, একটা টমেটো কুচি, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, রসুন বাটা, ১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধা চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, কয়েকটা পুদিনা পাতা, স্বাদমতো লবণ, পরিমাণমতো সাদা তেল ও ঘি। **প্রণালী**- চাল ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখবেন ২-৩ ঘণ্টা। কড়াইতে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা, গোটা গোলমরিচ এবং গোটা জিরে ফোড়ন দিন। একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিন। পেঁয়াজ ভাজতে ভাজতে হালকা লালচে হয়ে এলে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন আদা ও রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গিয়েছে। এবার টমেটো কুচি, নুন ও লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। খানিকক্ষণ মশলা কষিয়ে নিন। এর সঙ্গেই চিকেন কিমা দিয়ে ভালো করে কষতে থাকুন। আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন। মাঝেমাঝে ঢাকনা খুলে নাড়তে থাকবেন। কিমা সেদ্ধ হয়ে এলে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর তাতে প্রয়োজন মতো জল দিন। আগে থেকে জল গরম করে রাখলে ভালো। ঢাকনা একেবারে চেপে বসিয়ে দিন। আঁচ একেবারে কমিয়ে রান্না হতে দিন। খানিকক্ষণ পরপর ঢাকনা খুলে চেক করবেন। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই জল শুকিয়ে ঝরঝরে পোলাও রান্না হয়ে যাবে। ঢাকনা খুলে ওপর থেকে ঘি, পুদিনা পাতা অথবা ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল চিকেন কিমা পোলাও। গরম গরম পরিবেশন করুন।

‘কচুর লতি দিয়ে লোটে’ গরম ভাত নিমিষেই ফিনিশ হবে

কচুর লতি দিয়ে লোটে মাছ রান্নার এই রেসিপি আদতে বাংলাদেশের। ওপার বাংলায় কচুর লতি দিয়ে লইট্যা শুঁটকি বেশ জনপ্রিয় খাবার। কবে তরতাজা লোটে মাছ দিয়ে কচুর লতি চেখে দেখেছেন কখনও? দারুণ কম্বিনেশন একেবারে। লোটে মাছের চচ্চড়ি কিংবা কচুর লতির একই রেসিপি খেয়ে একঘেয়ে হয়ে গেলে একবার কচুর লতি দিয়ে লোটে’র রেসিপি ট্রাই করতে পারবেন। গরম ভাতের সঙ্গে একটু আহা! জিভে স্বাদকোরকদের সাম্বা নেত্য হতে বাধ্য। তাহলে জেনে নিন উপকরণ - লোটে মাছ, কচুর লতি, গোটা সাদা জিরে, তেজপাতা, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, নুন, চিনি। প্রণালী জেনে নিন- লোটে মাছগুলো ধুয়ে প্রথমে নুন - হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কচুর লতি কেটে গরম জলে ভাপিয়ে নিন। আঁচে কড়াই বসিয়ে তাতে তেল গরম করে প্রথমে গোটা সাদা জিরে ও তেজপাতা ফোড়ণ দিন। গন্ধ বেরোলে পিঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। এবার আদা- রসুন বাটা দিয়ে খানিক ভাজা হয়ে এলে, আঁচ কমিয়ে তাতে হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, লাল লঙ্কাগুঁড়ো দিন। এবার ভাল করে কষাতে থাকুন। এর মধ্যে কচুর লতি দিয়ে পুরোটা মিশিয়ে নিন। এবার নুন- চিনি ও মাছের টুকরোগুলো দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে খানিকক্ষণ রান্না করুন। জলে টেনে গা মাখা হয়ে গরম মশলাগুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

আলু দিয়ে বানিয়ে নিন মুখরোচক জলখাবার

বিকেল বা সন্ধ্যে হলেই মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে করে। চপ, ফুচকা, চুড়মুড়, কাটলেটের দিকে মন পড়ে থাকে। তবে রোজ রোজ বাইরের খাবার খাওয়া আবার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো নয়। তাই বাড়িতেই বানিয়ে নিন মুখরোচক জলখাবার। আপনাদের জন্য রইল মুচমুচে আলু রোল সামোসার রেসিপি। এটি বানানো খুবই সহজ, আর খেতেও বেশ সুস্বাদু। দেখুন কী ভাবে বানাবেন। **আলু রোল সামোসার উপকরণ**- ময়দা পরিমাণমতো, ২-৩টে সেদ্ধ আলু, কালো জিরে পরিমাণমতো তেল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, পরিমাণমতো জল, ১টা কাঁচা আলু গ্রেট করা, চিলি ফ্লেক্স, রসুন পাউডার, আদা পাউডার, জিরা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনে পাতা কুচি। **আলু রোল সামোসা তৈরির পদ্ধতি**- একটা বাটিতে এক কাপ ময়দা নিন। এর সঙ্গে ১ টেবিল চামচ সাদা তেল, নুন মিশিয়ে নিন। এবার এর মধ্যে অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দা মেখে নিন নরম করে। ময়দা মাখানোর সময় এতে কালো জিরে মিশিয়ে দেবেন। ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। অন্য একটা বাটিতে সেদ্ধ আলুর খোসা ছাড়িয়ে চটকে নিন। এর সঙ্গে চিলি ফ্লেক্স, রসুন পাউডার, আদা পাউডার, জিরা গুঁড়ো, নুন, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনে পাতা কুচি, কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। হাতে সামান্য তেল মেখে আলুর মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প নিয়ে লম্বা করে গড়ে নিন। তবে বেশি লম্বা করবেন না। এবার একটু বড় সাইজের ময়দার লেচি কেটে একেবারে পাতলা করে বেলে নিন। লেচি বেলা হয়ে গেলে লম্বালম্বিভাবে কেটে নিন চার ভাগ করে। এক একটা ভাগে আলুর পুর রেখে রোল পাকিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম করতে বসান। সবকটা আলুর রোল সোনালী করে ভেজে তুলে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল আলু রোল সামোসা! গরম গরম টমেটো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

বরাভূম, সাঁওতালডি, ঢালিদা এবং কোটশিলা স্টেশনে ট্রেন থামানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত তারিখগুলি অনুসারে বরাভূম, সাঁওতালডি, ঢালিদা এবং কোটশিলা স্টেশনগুলিতে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বরাভূমে ট্রেনের স্টপেজ ১) ১২৮০১ পুরী-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, ১৬.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ২) ১২৮০২ নিউ দিল্লি-পুরী এক্সপ্রেস, ১৬.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। সাঁওতালডি- তে ট্রেনের স্টপেজ ৩) ১৩৩০১ ধানবাদ-টাটানগর এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৭.০৭.২০২৩ থেকে। ৪) ১৩৩০২ টাটানগর-ধানবাদ এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ১৭.০৭.২০২৩ থেকে। ঢালিদায় ট্রেনের স্টপেজ ৫) ১৩৩৫১ ধানবাদ-আলাপ্পুঝা এক্সপ্রেস, ১৭.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ৬) ১৩৩৫২ আলাপ্পুঝা- ধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৫.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। কোটশিলায় ট্রেনের স্টপেজ ৭) ১৩৩৫১ আলাপ্পুঝা-ধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৫.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু। ৮) ১৩৩৫২ আলাপ্পুঝা-ধানবাদ এক্সপ্রেস, ১৫.০৭.২০২৩ থেকে যাত্রা শুরু।

কুনোর জঙ্গলে চিতার মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ভূপেন্দর যাদব, বললেন বিশেষজ্ঞদের কথা চলছে

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে শুক্রবারই মৃত্যু হয়েছে আরও একটি চিতার। এ নিয়ে গত চার মাসে ভারতের মাটিতে মৃত্যু হয়েছে আটটি চিতার। কুনো জাতীয় উদ্যানে একের পর এক চিতার মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব। শনিবার তিনি বলেছেন, আমরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞ-সহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব আরও বলেছেন,

আমাদের টিম সেখানে যাবে। চিতাগুলিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে না, কুনো জাতীয় উদ্যানেই থাকবে। আমি আশাবাদী প্রকল্পটি সফল হবে। উল্লেখ্য, গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা মেনে আফ্রিকার একাধিক দেশ থেকে ভারতে চিতা আনা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা আনা হয় কুনোর জঙ্গলে। এ বছর ১২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আরও ১২টি চিতা আসে ভারতে। কিন্তু, গত চার মাসে ভারতের মাটিতে মৃত্যু হয়েছে আটটি চিতার। জানা গিয়েছে, আফ্রিকা থেকে আনা সর্বশেষে মৃত চিতাটির নাম ছিল সুরজ। তাকে শুক্রবার সকালে কুনোর জঙ্গলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সুরজের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

বৃষ্টি-দুর্যোগে বাতিল হোটেল বুকিং, শিমলা-মানালিতে ধুঁকছে পর্যটন শিল্প

শিমলা, ১৫ জুলাই ঃ বিগত কয়েক দিনের বৃষ্টি, বন্যা পরিস্থিতির জেরে হিমাচল প্রদেশের চারিদিকে শুধুই ধ্বংসলীলা, আর তাতে ব।স। ধাক্কা খেল রাজ্যের পর্যটন। এমনটাই দাবি করছেন হিমাচলের হোটেল ব্যবসায়ীরা। পর্যটকের সংখ্যা হু হু করে কমতে শুরু করেছে। হোটেল ব্যবসায়ীর বলছেন, পর্যটন ব্যবসায় ১০০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। এই বন্যা পরিস্থিতি আর বৃষ্টির জেরে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বেশির ভাগ জায়গায়। অনেক পর্যটক ঘুরতে এসে এই দুর্যোগে আটকে পড়েছেন। তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন। আবার এই পরিস্থিতি দেখে বহু পর্যটক তাঁদের বুকিং বাতিল করে দিচ্ছেন। শিমলা, মানালিতে মাথায় হাত হোটেলের মালিকদের। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান মিডিয়া উপদেষ্টা নরেশ চৌহান বলেছেন, বন্যা পরিস্থিতি এবং বৃষ্টির কারণে পর্যটন শিল্প ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্যোগ পুরো পর্যটন শিল্পের প্রায় কোমর ভেঙে দিয়েছে। কী ভাবে দ্রুত পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা যায় রাজ্যকে তার পরিকল্পনা চলছে। শনিবারই ময়দানে নেমে পড়েন হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা। মান্ডিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। রাজ্যপাল বলেছেন, হিমাচল প্রদেশ সরকারের পাশে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

৩ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না নৈনিতাল পৌরসভার কর্মীরা

নৈনিতাল, ১৫ জুলাই ঃ নৈনিতাল পৌরসভার কর্মচারী ও পরিবেশ বন্ধুরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। পুরসভার কাউন্সিলর মনোজ সাহ জগতি এই বিষয়ে বিধায়ক সরিতা আর্যের সঙ্গে দেখা করেন। এই বিষয়ে বিধায়ক নগরোন্নয়ন দফতরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং দ্রুত বেতন দেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও, পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রাসঙ্গিক নথি সরবরাহ করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে ভবিষ্যতে এই সমস্যা না হয়। উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই নৈনিতাল পৌরসভায় সময়মতো কর্মচারীদের বেতন না দেওয়ার সমস্যা রয়েছে। এই নিয়ে কর্মচারীদের পাশাপাশি কাউন্সিলর ও পৌরসভার সভাপতিরা অনেক ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও অনশন করেছেন এবং রাজ্য সরকারও নগরোন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে পৌরসভার বকেয়া বেতনের জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পৌরসভা নৈনিতালের কর্মচারীরা। সময়মতো বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

শিয়ালদহ স্টেশন পরিদর্শনে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে শিয়ালদহ স্টেশনে পুনঃউন্নয়ন কাজগুলি পরিদর্শন করেছেন। তিনি প্রকল্পের অধীনে

পরিকল্পিত শিয়ালদহ স্টেশনের মাস্টার প্ল্যানের পর্যালোচনা করেছেন এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য পর্যায়ক্রমে এটি বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম, সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম, অভিবাদন ওয়েটিং রুম, ফ্যামিলি মল, সেফ বাবল (মহিলা যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং এলাকা), ক্রু রেস্ট রুম, মেডিটেশন, রিডিং রুম, সেমিনার হল, ফ্যাশন সিটি, ফ্যাশন রুম পরিদর্শন করেন। স্টোর, লাগেজ বুকিং অফিস, ক্লোক রুম, আরপিএফ লবি, সিসিটিভি রুম এবং অন্যান্য কিয়স্ক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে লোকো পাইলট এবং গার্ডদের সাথে সংবেদনশীল এবং যোগাযোগ করেন। শ্রী দ্বিবেদী তার পরিদর্শনের সময়, খাদ্য স্টলগুলিকে কঠোরভাবে কাউন্টারগুলিতে নো বিল নো পেমেন্ট প্রদর্শন করার এবং একই ধর্মীয়ভাবে অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বেস কিচেনও পরিদর্শন করেন এবং খাবারের স্বাস্থ্যকর গুণমান নিশ্চিত করতে অনুমোদিত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার জন্য খাদ্য সামগ্রীর পর্যায়ক্রমিক নমুনা সংগ্রহের উপর জোর দেন। তিনি রাজধানী, শতাব্দী এবং দুরন্ত ট্রেনের পুরো রেকের জন্য প্যান্ট্রি কারগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সময়মতো কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আইজি-কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদহ এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের অন্যান্য ডিভিশনাল অফিসাররা। শিয়ালদহে পরিদর্শনের সময়, আজ, শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, মহাব্যবস্থাপক অন্যান্য বিভাগ এবং অঞ্চল থেকে দূরপাল্লার ট্রেনে ডিউটিতে ভ্রমণকারী টিটিইদের যথাযথ বিশ্রামের জন্য ভ্রমণ টিকিট পরীক্ষকের (টিটিই) জন্য একটি বিশ্রাম কক্ষ খুলেছিলেন। শ্রী দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে ডিজিটাল ট্রেন চার্টিং, কিউআর কোডের মাধ্যমে ডিজিটাল নেভিগেশনের ডিসপ্লে পরিদর্শন করেছেন কোচ বা ট্রেনের সঠিক অবস্থান, যাত্রীদের সুবিধার পয়েন্ট ইত্যাদি। ভবন এবং প্রচলন এলাকা সেইসাথে শাখা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ভাড়া ছাড়া রাজস্ব উৎপাদন জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ স্টেশনের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং শিয়ালদহ টিমকে প্রশংসা করেছেন।

৩৬ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন ৫ জন অমরনাথ পুণ্যার্থী, মৃত বেড়ে ২৪

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই ঃ বিগত ৩৬ ঘন্টার মধ্যে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রী। এই নিয়ে মাত্র ১৫ দিনে অমরনাথ যাত্রায় মৃত্যু হয়েছে ২৪ জন পুণ্যার্থীর। এই মৃত্যুগুলির বেশিরভাগই উচ্চতার কারণে অসুস্থতায় হয়েছে, অক্সিজেনের অভাব এবং হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, বিগত ৩৬ ঘন্টায় পাঁচটি মৃত্যুর মধ্যে চারটি মৃত্যু হয়েছে পহেলগাম রুটে এবং একজন বালতাল রুটে। নিহতদের মধ্যে একজন আইটিবিপি অফিসারও রয়েছেন, যিনি অমরনাথ যাত্রা ডিউটির সময় মারা গিয়েছেন। নিহতরা উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং গুজরাটের বাসিন্দা। অমরনাথ পবিত্র গুহা মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৮৮৮ মিটার উপরে অবস্থিত। তীর্থযাত্রীদের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যের রান্নাঘরে (ল্যাঙ্গার) সমস্ত জাঙ্ক ফুড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরোটা, পুরি, মিষ্টি এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস সহ সমস্ত হালওয়াই আইটেম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিগারেট বিক্রিও নিষিদ্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে, সমাপ্তি আগামী ৩১ আগস্ট।

২ জন আলফা ক্যাডারের আত্মসমর্পণ

অসম, ১৫ জুলাই ঃ শনিবার আসামের ২ জন আলফা ক্যাডার আত্মসমর্পণ করল। সংগ্রাম অসম ও রঞ্জিত অসম নামে ২ জন আলফা ক্যাডার আত্মসমর্পণ করেন। কাহিলিপাড়া অসম পুলিশের বিশেষ শাখায় রাখা হয়েছে তাদের। ২ জন ক্যাডারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে।

কৃত্রিম চিনিতে হতে পারে ক্যানসার, সতর্ক করল হু

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ ক্যানসারের জন্য দায়ী হতে পারে কৃত্রিম শর্করা বা চিনিও। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) অধীনে থাকা একটি কমিটির তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। তবে কৃত্রিম চিনি অ্যাসপারটেমকে এখনও পর্যন্ত ‘সম্ভাব্য কারসিনোজেন (যা ক্যানসার ঘটায়)’- এর তালিকায় রেখেছেন গবেষকরা। তাঁদের দাবি, কৃত্রিম চিনিই যে ক্যানসারের কারণ, তার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার আগে সম্ভাব্যের তালিকাতেই রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, হু-র অধীনে কোনও খাবার থেকে রোগ ছড়াতে পারে কি না দেখার জন্য দু’টি সংস্থা রয়েছে। একটি সংস্থা খাবারটি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কি না তা দেখার চেষ্টা করে। অন্য সংস্থাটি খাবারের কতটা পরিমাণ শরীরের জন্য ক্ষতিকর তার পরিমাপ করে। অ্যাসপারটেম কতটা খাওয়া উচিত, তার একটি পরিমাণ হু-র তরফে আগেই নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। সারা দিনে শরীরের প্রতি এক কেজিতে ৪০ মিলিগ্রামের বেশি অ্যাসপারটেম প্রবেশ করলে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে বলে জানিয়েছে হু। এই পরিমাপটিই আপাতত মেনে চলতেই বলছে হু। ঠান্ডা পানীয় থেকে চুইংগাম, বাজারজাত অধিকাংশ মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যেই থাকে অ্যাসপারটেম। এদিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ফ্রানসেসকো ব্রাঙ্কা একটি পরামর্শ দেন। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, ঠান্ডা পানীয় সাধারণ চিনি বা কৃত্রিম চিনি দিয়ে খাওয়ার বদলে আরেকটি বিকল্পও রয়েছে। তা হল শুধু জল খাওয়া! শুক্রবারের প্রথম ঘোষণায় ‘ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার’- এর তরফে জানানো হয় কৃত্রিম চিনি সম্ভাব্য কারসিনোজেন।

যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে মেট্রো মোটরম্যানদের কাউন্সেলিং সেশন

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার সম্মানিত যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনো কসরত রাখছে না। কলকাতার লাইফলাইন হওয়ার কারণে, মেট্রো

রেলওয়ে তার কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত মক ড্রিল, টিউটোরিল, বিশেষ সেশন ইত্যাদি পরিচালনা করছে। এর পাশাপাশি মেট্রো মোটরম্যানদের যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখতেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির নির্দেশ অনুসারে সিনিয়র মেট্রো কর্মকর্তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। বন্ধুত্ব বাড়ানোর জন্য এবং একতার বোধ জাগানোর জন্য, এই প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে মেট্রো মোটরম্যানদের পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগও করা হচ্ছে। এই ইন্টারেক্টিভ সেশনে পরিবারের সদস্যরাও তাদের অভিযোগ তুলে ধরেন। বৈদ্যুতিক প্রকৌশল বিভাগ আজ ১৫.০৭.২০২৩ তারিখে কবি সুভাষ শেডে এরকম একটি অধিবেশনের আয়োজন করেছে। এই অধিবেশনে, মেট্রো মোটরম্যানদের আরও ভাল সংখ্যায় উপস্থিত ছিল এবং তাদের সিগন্যাল পাসিং অ্যাট ডেঞ্জার-এর একটি ভিডিও দেখানো হয়েছিল যা মেট্রো অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুতর অপরাধ। ঊর্ধ্বতন মেট্রো আধিকারিকরা তাদের বাড়িতে তাদের স্বামীদের যথাযথ এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তাদের স্বামীরা পর্যাপ্ত ঘুম পাচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কারণ, ডিউটিতে যোগদানের আগে মোটরম্যানদের পর্যাপ্ত ও মানসম্মত বিশ্রাম আবশ্যক। মোটরম্যানদের স্ত্রীদেরও তাদের ফিট রাখতে এবং তাদের একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখার জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। মানসিক চাপ মোকাবিলা করার জন্য, প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে প্রতিদিন যোগব্যায়াম, ধ্যান বা অন্য কোনও ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল যা ব্যক্তিদের চাপমুক্ত থাকতে এবং যে কোনও পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। মোটরম্যানদের, যাদের খুব ভোরে ডিউটিতে যোগ দিতে হবে তাদের তাড়াতাড়ি ঘুমাতে এবং অযথা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সময় নষ্ট না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এটি নিশ্চিত করতে তাদের স্ত্রীদের সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। এই কাউন্সেলিং সেশনে উপস্থিত সমস্ত পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে এবং মেট্রো মোটরম্যানদের বাড়িতে চাপমুক্ত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এই অধিবেশনটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে, এই প্রোগ্রামে একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনও পরিচালনা করা হয়েছিল যাতে মোটরম্যানদের পরিবারের সদস্যরা মেট্রো কর্মকর্তাদের সাথে তাদের মতামত, ধারণা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এরপর মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান। পরিবারের সদস্যদের সাথে, বিশেষ করে মোটরম্যানদের স্ত্রীদের সাথে এই ধরনের ইন্টারেক্টিভ সেশন তাদের জীবনযাত্রায় একটি পরিবর্তন আনবে এবং আরও নিরাপদ মেট্রো অপারেশন নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটিও প্রত্যাশিত যে মোটরম্যান এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে এই বর্ধিত বন্ধন তাদের একটি আরামদায়ক জায়গা প্রদান করবে যা ফলস্বরূপ সম্মিলিত দায়িত্ব, একতা এবং সতর্কতার বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

অবরুদ্ধ যমুনোত্রী ও বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক

দেরাদুন, ১৫ জুলাই ঃ বৃষ্টি-দুর্যোগের মধ্যেই নয়া বিপত্তি উত্তরাখণ্ডে। ধসের কারণে রাস্তার উপর ধ্বংসস্তূপ পড়ার জেরে উত্তরাখণ্ডে যমুনোত্রী জাতীয় সড়ক (১২৩ নম্বর) অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। শনিবার সকালে গাড়ওয়াল জেলার পাউরি তেহসিলে চামি গ্রামের কাছে রাস্তায় পাথর ভেঙে পড়ে। যমুনোত্রী জাতীয় সড়কে যান চলাচল থমকে গিয়েছে। আটকে পড়েছে বেশ কয়েকটি গাড়ি। রাস্তার বিভিন্ন অংশে ধ্বংসস্তূপ পড়ার কারণে একই পরিস্থিতি বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে। পাগল নালার কাছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ওই রাস্তা। ধ্বংসস্তূপ সরাতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে উদ্ধারকারী দল। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে অবিরাম বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে নিযুক্ত হয়েছেন।

৪ টি মূর্তিসহ নগদ টাকা উদ্ধার, ধৃত ৩

অসম, ১৫ জুলাই ঃ আসাম রাজ্যের খারুপেটিয়া জৈন মন্দিরের চুরিকান্ডে ৩ জনকে পাকড়াও করল পুলিশ। উদ্ধার করে নগদ টাকা সহ মূর্তি। শুক্রবার (১৪ জুলাই) ৩ কুখ্যাত চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন যথাক্রমে শহিদুল ইসলাম, আশরাফ আলি ও কানই সিং। পুলিশ মন্দির থেকে চুরি হওয়া ৪ টি মূর্তি উদ্ধার করে। আটককৃত চোরদের থানায় নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

তলিয়ে যাওয়া দুই বালকের দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৫ জুলাই ঃ বিহারের কিশনগঞ্জের পাহারকাট্টার ডক নদীতে শুক্রবার সন্ধ্যায় মহিষ নিয়ে পারাপারের সময় তলিয়ে গিয়েছিল দুই বালক। শনিবার সকালে সেই দুই বালকের দেহ উদ্ধার হল নদী থেকেই। মৃত দুই বালকের নাম মহম্মদ রেজাউল ও আবদুল সামাদ। দুজনেরই বয়স মাত্র ৮ বছর। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারাই নদীতে তল্লাশি চালিয়ে দেহ দুটি উদ্ধার করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রতুয়া হাইস্কুলের পাশে ডক নদীতে মহিষ নিয়ে পারাপারের সময় প্রবল জলস্রোতে তলিয়ে যায় মহম্মদ রেজাউল ও আবদুল সামাদ। দুই বালককে নদীতে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়রা উদ্ধারকার্যে নেমেও ব্যর্থ হন।

Name Change

I, SK MOINUDDIN (old name) S/O SK MAFIJUR RAHAMAN Presently residing at Vill- Akandagachi Mirerchak, PO-Nalikul, PS-Haripal, Dist-Hooghly-712407 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)SK MAINUDDIN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15/07/2023. SK MOINUDDIN and SK MAINUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, MOUSUMI HALDER (old name) D/O Shukumar Haldar Presently residing at Dakshin Shasan, Sikhar Bali, PS-Baruipur Police Station, South 24 Parganas Pin 743387 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOUSAMI MONDAL, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/07/2023. MOUSUMI HALDER and MOUSAMI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, PRAVEEN AGARWAL (old name) S/O DEVI PRASAD JHAJHARIA Presently residing at Flat No-N6E3 Bidhan Niwas, 4 Bidhan Sishu Sarani, PS-Manicktala, Kolkata-700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRAVEEN KUMAR AGARWAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15/07/2023. PRAVEEN AGARWAL and PRAVEEN KUMAR AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, MITA CHOWDHURY alias MITA CHOUDHURY (old name) W/O SOUMYA CHOWDHUTY Presently residing at Ambagan Nabapally, Barasat, North 24 Parganas, PO- Nabapally, PS-Barasat, Pin-700126 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MITA BHATTACHARJEE, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/07/2023. MITA CHOWDHURY and MITA BHATTACHARJEE both are same and one identical person.

Name Change

I CHANDREYEE HAZRA W/O MANAS KUMAR HAZRA R/O FLAT NO-3A, 3RD FLOOR, UTTARPARA, 38 SHIBTALA STREET, HOOGHLY -712258, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDREYI HAZRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/07/2023. CHANDREYEE HAZRA AND CHANDREYI HAZRA ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SEK NURMOHAMMAD (old name) S/O SK RAHAMAT Presently residing at Yamuna Pally, Baliara, Freserganj Coastal, South 24 Parganas, PO-Baliara, PS-Freserganj Coastal, Pin-743357 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK NUR MAHAMMAD, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15/07/2023. SEK NURMOHAMMAD and SK NUR MAHAMMAD both are same and one identical person.

Name Change

I, SUMAN KUMARI SHAW (old name) W/O BRIJ NARAYAN GUPTA Presently residing at North Subhas Pally, near Kidzee School, Dankuni, PS-Dankuni, Hooghly-712311 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUMAN KUMARI SHAW GUPTA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15/07/2023. SUMAN KUMARI SHAW and SUMAN KUMARI SHAW GUPTA both are same and one identical person.

Name Change

I, ANINDITA KAFRA (old name) W/O PRADDYUT KARFA Presently residing at SEHARA, BARDHAMAN, P.S- RAINA, DIST- PURBA BARDHAMAN- 713423 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANINDITA DATTA, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 15/07/2023. ANINDITA KAFRA and ANINDITA DATTA both are same and one identical person.

মাথায় হাত চাষির, 'বর্ষাল্পতা'য় বিবর্ণ জঙ্গলমহল

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৫ জুলাই ঃ 'আশায় মরে চাষা' - এই প্রবাদ বাক্য যেন বাঁকুড়ার কৃষকদের কাছে যেন চূড়ান্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রীষ্মকালে। দেশের একাংশ যখন বন্যাবিধ্বস্ত, ঠিক তখনই উল্টো ছবি দক্ষিণবঙ্গের জেলা বাঁকুড়ায়। বর্ষার এই সময়টায় চাষির ব্যস্ততার শেষ থাকে না। বীজতলা থেকে আমন ধানের চারাগাছ তুলে জমিতে রোপণ করার সময়। আবার আমন ধান রোপণে যত দেরি হবে, তত চিন্তার ভাঁজ কপালে রেখে দিন গুনতে হবে চাষিকে। অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর ঘূর্ণিঝড় প্রবণ মাস। থেকে যাবে পাকা ধানে মই পড়ার আশঙ্কা। পাট হোক ধান, দুই ফসলের জন্যই প্রচুর জল দরকার। পাটে চাষের পর, ধানে চাষের শুরু থেকেই। অথচ, সেই জলটাই নেই। 'বর্ষাল্পতা'য় ভুগছে গোটা গাঙ্গেয় বাংলা। শুধুমাত্র বৃষ্টির অভাবে জুলাইয়ের মধ্যগগনে পৌঁছেও চাষের কাজ শুরু করতে পারেননি একটা বড় অংশের কৃষিজীবি মানুষ। প্রায় শিল্পবিহীন কৃষিনির্ভর এই জেলায় চাষাবাদই আঞ্চলিক অর্থনীতির অন্যতম উৎস। জেলা কৃষি দফতর সূত্রে খবর, চলতি বছরে বাঁকুড়া জেলায় ৩ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই মুহূর্তে প্রায় ৮০ শতাংশ বীজতলা ফেলা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে সেই বীজতলা বাঁচিয়ে রাখাই চাষিদের কাছে অন্যতম বা। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্রের খবর, মুকুটমনিপুরের কংসাবতী সেচ প্রকল্প ও ডিভিসি- র সৌজন্যে জেলার একটা বড় অংশ 'সেচ সেবিত' এলাকা হিসেবে ঘোষিত হলেও এখনও বৃষ্টির উপরেই ভরসা করতে হয়। কিন্তু চলতি বছরে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে জেলার কৃষিজীবি মানুষের। কুচিল বাউরি, বিমান সিংহ, সুধীর মণ্ডলদের এখন চূড়ান্ত দুরাবস্থা। কুচিল বাউরি বলেন, 'মূলতঃ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করেই আমরা চাষাবাদ করি।এই বছর সেভাবে বৃষ্টি হয়নি, তার মধ্যেও অতিরিক্ত খরচে পাম্পের জলের ব্যবস্থা করে কোনোরকমে ধানের বীজ তলা বাঁচিয়ে রেখেছি কেউ কেউ বা ধান রোওয়ার কাজ শুরু করেছি। এরপর বাকিটা দৈব ভরসা'। প্রচুর খরচ আর অমানুষিক পরিশ্রম করে লাগানো ধান শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পৌঁছাবে কিনা সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান বলে তাঁরা জানান। জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'বাঁকু৷ জেলায় জুন ও জুলাই মাসেই ৩৫-৪০ শতাংশ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি আছে। এরপরেও ৮০ শতাংশ বীজতলা তৈরি। এই বছর বাঁকুড়া জেলায় ৩ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর ধান রোপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে এখনও পর্যন্ত ১৩০০ হেক্টর জমিতে বীজতলা রোপন করা হয়েছে'। জুলাই মাসে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে সহজেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। সুধীর মণ্ডল নামের এক কৃষক এই বিষয়ে বলেন, 'শুধু এই বছর বলে না, বেশ কয়েক বছর ধরেই জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যে সময়ে চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির দরকার, সেই সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে প্রত্যেক বছরেই চাষের ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্য বিকল্প ব্যবস্থার দরকার'। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে অবস্থিত কৃষিপূর্ণ সামগ্রী প্রস্তুতকারি নব-কৃষাণ নামক এক কোম্পানির দাবী আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আমরাও মার খাচ্ছি। কোম্পানির প্রচুর কর্মি অফিস স্টাফ এই চাষের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টির অভাবে অনেক চাষী চাষ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন ফলে বিক্রি কমছে ঔষধ সামগ্রীর।

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য নলহাটিতে

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৫ জুলাই ঃ বীরভূমের নলহাটি থানার নবগ্রামে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে নিজেদের বাড়ির গোয়ালঘরের মেঝে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার স্বামী কাজের সুবাদে কলকাতায় থাকেন। দুই সন্তানকে নিয়ে একাই বাড়িতে থাকতেন মহিলা। শুক্রবার রাত্রিবেলা তিনি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে মধ্যরাতে মাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে দুই সন্তান। তখনই দেখতে পান গোয়াল ঘরে পড়ে রয়েছে মায়ের মৃতদেহ। পরে প্রতিবেশীদের জানালে তারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থলে মৃতদেহটি উদ্ধার করেন। মৃতের মেয়ে বলেন, আমরা খাবার খেলাম একসঙ্গে তিনজন। তারপর একই সঙ্গে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাত ১২টা নাগাদ হঠাৎ দেখি মা নেই। কোথায় গেল খুঁজলাম। পরে গোয়ালঘরের কাছে দেখি চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি আর ভাই পাশের বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে আসি। মৃতার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের দাবি গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে। মৃতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট ব্লক সভাপতির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ উদয়নের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ জুলাই ঃ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ঘর গুছাতে ব্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কোচবিহার জেলায় ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আসন সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসেবে বিজেপির দখলে ২২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তৃণমূলের দখলে ১০১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে কেউই একক ভাবে বোর্ড গঠন করার অবস্থায় নেই। এই অবস্থায় কেউ যখন ঘর গোছাচ্ছে সেই সময় কেউ আবার ঘর বাঁচাতে চালাচ্ছে মরিয়া চেষ্টা। পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে আজ দিনহাটা এক নম্বর ব্লক এবং দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট ব্লক সভাপতির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহের এই নির্দেশের পর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে জল্পনা। দলের জয়ী প্রার্থীদের উপর উদয়ন গুহ ভরসা রাখতে পারছে না বলেই বিধায়কের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আজকের মধ্যেই সমস্ত উইনিং সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

জল ঢুকে বিকল শ্মশানের একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লি, ভোগান্তি বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৫ জুলাই ঃ প্রবল বর্ষণে জল ঢুকেছে জলপাইগুড়ির মাল শহরে। জল ঢুকে বিকল হয়ে পড়েছে মহাকাল পাড়ায় মাল নদীর ধারের শ্মশান ঘাট। মাল শহরে কাঠে শবদাহের জন্য দুটি চুল্লি রয়েছে। কিন্তু তার উপরের চালও ভাঙ্গা। জল পড়ে। শব দেহ নিয়ে শ্মশানে ঢুকলেই বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। রাতে দু একটি বাদে বাতিও জ্বলছে না। মাল শহরের দুই নম্বর ওয়ার্ডের শ্মশান ঘাট বর্তমানে এমনই বেহাল দশায় রয়েছে। ঠিক পাশেই বৈদ্যুতিক চুল্লির শ্মশান রয়েছে। সম্প্রতি বজ্রবিদ্যুতে বিকল হয় একমাত্র চুল্লিও। তারপর যন্ত্রাংশ আর সারাই হয় নি। তা বন্ধই রয়েছে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মালবাজারের বাসিন্দারা। পরিস্থিতির সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল পুরসভা। শুক্রবার মাল পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন সাহা শ্মশান ঘাটের কর্মীদের নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে বৈঠক করেন। স্বপনবাবু বলেন, 'আমরা দ্রুত পুরনো শ্মশান ঘাটের আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছি। করা হবে সৌন্দর্যায়ন। পাশাপাশি পর্যাপ্ত কাঠ মজুত রাখা এবং কাঠের ঘর সংস্কারও করা হবে। স্বপন বাবু বলেন, বজ্রবিদ্যুতের জন্যই শ্মশান ঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লি সমস্যা দেখা গেছে। চুল্লিটি মেরামত করতে আমরা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। শীঘ্রই তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে উদ্বোধন করা হলো একটি ট্যাবলোর। শনিবার ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির হাসমি চকে এই ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। এই ট্যাবলো আগামী সাতদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ রোধ সহ নানা বার্তা মানুষের সামনে তুলে ধরবে। বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি পালন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উঠে এলো পানীয় জলের সমস্যা সহ নানা অভিযোগ। শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি পালন করলেন মেয়র গৌতম দেব। ফোন মারফত শহরবাসীর অভিযোগ শোনেন তিনি। এতেই এক ব্যক্তি নর্দমায় আবর্জনা থাকার অভিযোগ জানান, এক মহিলা পানীয় জল সমস্যার অভিযোগ জানান। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন মেয়র।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ৬২জন বিদেশী

মালিগাঁও, ১৫ জুলাই ঃ অবৈধ প্রব্রজনকারীদের সনাক্তকরণের ধারাবাহিক লড়াই চালানোর সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনী ২০২৩-এর জুন মাসে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে প্রায় ৬২ জন বিদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। এই জোনের মধ্যে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে পৃথক পৃথক অভিযান চালানোর সময় আরপিএফ এই অবৈধ প্রব্রজনকারীদের গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও, এই মাসের ১১ জুলাই পর্যন্ত কুমারঘাট, আগরতলা ও জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে আরপিএফ ৩০ জন অবৈধ প্রব্রজনকারীকে গ্রেপ্তার করে, যার মধ্যে ১৮ জন রোহিঙ্গা ও ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিক অন্তর্ভুক্ত আছে। পরে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ধৃত অবৈধ প্রব্রজনকারীদের সংশ্লিষ্ট গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১১ জুলাই, ২০২৩ তারিখের সাম্প্রতিক এক ঘটনায় ধর্মনগর পোস্টের আরপিএফ যৌথভাবে স্থানীয় পুলিশ ও বিএসএফ-এর সাথে কুমারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ১২ জন রোহিঙ্গা (নয় জন পুরুষ ও এক জন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে সহ তিন জন মহিলা) গ্রেপ্তার করে, এরা অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিএসএফ / নালাকাটা (ত্রিপুরা)-র হেফাজতে ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়। একই দিনে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে আগরতলার আরপিএফ যৌথভাবে জিআরপি/ আগরতলার সাথে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ৩ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে, এরা অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওসি/ জিআরপি/ আগরতলার হাতে ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়। ১০ জুলাই, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় জলপাইগুড়ি পোস্টের আরপিএফ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ০৫৭৫০ নং. (হলদিবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার) ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবৈধভাবে প্রবেশ করা একজন বাংলাদেশী নাগরিককে (পুরুষ) গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওসি / জিআরপি/ জলপাইগুড়ির হাতে ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও, ৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখে, আগরতলার আরপিএফ যৌথভাবে জিআরপি/ আগরতলার সাথে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ৬ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করে, এরা অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। এর পূর্বে ৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আগরতলার আরপিএফ যৌথভাবে জিআরপি/ আগরতলার সাথে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ৮ জন বাংলাদেশিকে অবৈধভাবে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওসি/ জিআরপি/ আগরতলার হাতে ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়। স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা খুব সতর্ক এবং অবৈধ প্রব্রজনকারী, রোহিঙ্গা ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রেখে চলেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের মধ্যেই শুরু হয়েছে ভাঙ্গন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের মধ্যেই শুরু হয়েছে ভাঙ্গন । এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়ী প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করলো। শনিবার দুপুরে চাঁচল ১ ব্লকের মকদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এবারের নির্বাচিত বিজেপির প্রার্থী তানজিবা বিবি সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করলেন। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই রাজনৈতিক সরগরম হয়ে উঠেছে চাঁচল মহকুমা এলাকায়। জয়ী প্রার্থীর দাবি, ওই দলে থাকলে মানুষের কাজ করতে পারবেন না তিনি। শাসকদলে থাকে মানুষের কাজ করা যাবে। তাই দলবদল করলেন। যদিও বিজেপির দাবি ভয় দেখিয়ে শাসক দল দলবদল করিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০ আসন বিশিষ্ট মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দখলে রয়েছে নয়টি, কংগ্রেসের দখলে আটটি, সিপিআইএমের দখলে দুইটি এবং বিজেপির একটি। ফলে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম জোট করে পঞ্চায়েত গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত গঠন করতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দল। রাতের অন্ধকারে ওই পঞ্চায়েতের বিজেপির একমাত্র নির্বাচিত সংখ্যালঘু সদস্যাকে যোগদান করালেন তৃণমূলে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীশিখ ১৪০ নং বুথের বিজেপি থেকে জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা তানজিবা বিবি চাঁচলের তৃণমূল কার্য্যালয়ে ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগদান করেন। তানজিবা বিবি জানিয়েছেন, এবার তিনি বিজেপি থেকে গ্রামপঞ্চায়েতে জয়ী হন। এই দলে থেকে মানুষের কাজ করা যাবে না। আমি এখানে একাই জিতে ছিলাম। শাসকদলে থেকে মানুষের কাজ করা যাবে। তাই দলবদল করেছেন। বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন , ভয় দেখিয়ে ওই সদস্যাকে রাতের অন্ধকারের তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছে। স্বচ্ছ ভাবে বোর্ড গঠন করতে পারবে না ভেবে এইসব করছে তৃণমূল। চাঁচলের তৃণমূল দলের বিধায়ক নিহার ঘোষ জানিয়েছেন, বিজেপির নির্বাচিত ওই প্রার্থী নিজের থেকে সদলবলে এসে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। এখন বিজেপি দিশেহারা হয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে বিস্ফোরণ, জখম দুই শিশু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন থেকেই মুর্শিদাবাদের সালার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। রেস যেন কিছুতেই কাটছে না । শনিবার সেই সালারের কাগ্রাম অঞ্চলের বাবলা গ্রামে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে দুই শিশু গুরুতর জখম হল। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, বাবলা গ্রামে শনিবার সকালে সকালে সাহিল সেখ এবং সাকিব সেখ নামের দুই শিশু খেলনা ভেবে কৌঠো বোমা নিয়ে খেলছিল। আচমকা সেই বোমা ফেটে যায়। যার জেরে গুরুতর আহত হয় দুই শিশু। আহত অবস্থায় দুই শিশুকে সালার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। গ্রামবাসীদের কথায়, বাবলা গ্রামে পাঁচটি কৌটো বোমা পড়েছিল। সেইগুলির মধ্যে একটা নিয়ে সাকিব ও সাহিল খেলছিল। সেইসময়ই বিস্ফোরণ হয়। এখনও এলাকায় চারটি বোমা পড়ে আছে। এই বোমাগুলি কোথা থেকে এল, কে বা কারা রেখে গেল সেই ব্যাপারে কেউই কিছু বলতে পারেননি। এলাকায় বার বার এমন ঘটনা ঘটছে। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেও সালারে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি খেলনা ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বার বার শিশুরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সালার থানার পুলিশ । পুলিশ ঘিরেই বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা কোন উদ্দেশ্যে ওই বোমা রেখেছিল, সব কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, বীরভূমের মাড়গ্রামে ৯০টি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বীরভূমের মারগ্রাম থানা এলাকায় তপন গ্রামে শুক্রবার রাতে আবারও বোমা পাওয়া গিয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি কালভার্টের নীচ থেকে প্রায় ৯০টি বোমা উদ্ধার করে। ছয়টি প্লাস্টিক কন্টেনারের মধ্যে সেগুলি রাখা ছিল। পুলিশ জায়গাটি ঘিরে রেখেছে। বোমা নিষ্ক্রিয়করন দলকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলের ট্রেনগুলির বাতিলকরণ

গোরক্ষপুর, ১৫ জুলাইঃ ভারী বর্ষণ, উত্তর রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগে জলাবদ্ধতা এবং দিল্লির যমুনা সেতু নম্বর-২৪৯-এ জলের স্তর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রেনগুলি বাতিল করা হবে নিম্নরূপ। বাতিলকরণ- ১৫০১৪ কাঠগোদাম-জয়সালমের এক্সপ্রেস ১৫ এবং ১৬ জুলাই, ২৩ তারিখে কাঠগোদাম ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৫০১৩ জয়সালমের-কাঠগোদাম এক্সপ্রেস ১৭ জুলাই, ২৩-এ জয়সলমের থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ১৫০৩৬ কাঠগোদাম-দিল্লি এক্সপ্রেস কাঠগোদাম থেকে ১৬ এবং ১৭ জুলাই ২৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৫০৩৫ দিল্লি-কাঠগোদাম এক্সপ্রেস ১৬ এবং ১৭ জুলাই ২৩ তারিখে দিল্লি ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ২৫০১৪ রামনগর-মোরাদাবাদ এক্সপ্রেস ১৫ এবং ১৬ জুলাই, ২৩ তারিখে রামনগর থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ২৫০৩৫ মোরাদাবাদ-রামনগর এক্সপ্রেস ১৬ এবং ১৭ জুলাই, ২৩ তারিখে মোরাদাবাদ ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে। ২৫০৩৬ রামনগর-মোরাদাবাদ এক্সপ্রেস ১৬ এবং ১৭ জুলাই, ২০২৩ তারিখে রামনগর থেকে ছেড়ে যাওয়া বাতিল থাকবে।

এলাকার কচিকাঁচাদের সাথে আলাপচারিতায় মন্ত্রী

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ জুলাই ঃ আর কয়েকদিন বাদেই ২১ জুলাই, অর্থাৎ শহীদ দিবস। শহীদ স্মরনে এই দিনটি প্রতিবছরই অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে মহাসমারোহে পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। সারা রাজ্যের তৃণমূল

কর্মী সমর্থকরা ধর্মতলায় সমবেত হন, এখানে প্রধান বক্তা হিসাবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তাই এবারের শহীদ দিবস যাতে আরও স্মরনীয় হয়, আরও বেশী মানুষের ভীগ জমে তার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি পর্ব। পূর্বস্থলী দক্ষিনের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ইতিমধ্যেই তার বিধানসভা এলাকায় শহীদ দিবসের প্রচার ও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। শনিবার তার নেতৃত্বে পূর্বস্থলীর হেমাতপুর তৃণমূল ভবনে পূর্বস্থলীর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ২১ জুলাই ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সফল করতে প্রচার চালানো হয়। ২১ জুলাই এর গুরুত্ব সম্পর্কে এলাকাবাসীকে অবহিত করার পাশাপাশি তা সফল করার জন্য আবেদন জানান স্বপনবাবু। এদিন হেমাপুর মোড়ে মিছিল শেষ করে নিজের দলীয় কার্য্যালয়ে ফেরার পথে তার সাথে দেখায় হয় একদল কচিকাঁচার। মন্ত্রী তথা এলাকার স্বপন জেঠুকে সামনে পেয়ে তাকে ঘিরে ধরে শিশুব্রিগেড। বাচ্ছাদের পেয়ে আপ্লুত হয়ে যান মন্ত্রীও। তিনি সকলের সাথে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন কিছুক্ষন, তারপর তাদের মিষ্টিমুখ করান। নিজহাতে শিশুদের মিষ্টি বিতরণ করেন তিনি। এদিন সকলের মঙ্গল কামনায় চুনোবিল কালী মন্দিরে পুজোও দেন স্বপনবাবু।

পৃথক দু'টি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ জুলাই ঃ বাঁকুড়ায় পৃথক দু'টি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনজন। এছাড়াও আরও ৩ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোরের মধ্যে দুর্ঘটনা দু'টি ঘটে জয়পুর জঙ্গলে ও বিষ্ণুপুরের তেলিপুকুর এলাকায়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ভাঙাপুল এলাকায় ডাম্পারের সঙ্গে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এদিন ভোরে কোতুলপুর থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি ডাম্পার। প্রবল গতিতে যাচ্ছিল সেটি রাস্তা দিয়ে। ডাম্পারটি বন কামারপুকুর ও তেলিপুকুরের মাঝে ভাঙাপুলের কাছে আসতেই উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডিজায়ার গাড়ি মুখোমুখি সজোরে ধাক্কা মারে ডাম্পারটিকে। ঘটনার অভিঘাতে ডিজায়ার গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালক সহ দুই যাত্রীর। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ি গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে। জয়পুর জঙ্গলে একটি ইঞ্জিন ভ্যানের সঙ্গে একটি বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা হলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। ঘটনায় আহত হন আরও তিনজন।

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ জুলাই ঃ প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ আগরতলা টাউন হলে একমাস ব্যাপী প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি এদিন তিনি প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গ।তে জন সাধারণকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্লাস্টিকের মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। গবেষনায় জানা গেছে প্লাস্টিকে প্রায় ৩ হাজার ২০০ এমন রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই এই ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ তৈরি হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, মানব সভ্যতার উন্নতির পথে প্লাস্টিক এক অভিশাপ হয়ে দাড়িয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা করা জনগনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি এদিন তিনি সর্বত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, বাড়িঘরের আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে এবং এলাকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের ছয় জন আহত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুলাই ঃ আবার মালদায় ভোট পরবর্তী হিংসা। এবারে তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে দুই পক্ষের মোট ছয় জন আহত। আক্রান্তরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে সবার বিকেলে মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত কাজী গ্রাম এলাকায়। জানা যায় আক্রান্তরা হল সাকিরুল মুমিন বয়স ৩২ বছর স্ত্রী সাহেদা বিবি (২৮) ও সাকিরুলের ভাই ঝন্টু মুমিন বয়স ২২ বছর। অপরপক্ষে তৃণমূল কর্মী দুঃখ মুমিন বয়স ৫০ বছর স্ত্রী বোয়া বিবি (৪৫) ও তাদের একমাত্র মেয়ে হাসিনা খাতুন বয়স (১৫) বছর। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায় কাজীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী তারা বিবি তার হয়ে ভোট প্রচার করেছিলেন দুঃখ মমিন ও তার পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে নির্দল প্রার্থীর মুহিনুর বিবি হয়ে ভোট প্রচার করছিলেন সাকিরুলের পরিবারের সদস্যরা। ভোটে পরাজিত হয় নির্দল প্রার্থী। আর তার জেরে এদিন বিকেলে তৃণমূল প্রার্থী ও তার কর্মীরা নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধোর করে সকলকে। খবর পেয়ে এই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে দুই দলের মোট ছয় জন সমর্থক মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুরুলিয়ায় বিজেপি সাংসদের অঞ্চলে খাতা খুললো না গেরুয়া শিবিরের!

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়ায়, ১৫ জুলাই ঃ পুরুলিয়া লোকসভার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নিজের অঞ্চল বাগমুন্ডি বিধানসভার পুস্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনেও জিততে পারল না গেরুয়া শিবির প্রার্থীরা, পুস্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ১৩ টি সেখানে তৃণমূল ৮ টি, কংগ্রেস ৩ টি, সিপিআইএম ১টি, ফরোয়ার্ড ব্লক ১টি, আসনে জিতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃণমূল বোর্ড গঠন করার পথে, একই চিত্র দেখা গিয়েছে সাংসদদের বুথেও সেখানে শাসক দল তৃণমূল ১৩৭টি ভোটে জিতেছে, বিজেপির এই শোচনীয় ফলের জন্য অনেক বিজেপি কর্মী সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে বলছেন, ওই অঞ্চলে বিজেপির পুরনো কার্যকর্তারা নিস্ক্রিয় রয়েছেন তার ফলে জয় অধরা, আবার অনেকে ফেসবুকে দলের গোষ্ঠী কোন্দলকেই দায়ি করেছেন, যদিও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে ফোনে পাওয়া যায়নি।

রাজ্য ব্যাপী অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের অধীন, আদমি প্রকল্পের কর্মচারী সংগঠন তথা যাদবপুর ওয়াটার রিসোর্সেস ইনভেস্টিগেশন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্য ব্যাপী অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন এবং স্বেচ্ছায়

রক্তদান শিবির এই দুইটি মহতী অনুষ্ঠান শনিবার কলকাতার উল্টোডাঙায় অবস্থিত ইকমার্ড বিল্ডিং এ আয়োজন করা হয় । এই কর্মী সংগঠনটি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই দুটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৫৮ জন রক্ত দাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন, যাতে এই গ্রীষ্ম ও বর্ষার সন্ধিক্ষনে নগরে প্রয়োজনীয় রক্তের চাহিদা কিছুটা মেটানো সম্ভব হয়। এই রক্ত দাতাদের মধ্যে সারা রাজ্যে কর্মরত আদমি প্রকল্পের সাথে যুক্ত কর্মীরা যেমন আছেন, তার সাথে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জল ব্যবহারকারী সমিতি ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরাও আছেন। শুক্রবার থেকে সারা রাজ্যব্যাপী যে অরণ্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে, সেখানে জল ব্যবহারকারী সদস্যদের সাথে এই সংগঠনের সদস্যগণও সামিল হয়েছেন। এই মহতী উদ্যোগে আদমী প্রকল্পের, প্রকল্প অধিকর্তা শ্রী প্রভাত কুমার মিশ্র, আই এ এস উপস্থিত থেকে রক্তদান শিবির ও সারা সপ্তাহ ব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরো উৎসাহিত করেন এবং এই প্রচেষ্টার সাফল্যে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

২৩ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত দুই

আগরতলা, ১৫ জুলাই ঃ নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে দুই যুবকের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক মানিক দেবনাথ। সাথে নেশা সামগ্রী পাচারে ব্যবহৃত দুইটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত ইয়াবা টেবলেটের বাজার মূল্য আনুমানিক ২৩ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ আধিকারিক মানিক দেবনাথ জানিয়েছেন, গতকাল রাতে সোনামুড়া থানায় গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে কুলুবাড়ি বাজারে দুই যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে আসবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে গভীর রাতে পুলিশ আধিকারিক মানিক দেবনাথের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী কুলুবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেশা সামগ্রী বিক্রি করার সময় দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে নেশা সামগ্রী পাচারে ব্যবহৃত দুটি গাড়িও আটক করেছে পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন জসীম মিয়া এবং কাবিল মিয়া। বাজেয়াপ্ত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য আনুমানিক ২৩ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এশিয়ান গেমসে ঠাঁই হল না শিখরের, কেরিয়ার কি শেষের পথে?

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃ আসন্ন এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তার ফলে একদিকে খুশির হাওয়া তো অন্যদিকে অপেক্ষার পালা বাড়ল। অবশেষে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন নাইট তারকা রিঙ্কু সিং। অন্যদিকে টিম ইন্ডিয়ায় ফের ব্রাত্য সিনিয়র তারকা শিখর ধাওয়ান। এ বছরের এশিয়ান গেমসের সময় ভারতে চলবে ওডিআই বিশ্বকাপ। সেই সময় তাই টিম ইন্ডিয়ার সিনিয়র ক্রিকেটাররা চিনে যেতে পারবেন না। সে কথা মাথায় রেখে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারদের বেছে নিয়েছে বিসিসিআই। কিন্তু কয়েকদিন আগে জানা গিয়েছিল, শিখর ধাওয়ানকে নেতা বানিয়ে হাংঝাওতে এশিয়ান গেমসের জন্য পাঠাবে বোর্ড। কিন্তু কোথায় কী! মেগা ইভেন্টের জন্য টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ক্রিকেটার ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এশিয়ান গেমসের জন্য শিখর ধাওয়ানকে কেন নেতা হিসেবে বাছা হল না? এই নিয়ে তোলপাড় চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা। ১৯তম এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে ভারতীয় দলের ডেবিউ হতে চলেছে। বোর্ড তার জন্য ১৫ সদস্যের যে স্কোয়াড বেছেছে তাতে শিখর ধাওয়ানের নাম না থাকায় ক্রিকেট প্রেমীরা হতাশ। বিশেষ করে ঋতুরাজকে যেহেতু এশিয়ান গেমসের জন্য অধিনায়ক বানানো হয়েছে, তাই অনেকেই শিখরের হয়ে সওয়াল

রেখেছেন বোর্ডের সামনে। বিসিসিআই এশিয়ান গেমসের স্কোয়াড ঘোষণা করতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছে শিখরের না থাকা নিয়ে প্রশ্ন। এক টুইটার ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলে শিখর ধাওয়ান নেই। সোনার খোঁজে আমরা কোহিনূর হারালাম।' একজন লিখেছেন, 'শিখর ধাওয়ান কোথায়? তিনি কি বিসিসিআইয়ের রাজনীতির শিকার হলেন?' এক টুইটার ব্যবহারকারী আবার আশা করছেন শিখরকে এশিয়ান গেমসে নেওয়া হয়নি কারণ, তাঁকে হয়তো দেশের মাটিতে হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে ভাবা হচ্ছে। কারণ যা-ই হোক না কেন, দীর্ঘদিন ধরে শিখর ধাওয়ান জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন। এশিয়ান গেমসের দলেও ঠাঁই মিলল না। ফলে তিনি আদৌ ওডিআই গেমসের জন্য বিসিসিআইয়ের ভাবনায় আছেন কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন। দিনের পর জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না গব্বর, তা হলে কি তাঁর কেরিয়ার শেষের পথে? অনেক ক্রিকেট প্রেমী এই আশঙ্কাও করছেন।

অশ্বিনের ঘূর্ণিতে তিন দিনে ডুবল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ডমিনিকা, ১৫ জুলাইঃ সারা দেশ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুদূর ক্যারিবিয়ানে তখন জয়ধ্বজা ওড়াচ্ছে ভারত। রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়ালের জোড়া সেঞ্চুরি এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দুরন্ত পারফরম্যান্সে তিন দিনেই ডুবল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত জিতেছে ইনিংস ও ১৪১ রানে। ইনিংস ও রানের নিরিখে এশিয়ার বাইরে এটাই ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সবচেয়ে বড় জয়। অভিষেক ম্যাচে যশস্বী ১৭১ রানের ইনিংস খেলেন। এরপর বিরাট কোহলির অর্ধশতরানের ইনিংস। তৃতীয় দিনে ৫ উইকেটে ৪২১ রান তোলার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ভারত। ২৭১ রানে এগিয়ে ছিল ভারত। জবাবে সাতটি উইকেট নিয়ে ক্যারিবিয়ানদের একাই শেষ করলেন অশ্বিন। ১৩০ রানে গুটিয়ে যায় বিপক্ষ। ডমিনিকায় প্রথম টেস্টে ভারতের জয়ের নায়ক তিনিই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে

সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ ক্যারিবিয়ানে সুদে আসলে মেটাচ্ছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে নিলেন ১২টি উইকেট। এই জয়ে সিরিজে ভারত ১-০ এগিয়ে। ডমিনিকার উইন্ডসর পার্কে আগাগোড়াই ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়েছে ভারত। ভারতের সামনে নখদন্তহীন ক্যারিবিয়ান টিম কার্যত অসহায়। প্রথম দিন থেকে পিছিয়ে ছিল ক্যারিবিয়ান টিম। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও খারাপ সূচনাটা। তেজনারায়ন চন্দ্রপলকে এলবিডব্লিউ করেন রবীন্দ্র জাডেজা। ক্যারিবিয়ানদের স্কোর বোর্ডে তখন আট রান। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে রাহানের হাতে ক্যাচ দেন ক্যাপ্টেন কার্লোস ব্রেথওয়েট (৭)। তৃতীয় সেশনে টার্নিং পিচে আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন অশ্বিন। তিনি নিয়মিত বিরতিতে উইকেট তুলে নেন এবং এশিয়ার বাইরে ইনিংস ও রানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়ের কারণ হয়ে ওঠেন অশ্বিন। অশ্বিন ৫ রানে ব্ল্যাকউডকে এলবিডব্লিউ করেন এবং ব্যক্তিগত ১১ রানে রেমন রেইফারকে প্যাভিলিয়নে পাঠান জাডেজা। এরপর অল্পের মধ্যেই ১৩০ রানে গুটিয়ে যায় আয়োজক দেশ। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়া অশ্বিন দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছেন ৭ উইকেট। অর্থাৎ ম্যাচে তিনি মোট ১২টি উইকেট নিয়েছেন। যেখানে দুটি উইকেট গেছে জাডেজা এবং একটি উইকেট মহম্মদ সিরাজের ঝুলিতে। প্রথম টেস্টে দাপুটে বোলিং করে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ছুঁয়ে ফেলেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি অনিল কুম্বলের এক রেকর্ড। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বার ১০ উইকেট নেওয়া বোলারের তালিকায় ভারতীয় কিংবদন্তি অনিল কুম্বলেকে স্পর্শ করে ফেললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা স্পিনার অশ্বিন। এই নিয়ে তিনি টেস্টে ৮ বার ১০ উইকেট নিলেন। ডমিনিকা টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ইনিংসেই ফাইফারের (এক ইনিংসে ৫ উইকেট) কীর্তিও গড়েছেন অশ্বিন। এই নিয়ে টেস্টে ৩৪ বার ফাইফার নিলেন অশ্বিন। টেস্টে অনিল কুম্বলে ৩৫ বার ফাইফার নিয়েছিলেন। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে অশ্বিন ফের ৫ উইকেট নিলে আবার ছুঁয়ে ফেলবেন কুম্বলের আর এক রেকর্ড।

'ও নির্ভীক, মেজাজই আলাদা'

যশস্বীকে দরাজ সার্টিফিকেট রোহিতের

ডমিনিকা, ১৫ জুলাইঃ অপেক্ষা ছিল একটা সুযোগ পাওয়ার। আর তা পেয়ে কোনও কসুর রাখলেন না যশস্বী জয়সওয়াল। ডমিনিকা টেস্টে যশস্বী দেখিয়ে দিলেন তাঁকে সুযোগ দিয়ে কোনও ভুল করেননি নির্বাচকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ক রোহিত শর্মা দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন যশস্বী জয়সওয়ালকে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ক্রিজে একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন রোহিত ও যশস্বী। তরুণ ওপেনারকে সব সময় উৎসাহিতও করেছিলেন রোহিত। এ বার হিটম্যান জানালেন যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পুরো ম্যাচে কোনও সময় ভয় পাননি যশস্বী। টিম ইন্ডিয়ার এই তরুণ তুর্কিকে নিয়ে আর কী কী বললেন রোহিত? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ২২৯ রান। তরুণ যশস্বীর টেস্ট ডেবিউ ম্যাচে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ক্রিজে কাটান হিটম্যান। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর রোহিত বলেন, ''ওর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। ও গত কয়েক বছর ধরে দেখিয়েছে যে জাতীয় দলে খেলার জন্য ও তৈরি। তাই সুযোগ পেয়ে ও দায়িত্ব নিয়ে দারুণ খেলেছে। ওর ধৈর্য, মেজাজ সবকিছুর পরীক্ষা হয়েছে। ওকে কোনও সময় ভয় পেতে দেখিনি। পরিকল্পনামাফিক ও নির্ভীকভাবে খেলে গিয়েছে।'' ডমিনিকায় শুধু যশস্বী নন, রোহিত শর্মাও সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। যদিও ম্যাচের শেষে রোহিতের মুখে বেশি শোনা গেল যশস্বীর কথাই। রোহিত জানান, ম্যাচের মাঝেও তিনি যশস্বীকে বলেছিলেন, ''তুমি এখানে খেলার যোগ্য। অনেক পরিশ্রম করেছ, এ বার সময়টা উপভোগ করো।'' ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে প্রথম টেস্টে দাপট দেখিয়েছে

ভারত। এক ইনিংস ও ১৪১ রানে জেতার পর তাই রোহিতের মুখে শোনা গিয়েছে বোলারদের নিয়েও প্রশংসা। তিনি বলেন, ''আমাদের বোলিং বিভাগ দারুণ পারফর্ম করেছে। ওদের ১৫০ রানে অল আউট করে দেওয়াটা আমাদের বড় অ্যাডভান্টেজ ছিল। আমরা জানতাম ব্যাটিং করা ধীরে ধীরে কঠিন হবে। সহজে রান তোলা যাবে না। আমরা ৪০০-র বেশি রান তোলার পর বোলিংটাও ভালো করেছি।'' সব মিলিয়ে রোহিতের কথায় বোঝা যাচ্ছে প্রথম টেস্টে দলের পারফরম্যান্সে তিনি খুশি। এ বার দেখার দ্বিতীয় টেস্টে টিম ইন্ডিয়া কেমন পারফর্ম করে। ডমিনিকা টেস্টের শেষে যশস্বী জানান, ডেবিউ টেস্টে নামার আগে তাঁর অনুশীলন ভালোই হয়েছিল। সব সময় তিনি পরামর্শ পেয়েছেন দ্রাবিড়-রোহিত-বিরাটদের। যশস্বীর কথায়, ''অনুশীলনের সময় রাহুল দ্রাবিড় স্যারের সঙ্গে প্রচুর আলোচনা করেছিলাম। আমার উপর ভরসা রাখার জন্য আমি নির্বাচকদের এবং রোহিত ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই জায়গাতে আসার জন্যই এতদিন কঠোর পরিশ্রম করেছি। ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে খেলা আমার কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি। এই অনুভূতিটা অসাধারণ। এই সবে শুরু, আগামী দিনে আরও পরিশ্রম করতে চাই। আমি আমার ক্রিকেট খেলায় আরও উন্নতি করতে চাই। আমার এই লম্বা সফরে আমাকে অনেকেই সাহায্য করেছেন। আমার পাশে থাকার জন্য তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।''

'পাকিস্তান ভারতে না গেলে ফ্যানেদের প্রতি অবিচার হবে', বলছেন মিসবা

করাচি, ১৫ জুলাইঃ ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে কি পাকিস্তান আসবে? এতদিনে এই প্রশ্ন জোরাল হয়েছে। কিন্তু উত্তর এখনও নেই। পাকিস্তানকে রেখেই ওডিআই বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। তারপর পাকিস্তানের ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি জানান, ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবেন না বাবর আজমরা। আর যদি পাকিস্তান ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসে তা হলে ভারতীয় বোর্ডকে মানতে হবে তাদের এক শর্ত। এমন দাবিও সামেন রাখেন মাজারি। কিন্তু প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মনে করছেন ওডিআই বিশ্বকাপে খেলতে পাকিস্তান ভারতে না গেলে খুব বড় ভুল করবে। কে বলছেন এ কথা? পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক মিসবা উল হক বলেন, তাঁর মনে হয় বাবর আজমদের বিশ্বকাপে খেলার জন্য ভারতে যাওয়া উচিত। গত ১০ বছর ধরে ভারত আর পাকিস্তানের কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হয় না। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টেই যুযুধান ২ দল ভারত ও পাকিস্তানের সাক্ষাৎ হয়। তাই এই বিনোদনের সুযোগ থেকে দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের বঞ্চিত করা উচিত নয় বলে মনে করেন মিসবা। পিসিবি এখনও অবধি জানায়নি পাকিস্তান ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে কিনা। তারই মাঝে পাক ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি জানিয়েছিলেন, যে ভাবে এশিয়া কাপ নিরপেক্ষ ভেনুতে হচ্ছে সে ভাবে ওডিআই বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলা উচিত। বিসিসিআই থেকে এই নিয়ে কোনও রকম মন্তব্য করা হয়নি। ভারতের ১০টি শহরে ১০ দলের ওডিআই বিশ্বকাপ হওয়ার কথা। নিরপেক্ষ কোনও ভেনুর কথা কোনও ভাবেই জানায়নি রজার বিনির বোর্ড। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মিসবা উল হক মনে করেন, রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে ক্রিকেটের যোগসূত্র স্থাপন করার কোনও মানে হয় না। মিসবা বলেন, ''দুই দেশের মধ্যে যখন অন্যান্য খেলাগুলো ঠিক মতো হচ্ছে, তখন ক্রিকেটে সেটা কেন হবে না। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কেন রাজনৈতিক সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া হচ্ছে? এই দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা থেকে ক্রিকেট প্রেমীদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। পাকিস্তান ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের ফ্যানেদের প্রতি অবিচার হবে।''মিসবা নিজে অতীতে বহু বার ভারতে খেলেছেন। সেই কথা উল্লেখ করে বলেন, ''অনেক বার আমি ভারতে খেলেছি। আমার মনে হয় বিশ্বকাপে খেলার জন্য পাকিস্তানের ভারতে যাওয়া উচিত। ওখানে দর্শকদের ভিড়, স্নায়ুর চাপ হলেও ওগুলোই আমরা উপভোগ করেছি। তবে ভারতের পরিবেশ উপভোগও করেছিল। ভারতীয় পরিবেশে আমাদের দল ভালো পারফর্ম করার মতো ক্ষমতা রাখে।'' উল্লেখ্য, হায়দরাবাদে ৬ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে।

ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন দুরন্ত লক্ষ্য, ফের ব্যর্থ সিন্ধু

নিউ ইয়র্ক, ১৫ জুলাইঃ সদ্য কানাডা ওপেন জিতেছেন। চলতি বছরে প্রথম টাইটেল জয়ের পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লক্ষ্য সেন। দেশের এই তরুণ শাটলারের বিজয়রথ চলছে ইউএস ওপেনেও। কানাডা ওপেনের পর ইউএস ওপেনেও খেতাব জয়ের হাতছানি তাঁর সামনে। ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে পা রেখেছেন লক্ষ্য। খেতাব জয়ের থেকে আর মাত্র ২ ধাপ দূরে রয়েছেন। লক্ষ্যের জয়রথ ছুটলেও ফের একবার হতাশ করেছেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী পিভি সিন্ধু। গতবছর কমনওয়েলথ গেমসে শেষবার সাফল্য ধরা দিয়েছিল সিন্ধুর ঝুলিতে। তারপর থেকে সিন্ধুর ভাগ্য শূন্য। কানাডা ওপেনে আকানে ইয়ামাগুচির কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছিলেন। ইউএস ওপেনেও সিন্ধুর জার্নি দীর্ঘ হল না। এই ৩০০ সুপারসিরিজ থেকে চিনা প্রতিযোগী গাও ফাং জি-র বিরুদ্ধে হেরে টুর্নামেন্টের বাইরে সিন্ধু। শেষ আটের ম্যাচে লক্ষ্য সেনের প্রতিপক্ষ ছিলেন স্বদেশী শঙ্কর মুথুস্বামী সুব্রহ্মমন্যম। ২১-১০, ২১-১৭ ব্যবধানে দেশীয়

প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেন সেন। ১৯ বছরের মুথুস্বামী চেন্নাইয়ে ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। ৩৮ মিনিট ধরে চলে শেষ আটের ম্যাচ। শেষ চারের ঘরে লক্ষ্যের প্রতিপক্ষ চিনের লি শি ফেং। তাঁর বিরুদ্ধে লক্ষ্যের জয় ও হারের রেকর্ড ৫-৩। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২তম স্থানে রয়েছেন পিভি সিন্ধু। তাঁকে ২২-২০, ২১-১৩ গেমে হারিয়ে দেন গাও ফাং জি। এই নিয়ে পঞ্চম বার সিন্ধু ও গাও একে অপরের বিরুদ্ধে খেললেন। তার মধ্যে চারবারই হেরে গিয়েছেন সিন্ধু। গত সপ্তাহে কানাডা ওপেনে সিন্ধু হারিয়ে দেন চিনা শাটলারকে। কিন্তু সেই ম্যাজিক রইল না এ বার। ৩৬তম র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রতিপক্ষ সিন্ধুকে বেশ নাস্তানাবুদ করলেন। প্রথম গেম থেকে লম্বা র‍্যালি খেলতে পারেননি সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমে তাঁকে নিজস্ব ভঙ্গিতে খেলতে দেননি গাও ফাং জি।

বঙ্গতনয়া তিতাসের স্বপ্নপূরণ, জাতীয় দলে ডাক পেলেন কামব্যাক রিচার

মুম্বই, ১৫ জুলাইঃ অবশেষে স্বপ্নপূরণ। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সিনিয়র দলে ডাক পেলেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু। সেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ থেকেই নজর কেড়েছিলেন চুঁচুড়ার মেয়ে তিতাস। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নজরকাড়া

পারফরম্যান্সের পর উদ্বোধনী উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগেও সুযোগ পেয়েছিলেন তিতাস। ধাপে ধাপে ভারতের সিনিয়র দলের দিকে এগোচ্ছিলেন তিনি। এমার্জিং এশিয়া কাপেও খেলেছেন তিতাস। এ বার ১৯তম এশিয়ান গেমসের জন্য যে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই তাতে রয়েছেন তিতাস। একইসঙ্গে জাতীয় কামব্যাক হয়েছে বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষেরও। কেমন হল এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় মহিলা দলের স্কোয়াড? আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য ১৫ সদস্যের মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। আগেই জানা গিয়েছিল, চিনের হাংঝাওতে পূর্ণশক্তির মহিলা ক্রিকেট দল পাঠাবে ভারত। তেমনটাই হচ্ছে। এই প্রথম বলার এশিয়ান গেমসে খেলবে ভারত। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে ভারত এ বারের এশিয়ান গেমসে খেলবে ১৯-২৮ সেপ্টেম্বর। এ বারের এশিয়া কাপে ক্রিকেট ম্যাচগুলি হবে টি-২০ ফর্ম্যাটে। এ বারের এশিয়ান গেমসে বাংলা থেকে সুযোগ পেয়েছেন ৩জন ক্রিকেটার। তিতাস সাধু প্রথম বার সিনিয়র টিমে সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ সফরে বাদ পড়েছিলেন রিচা ঘোষ। এশিয়ান গেমসের মূল স্কোয়াডে তিনি ফিরেছেন। আর অপর এক বঙ্গ তনয়া সাইকা ইসাকও সুযোগ পেয়েছেন এশিয়ান গেমসে। তিনি মূল স্কোয়াডে নেই। রয়েছেন স্ট্যান্ড বাইতে। ডব্লিউপিএলে সাইকা নজর কেড়েছিলেন। এ বার তিনি জাতীয় দলের ভাবনায় ঢুকে পড়লেন।

১৯তম এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের স্কোয়াড- হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহঅধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, আমনজো কৌর, দেবিকা বৈদ্য, অঞ্জলি সর্বাণী, তিতাস সাধু, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, মিন্নু মনি, কনিকা আহুজা, উমা ছেত্রী, অনুষা বরেড্ডি।

স্ট্যান্ড বাই- হরলীন দেওল, কাশবী গৌতম, স্নেহ রানা, সাইকা ইসাক ও পূজা বস্ত্রকার।

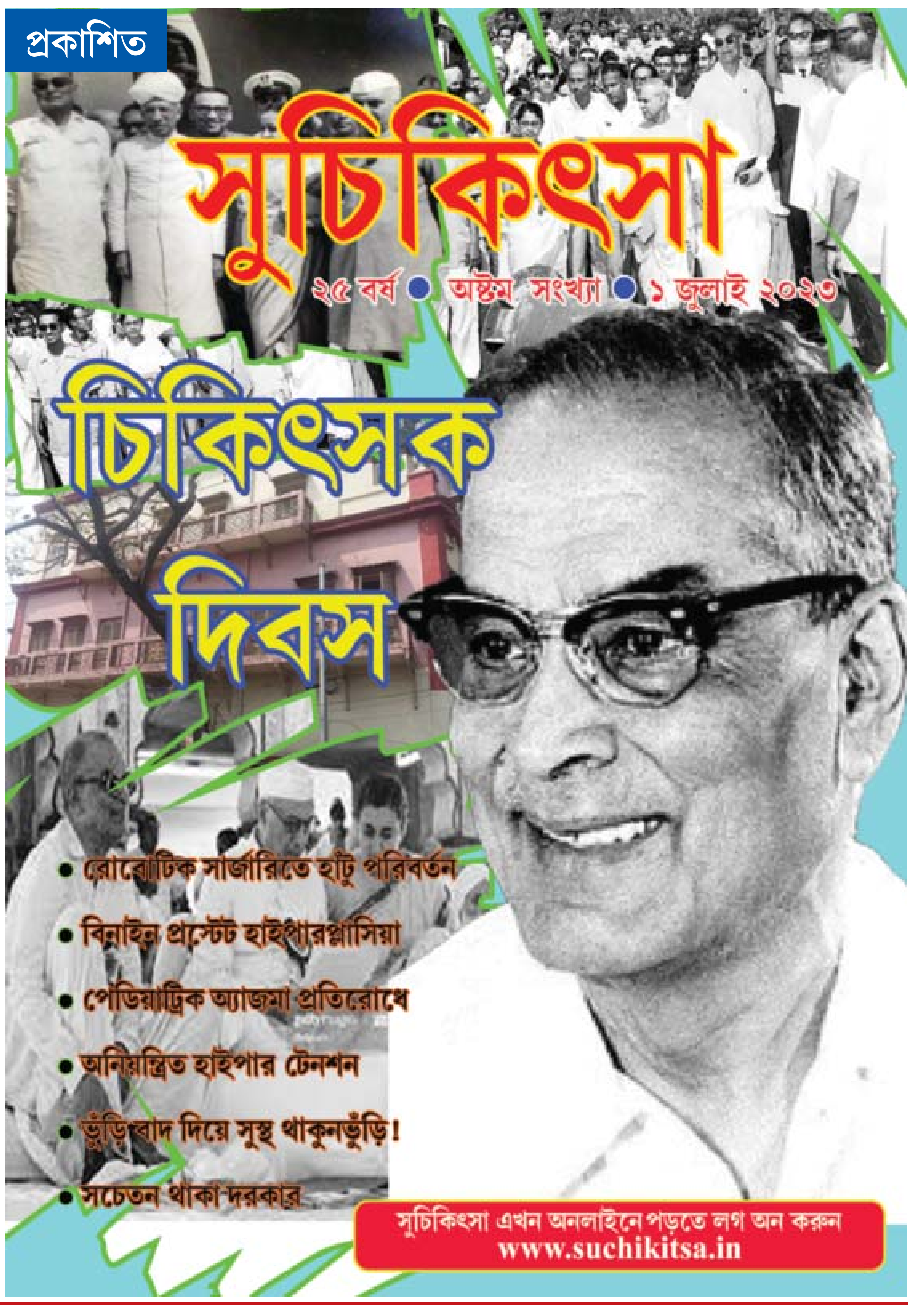

মেসিকে টপকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে রোনাল্ডো

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো ফোর্বসের সবচেয়ে বেশি আয় করা অ্যাথলেটসের তালিকায় জায়গা পান ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এ বছরের ১ মে পর্যন্ত করা এ হিসাবে এক বছরে রোনাল্ডোর আয় ছিল ১৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার। উপার্জনের এই অঙ্ক রোনাল্ডোকে এবার গিনেস বুকেও জায়গা করে দিয়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পক্ষ থেকেও ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়দের তালিকায় রোনাল্ডোর সবার ওপরে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি সব মিলিয়ে রোনাল্ডোর ১৭তম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। গত মে মাসে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী অ্যাথলেটদের নাম প্রকাশ করে ফোর্বস, যেখানে সবাইকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন রোনাল্ডো। এক বছরে মাঠ থেকে রোনাল্ডোর আয় ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার এবং মাঠের বাইরে আল নাসরে তারকার আয় দেখানো হয় ৯ কোটি ডলার, যা সব মিলিয়ে প্রায় ৬ বছর পর রোনাল্ডোকে সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারী অ্যাথলেটদের তালিকায় শীর্ষস্থান এনে দেয়। আর এটি ছিল রোনাল্ডোর সব মিলিয়ে তৃতীয়বারের মতো শীর্ষ উপার্জনকারীর তালিকায় শীর্ষে ওঠার ঘটনা, যা এখন তাঁকে এনে দিয়েছে আরেকটি গিনেস ওয়ার্ল্ডস রেকর্ডসের স্বীকৃতি। নতুন এই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস নিজের করার পথে রোনাল্ডো পেছনে ফেলেছেন লিওনেল

মেসিকে। ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়দের মাঝে শীর্ষস্থান দখল করার পথে মেসির আয় ছিল ১৩ কোটি ডলার, যা সে সময় মেসিকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই স্বীকৃতি এক বছরের বেশি নিজের দখলে রাখতে পারলেন না বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এমনকি মেসির বিশ্বকাপ জয়ের ঘটনাও আয়ের দিক থেকে রোনাল্ডোকে টপকানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি। রোনাল্ডোর চূড়ায় ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তাঁর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রায় দ্বিগুণ বেতনে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনাল্ডো। এ ছাড়া নাইকির সঙ্গে চুক্তি এবং তাঁর নিজস্ব ব্র্যান্ড সিআর সেভেন থেকেও বেশ ভালো পরিমাণে আয় করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। মাঠে রোনাল্ডো যে ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় করেন, তা আসে মূলত বেতন, প্রাইজ মানি এবং বোনাস থেকে। আর মাঠের বাইরের আয় আসে স্পনসরশিপ চুক্তি, দূত হিসেবে উপস্থিতিসহ বিভিন্ন খাত থেকে। রোনাল্ডো ছাড়া শীর্ষ উপার্জনকারী ১০ খেলোয়াড়দের মধ্যে জায়গা পাওয়া অন্য দুই ফুটবলার হচ্ছেন মেসি ও কিলিয়ান এমবাপে। তালিকায় দুজনেরই অবস্থান অবশ্য যথাক্রমে ২ ও ৩ নম্বরে। এক বছরে মেসির আয় করেছেন ১৩ কোটি ডলার। যেখানে মাঠ ও মাঠের বাইরে থেকে তাঁর আয় ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার করে। অন্যদিকে, এমবাপের আয় ছিল ১২ কোটি ডলার, যেখানে ১০ কোটি ডলারই ফরাসি তারকা আয় করেছেন মাঠ থেকে। আগের বছর দুই নম্বরে থাকা বাস্কেটবল তারকা লেবরন জেমস এবার ১১ কোটি ৯০ লাখ ডলার আয় নিয়ে জায়গা পেয়েছেন ৪ নম্বরে। এ ছাড়া অন্যদের মাঝে গত বছর অবসর নেওয়া দুই টেনিস তারকা রজার ফেডেরার ও সেরেনা উইলিয়ামসও জায়গা পেয়েছেন ফোর্বসের তালিকায়। ৯ কোটি ৫১ লাখ ডলার নিয়ে ৯ নম্বরে আছেন কিংবদন্তি ফেডেরার এবং আরেক কিংবদন্তি সেরেনার অবস্থান ৪ কোটি ৫৩ লাখ ডলার আয় নিয়ে ৪৯ নম্বর স্থানে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501